প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই আসছে ইন-শা-আল্লাহ্!

চ্যানেল আই-এর "কাফেলা" খ্যাত

আল্লামা শহীদ নূরুল ইসলাম ফারুকী রহ.

স্মারকগ্রন্থ

CHANNEL i

হৃদয়ে বাংলাদেশ

কাফেলা

সম্পাদনায় :

ডক্টর আব্দুল বাতেন মিয়াজী

প্রকাশনায় :

আল্লামা শহীদ নূরুল ইসলাম ফারুকী রহ. জনকল্যাণ ফাউন্ডেশন

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সিপাহসালার

শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহঃ]

সম্পাদনায়

ডক্টর আব্দুল বাতেন মিয়াজী

সর্বসত্ব
প্রকাশক

প্রকাশকাল
১৯ মহররম ১৪৪০ হিজরী , ২৭ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

শুভেচ্ছা হাদিয়া: ৪৪৪৪

প্রকাশনায়
আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী রহঃ জনকল্যান ফাউন্ডেশন

.....

সার্বিক সহযোগিতায়:

প্রচারণায়

যোগাযোগ

০১৮১৯ ২৮ ১২ ০৭

০১৭১১ ১১ ৫৮ ১১ (বিকাশ)

ইমেইল: miqatwnd.bd@gmail.com

প্রকাশনায়

আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী রহঃ জনকল্যান ফাউন্ডেশন।

সূচীপত্র

শহীদ ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিম] কেন অনন্য? ১০

Shaheed Allama Nurul Islam Faruqi (Mercy be on him) ১৫

শহীদ নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিম]-এর জীবনী (৬৩ বছর)..... ১৯

শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিম] ছিলেন সুন্নীয়তের পতাকাবাহী ৩০

কী ভাবছো তোমরা? একাতবদ্ধ না হলে তোমাদের অবস্থা আমার মতোই হবে!..... ৩৯

[আইসিস] ইসলামিক ষ্টেট সম্পর্কে মহানবী [ﷺ]-এঁর ভবিষ্যতবাণী.... ৪৪

লাখ ফারুকী জন্ম নেবে এক ফারুকীর খুনে ৫২

কাফেলার যাত্রী ৫৫

সুন্নীয়তের আপোষহীন মুজাহিদ আল্লামা ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিম] ৫৭

শহীদ ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিম] ছিলেন বাতিলদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কণ্ঠস্বর..... ৬৯

আদর্শের মূর্ত প্রতীক ৭৬

জংগী-সন্ত্রাসী-খারেজীদের সম্পর্কে রাসূল [ﷺ]-এঁর ভবিষ্যৎবাণী! ৭৮

সুন্নীয়তের কান্ডারী শহীদ ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিম]..... ৮৮

'ফারুকী কাব্য' ৯০

এক: দশ ফারুকী চাই ৯০

দুই: রাসূল প্রেমের মাঝি..... ৯১

তিন: ঘাতকের প্রতি অভিশাপ ৯২

চার: হোসাইনী সৈনিক..... ৯৩

পাঁচ: সম্পর্ক..... ৯৪

.....
ছয়: মিষ্টি হাসি.....৯৫
সাত: ঘাতকের নিষ্ঠুরতা ৯৬
আট: কাঁদো মানবতা কাঁদো.....৯৭
শহীদ ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ৯৯
আসুন! ফারুকীর চেতনায় দ্বীন বুঝি ১০০
শহীদ ফারুকী হত্যার বিচারে চাই সরকারের আন্তরিকতা ১০৭
আমার দেখা শ্রেষ্ঠ আশেকে রাসূল (সা.) শহীদ আল্লামা শায়েখ নূরুল ইসলাম ফারুকী ১১৪
হরতাল দিবস পালনের যৌক্তিক দাবী!!! ১২৩
ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] এর অমিয় বাণীঃ ১২৬
তালেবানী ইসলাম এবং নৃশংস জঙ্গিবাদ!.....১২৮
কান্ডারী হুঁশিয়ার!.....১৩৩
আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র.....১৩৫
শহীদে মিল্লাত [রহমাতুল্লাহি আলায়হি].....১৩৮
দেখালেন পথ ফারুকী (রহঃ).....১৩৯
তুমি রবে নীরবে, নিভৃতে... সাহস যোগাবে যুগে যুগে, কালে কালে১৪০
সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে গাইডলাইন ১৪৯
যে কারণে আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকীকে জীবন দিতে হলো ফারুকী ১৭০
পরিকল্পিতভাবে খুন হন মাওলানা ফারুকী ॥ নূরুল সন্দেহের তীর উগ্র ও কট্টর ইসলামপন্থীদের দিকে ১৭৫
হুসাইনী আদর্শের ধারক শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ১৮৫
মাওলানা ফারুকী হোসাইনী কাফেলার শাহাদাতের সাথী ১৮৮

.....
শহীদ ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর সান্নিধ্যে একরাত.....১৯৩

আল্লামা ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-র আহলাল বাইত রা. প্রেমযাত্রা: কেন তিঁনি আমাদের সবার চেয়ে অন্যরকম ছিলেন? ১৯৭

আপামর সুন্নী জনতার হৃতগৌরব, অবিস্মরণীয় ইসলামী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, শহীদে মিল্লাত, মহাত্মা, নূরুল ইসলাম ফারুকী (রঃ) স্মরণে ২০২

তালেবানী ইসলাম এবং নৃশংস জঙ্গিবাদ!.....২০৩

ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর বয়ান থেকে.....২০৮

শহীদে মিল্লাত আল্লামা ফারুকী রহঃ-এর হত্যার বিচার প্রত্যাশায় খোলা চিঠিসমূহ ২৩৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি খোলা চিঠি- ২৩৬

আপনাপন মুরীদদের নিয়ে ফারুকী হত্যাকান্ডের বিচারের দাবীতে সোচ্চার হোন ২৪৩

'চ্যানেল আই পরিবারের সদস্য আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকীর প্রতি সুবিচার করুন'.....২৫০

মতামত

আল্লামা শহীদ ফারুকী রহঃ একক ভাবে কারো নন। তিনি প্রতিটি আশেকে রাসূল [ﷺ]-এঁর। তিনি সত্যের পক্ষের প্রতিটি মানুষের। তিনি আহলে বাইত আতহার আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনগণের আশেকদের এবং তিনি প্রতিটি মানুষের যারা সত্য প্রতিষ্ঠায় জীবনভর সংগ্রামে লিপ্ত।

আল্লামা শহীদ ফারুকী রহঃ যে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মত্যাগ করেছেন, সে সত্যকে অটল রাখতে আমাদেরকে তাঁর ব্যাপারে জানা ও এবং তাঁর জীবন নিয়ে চর্চা করা প্রয়োজন। সে চর্চার অংশ হিসেবে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে সংকলিত এই বিশেষ স্মারক গ্রন্থটি যারপর নাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা যাতে তাঁকে ভুলে না যাই সেজন্যে তাঁর জীবন ও কর্মকে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া জরুরী। এ মহতী কাজে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাদের সবার প্রতি রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেও আল্লামা শহীদ ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের সবার মাঝে বেঁচে থাকুক, এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। আমীন।

সালামান্তে,
মাওলানা আব্দুর রউফ
আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী রহঃ জনকল্যাণ ফাউন্ডেশন।

মতামত

আল্লামা শহীদ ফারুকী থিওরির সাথে বাস্তবের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন সার্থক ভাবে। এ কারণেই শহীদ ফারুকী অনন্য। তিনি চেয়েছেন শহীদী মৃত্যু, আল্লাহ্ পাক তা কবুলও করেছেন। এ কারণেই এই শহীদের জীবন এবং কর্ম সম্পর্কে জানা সময়ের দাবি। তাঁর কর্ম ও নিষ্ঠা কিভাবে সত্য প্রচারে ভূমিকা রেখেছে তা অনুধাবন করা জরুরী। মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পাহাড়সম শক্ত প্রাচীর হয়ে কিভাবে তিনি সত্য তুলে ধরেছেন তা আমাদের অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। একনিষ্ঠ ভাবে সতত উচ্চতায় পৌঁছুক এই শহীদের মর্যাদা। আমীন।

সালামান্তে,
আল্লামা মিরাজী
আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী রহঃ জনকল্যান ফাউন্ডেশন।

শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিম] স্মারকগ্রন্থ

পটভূমিকা

শহীদ ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা] কেন অনন্য?

"বাংলাদেশ, ভারত আর পাকিস্তান হলো পীরপূজা আর মাজারপূজার দেশ।" বাতিলদের প্রায়ই এমন কথা বলতে শোনা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের বেশিরভাগই নাকি মুশরিক, তারা বিদ'আতে লিপ্ত। বাতিলেরা গর্ব করে বলে বেড়ায়, "মা-শা-আল্লাহ্ সৌদি আরবে কোনো বিদ'আত নাই। সৌদি সরকার সব মাজার ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। আরব বিশ্বে এখন আর মাজার নাই, আরব বিশ্বে কোনও পীরও নাই। যত পীর সব বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশে।" এই হল বাতিলদের প্রধান বক্তব্য। এই মিথ্যাই হল বাতিলদের প্রধান সম্বল।

বাতিলদের এ কথা আংশিক সত্য। পুরোপুরি নয়। কিছু সত্যকে মিথ্যার মোড়কে সাধারণের কাছে এরা উপস্থাপন করে আজ সফল। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। ধর্মের ব্যাপারে কিছু শুনলে সাধারণ মানুষ সত্য বলে গ্রহণ করে নেয়। ছাপানো বইয়ের লেখা আর টেলিভিশনের বক্তাদের বক্তব্য মানুষের মনে প্রভাব ফেলে প্রবল ভাবে। আসল ঘটনা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা সবাই রাখে না, প্রয়োজন বোধও করে না। বাংলাদেশ পীর আর মাজারের দেশ। এদেশে পীরের পূজাও হয়, মাজারের পূজাও হয়। কিছু দরবারে পীরের পায়ে সেজদা দেয়া হয়, পীরের মৃত্যুর পর তার মাজারেও সেজদা দেয়া হয়। আল্লাহ্‌র অলিগণের মাজার নিয়ে এদেশে ব্যবসাও হয়। ধর্মীয় ভণ্ডামির উর্বর ভুমি হলো বাংলাদেশ। পীরালী এখন অনেক লাভজনক ব্যবসা। পীরের ছেলে পীর হয়। পীরের ছেলেকে কৌশল করে শাহজাদা বলে ডাকা হয়। মানে

অঘোষিত বাদশাহের ঘোষিত শাহ্জাদা। যুবরাজের ইলম থাকলেও পীর হয়, না থাকলেও পীর হয়। বিনা পুঁজিতে ভালো ব্যবসা। অনেক হক্বপন্থী দরবারও আজ বিপথে চলে যাচ্ছে, দুনিয়া আর অর্থের কাছে নিজেদের ঈমান ও আক্বীদা বিক্রি করে দিয়ে। বাতিলদের এমন দাবি দেখে অনেকেই এর সত্যতাও খুঁজে পায়।

কিন্তু এখনো যে অনেক হক্বপন্থী পীর আছেন, তাসাউফের সত্যিকারের কর্ণধার আছেন, সুফি-দরবেশ ও তরিকতের মানুষ আছেন তা খুব কম লোকই জানে। রোগ সংক্রামক, সুস্থতা নয়। কাজেই ধর্মের নামে ভণ্ডামি যত সহজে প্রকাশ পায়, ধর্মের নামে ভালো কাজগুলো ততোই গোপন থাকে। মানবিক কাজের সংবাদ মানুষের কাছে কদাচিৎ পৌঁছায়।

হক্বপন্থী স্বল্পকিছু মানুষ এক মুখে সত্য কথা বলেন, বিপরীতে বাতিলেরা শতমুখে মিথ্যাচার করে। প্রচারেই প্রসার। মানুষ মিথ্যাকেই সত্য বলে গ্রহণ করতে থাকে। হচ্ছেও তাই। আল্লাহ্র অলিগণ, হক্কানী পীর-মাশায়েখগণ, ইসলামের সত্যিকারের দাঈগণ সত্য প্রচার করে থাকেন। তাদের সত্য মিটিমিটি জোনাকির আলোর মতো জ্বলে। সবার কাছে পৌঁছে না। সবাই দেখতেও পায় না। বাতিলেরা ত্রিশ চ্যানেলে শত শত মুখে একই ভাঙা ঢোল দিনরাত বাজায়। মানুষ সহজে যা পায় তাই গ্রহণ করে।

তবে শহীদ ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক "কাফেলা" দিয়ে বাতিলদের অজস্র মিথ্যাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। বাতিলেরা মিথ্যা বলে মানুষকে ধোঁকা দিতো, আর শহীদ ফারুকী রহঃ সচিত্র সত্য উপস্থাপন করে বাতিলদের হাজার মিথ্যাকে চুরমার করে দিতেন। ফারুকী নামের যেমন অর্থ, কাজেও ফারুকী ছিলেন ঠিক তেমনি। ফারুক মানে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। আর যিনি এই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারীর সত্যিকারের অনুসারী, তিনিই ফারুকী। আলোচ্য ফারুকী রহঃও ঠিক তাই। তিনি সত্য ও মিথ্যাকে অতি সহজ ও সুন্দর

করে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন। ফলে মানুষ অনেক বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেয়ে আসছিল। এতে ঈমান, আক্বীদা ও আমলও রক্ষা পাচ্ছিল।

মক্কা পবিত্র শহর, তার প্রমাণ সেখানে কা'বা বিদ্যমান। মদিনা মুনাওয়ারা পুণ্য ভূমি। কারণ সেখানে রাসূল-প্রিয়তম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারক বিদ্যমান। তাঁর হাতে গড়া মসজিদে নববী বিদ্যমান। তায়েফ অন্য কারণে মু'মিনদের মনের খোরাক। কিন্তু মক্কা-মদিনা কি কেবল কা'বা আর মসজিদে নববীর জন্যেই স্মরণীয়? কা'বার চারপাশে যা আছে তা নিয়েই মসজিদুল হারাম, পবিত্র মসজিদ। মক্কার চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই পবিত্র মক্কা। তদ্রূপ মদিনার চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই মদিনা হয়েছে প্রাণের মদিনা। রাসূলে আরাবীর মক্কী জীবনে প্রাণ বিলিয়ে দেয়া সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম গণের স্মৃতি আজ বিস্মৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। মদিনার চারপাশের স্মৃতি এবং জান্নাতুল বাকী আজ ধ্বংসস্তূপ। শিরক আর বিদ'আতের ধোঁয়া তুলে সব ধ্বংস করেছে নজদী-ইহুদী বান্ধব সৌদিরাজ। এরপর শুরু হয়েছে মিথ্যা কিতাব রচনা। আর কিছুদিন পর মিথ্যা কিতাবের কাছে সত্য কিতাব ঢাকা পড়ে যাবে। কিতাবে লেখা থাকবে পবিত্র হেজাজে কোনও মাজার ছিল না। যেমন এখন নেই। অনেকেই সত্য অনুসন্ধান করতে যাবেন না। সবাই নিজ নিজ পছন্দের দল ও গোষ্ঠীকে অনুসরণ করছে। ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। তাদের নেতা যা বলে, সবাই সেটাই বিশ্বাস করে। সবাই অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য বের করে আনতে পারে না। যারা পারেন, তারাই ফারুকী হয়ে উঠেন।

শহীদ ফারুকী রহঃ তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন চিরতরে। তারা কিয়ামত পর্যন্ত মিথ্যাচার করতে পারবে, কিছু লোক তাদের সে মিথ্যা খরিদও করবে, কিন্তু সত্যানুসন্ধানী মানুষকে ধোঁকা দিতে পারবে না। আল্লামা ফারুকী আরব বিশ্বের আনাচেকানাচে ঘুরে সচিত্র প্রতিবেদন

পেশ করেছেন। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই সেখানে মাজার ছিল। এখনো আছে। মিশরের বাহনাসা নামক একটি শহরে প্রায় সাড়ে চার হাজার সাহাবার মাজার বিদ্যমান একটিমাত্র কবরস্তানেই। ইরাক, ইরান, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, ইয়েমেন, ওমানসহ অন্যান্য মুসলিম বিশ্বে এখনো সাহাবা, আল্লাহ্‌র অলিগণ এবং সম্মানিত ইমাম, মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মুফাসসির, মুহাদ্দিসগণের কবর পাকা এবং অনেকের কবরের উপরে মিম্বর তৈরি করা। ফলে বাতিলেরা শত মুখে মিথ্যাচার করলেও এক "কাফেলা"র কাছে এরা ধরা খেয়েছে চরমভাবে। এ অপমান কি সহ্য করা যায়? কাজেই ফারুকীকে থামাতে হবে। নইলে কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে মানুষজন মিথ্যাবাদী হিসেবে চিনবে।

আল্লামা ফারুকী তায়েফ গেলেন। সেখান থেকে প্রিয় রাসূলের ছোটখাটো স্মৃতিগুলো তুলে ধরলেন। সেই মসজিদ যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করতেন। মসজিদের পাশেই পাহাড়ের টিলায় সেই বুড়ির বাড়ি, যে বুড়ি নবীজীর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। নবীজী কষ্ট পেতেন আর বুড়ি আড়ালে দাঁড়িয়ে তা দেখে মজা পেতো। অসুস্থ হলে আবার সেই বুড়িকেই নবীজী সেবা করেছিলেন। সেই বুড়ির বাড়িটি আজো আছে, সেই কাঁটাযুক্ত গাছটি এখনো বিদ্যমান। সেই মসজিদও আছে। তবে তা তালাবদ্ধ। সেখানে সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে, "এখানে বরকত আছে মনে করা শিরক"। অথচ রাসূলের সব কিছুতেই বরকত ও রহমতের প্রমাণে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। আল্লামা ফারুকী একে একে সত্য তুলে ধরতে লাগলেন। বাতিলেরা মিথ্যাচার করতে থাকলো, "এটা সেই বুড়ির বাড়ি নয়, এ গাছটি সে গাছ নয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যকে কি আর ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায়? সত্য একসময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। তিনি মক্কায় গেলেন। পীরের সন্ধানও পেলেন। মালিকী আল-আলাভি রহঃ। তিনি কা'বার ইমামও ছিলেন। তবে নজদীরাজ তাঁকে জেলে

দিয়েছিল সত্য বলার অপরাধে। তিনি পরে ছাড়া পান। তাঁর হুজরায় এখনো মিলাদ-কিয়াম হয়। তাঁর অনুসারীরা এখনো সেখানে যান। যারা বলে আরবে পীর নেই, তাদেরকে ফারুকী রহঃ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেখানেও পীর আছেন, তরিকতের মানুষ আছেন। সেখানে আবার চাটুকারও আছে।

ইসলাম কেবল মক্কা আর মদিনা দিয়েই নয়। ইসলাম নবীজী, সাহাবা, ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আল্লাহ্‌র অলিগণের সমস্ত স্মৃতি নিয়েই টিকে থাকবে। এ সবেরই গুরুত্ব ইসলামে রয়েছে। শিরকের নামে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে মূলত ইহুদিবান্ধব নজদীরাজ এবং তাদের অন্ধ অনুসারীরা ইসলামকে প্রায় ইতিহাস শূন্য করে ফেলেছে। একসময় মুসলিম বাচ্চাদের মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য দেখানোর মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। মুসলিম ইতিহাস আর ঐতিহ্য তখন কেবল বইয়ের পাতায় থাকবে।

আল্লামা শহীদ ফারুকী থিওরির সাথে বাস্তবের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন সার্থক ভাবে। এ কারণেই শহীদ ফারুকী অনন্য। তিনি চেয়েছেন শহীদী মৃত্যু, আল্লাহ্ পাক তা কবুলও করেছেন। এ কারণেই এই শহীদের জীবন এবং কর্ম সম্পর্কে জানা সময়ের দাবি। তাঁর কর্ম ও নিষ্ঠা কিভাবে সত্য প্রচারে ভূমিকা রেখেছে তা অনুধাবন করা জরুরী। মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পাহাড়সম শক্ত প্রাচীর হয়ে কিভাবে তিনি সত্য তুলে ধরেছেন তা আমাদের অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। একনিষ্ঠ ভাবে সতত উচ্চতায় পৌঁছুক এই শহীদের মর্যাদা। আমীন।

সালামান্তে,
ডক্টর আব্দুল বাতেন মিয়াজী
আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী রহঃ জনকল্যান ফাউন্ডেশন।

Shaheed Allama Nurul Islam Faruqi (Mercy be on him)

Alhamdulillah, all praise to the Almighty Allah and innumerable darud and salam on the Prophet Peace Be Upon Him who is the mercy to every creature in the worlds. "Allama Nurul Islam Faruqi (Mercy be on him) Public Welfare Foundation" is delighted to publish this remembrance on the life, works and his martyrdom of shaheede Millat.

The whole world is now infected by the black paw of the deviated Saudi-Najdee Wahhabi ideologies. Due to the doctrine of Wahhabism and the new Salafism, the whole Muslim Ummah fell into a trauma. Misinterpretations of "jihad" by Wahhabi and new Salafi dogma, the Islam has been branded as a stigma and a terrorist religion. In fact, Islam has nothing to do with terrorism. Surprisingly, all neo-Salafis are not terrorists, but all those who terrorize in the name of Islam are followers of the neo-Salafism. They identify themselves differently in different countries, but they all preserve the same aqeedah or creed. The groups, Harkatul Jihad, Jamaatul Mujahideen Bangladesh (JMB) are in operation in Bangladesh while they are known as Taliban in Afghanistan who all together are devoted followers of Najdee Wahhabis. Previously in the Arab world, they were known as al-Qaeda, now they changed their name to IS and Dayesh; the name that is

remembered with hatred and fear not only by non-Muslims but also by Muslims. In Africa they are known as Buko Haram, al-Shabab. They are spread all over the world with cordial support and funding by Saudi Wahhabi Najdee. In collaboration of the Jews and Christians, they are inclined to destroy Islamic heritages, memories and history. After coming to power, Saud dynasty demolished holy shrines of Sahabahs (May Allah Be Pleased with them). The shrines and memories that have survived in other countries, are being destroyed now by different groups of people who are patronized by the same Wahhabi tyrants. As a result, the Muslim world has transformed into a huge ruin.

Allama Faruqi Rahmatullahi Alaihi was against their doctrine and religious beliefs.

The essence of faith is the love for the Prophet (Peace Be Upon Him). In this era of technology and media, Shaheed-e-Millat Allama Shaikh Nurul Islam Faruqi (Rahmatullahi Alaihi) was able to spread the true aqeedah among the masses. When numerous memories of the beloved Prophet (Peace Be Upon Him) including holy shrines of the disciples of the Prophet, memorable and important establishments of Islam, Prophets-Walis, Muhaddeseen, Mufassireen and Mujtahideen (Radiyallahu Anhum Azamain), have been destroyed by the black paw of Najdee-Wahhabis, Faruqi traveled around the

Muslim world and documented those important holy places of Islam describing the historical backgrounds in order to preserve the true history. He succeeded to acquire the love of people who were eager to learn more about those holy places. During every Ramadan, still Muslims observe the TV-series "Kafela" initiated by Faruqi and receive spiritual stillness in their heart.

As a result, Faruqi emerged as an ideology. He became a brave warriors of the time with boldness and very clear vision and threw an open challenge to the misguided, cowards, liars who could not stand against him and instead proved their foolishness. Therefore, they became frightened by the call of Allama Faruqi for a nationwide debate (*bahas*) on the issues that they find problems with. Failing to deal with that call by Allama Faruqi, those coward deviated people chose to halt the voice of Sunni Muslims forever, in a disgusting way. They thought that if they could resist Allama Faruqi they would be success to stop Sunni sunshine forever in this country. They do not know, Shaheed Faruqi is more powerful and overwhelming than the living Faruqi. A Faruqi could be stopped, but there are thousands of Faruqis who emerged in the sky of Sunnism.

So, we, the ALLAMA NURUL ISLAM FARUQI WELFARE FOUNDATION are appealing to you to extend your helping hands for the poor boys and girls who are enlisted in the institutions established by Allama Faruqi. We supply the

necessary articles such as pens, books, pencils and even cash money for the children. The charity would be consider as SADAKAH for the sake of Allah and His Prophet Peace Be Upon Him.

May Allah accept him as martyr and give him zannah. May the vision of Allama Faruqi survive over the time. May Allah keep us on the right track and with the truth. Ameen!

সৌদি-ওহাবীপন্থী এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত ঘোমটা মৌলবিদের উদ্দেশ্যে, "এই গোটা পৃথিবী আমার কাছে ১০০ বছরের জন্য লিজ দিবা তাও আমার থেকে নবীপ্রেম কিনতে পারবা না। রাখো তোমাদের সৌদির রিয়াল আর খেজুর!"

- শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহঃ)

শহীদ নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]-এর জীবনী (৬৩ বছর)

[বিঃ দ্রঃ আল্লামা শহীদ ফারুকী রহঃ-এর পারিবারিক সূত্রে তাঁর পুরো জীবনের ব্যাপ্তি ৬৩ বছর বলে জানা যায়। তবে এখানে তাঁর সার্টিফিকেট এবং পাসপোর্ট অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যকে অনুসরণ করা হয়েছে। এই লেখাটি লিখতে পারিবারিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন শহীদ ফারুকী রহঃ এর ছোটো ভাই মাওলানা আব্দুর রউফ মা জি আ। আরো তথ্য দিয়েছেন শহীদ ফারুকী রহঃ এর বড় ছেলে নেদারল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাসে সহকারী কন্স্যুলার কর্মকর্তা মাসুদ বিন নূর এবং অন্য ছেলে ফুয়াদ ফারুকী।]

★ জন্ম যে পরিবারেঃ

মা শাকিউন নেছা। হাফেজা শাকিউন নেছা। সে যুগেই স্বনামধন্য মাদ্রাসা থেকে উলা পাশ করা আলেমাহ্। পুরো নাম হাফেজাহ আলেমাহ্ শাকিউন নেছা। তখন মাদ্রাসা শিক্ষা দেওবন্দের সিলেবাসেই হতো। আলিয়া মাদ্রাসার পদ্ধতি হাতেগোনা কিছু কিছু জায়গায় ছিল। তাও কেবলমাত্র শুরুর পর্যায়ে। বাবা মাওলানা জামসেদ আলী। তিনিও স্বনামধন্য আলেম। পশ্চিম বঙ্গের ছাহরানপুর মাদ্রাসা থেকে উলা পাশ করেন। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায়ও কিছুদিন পড়ালেখা করেন, তবে ওই সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি হলে তিনি ফিরে

আসেন নিজ গ্রামে। তিনি ছিলেন জাঁদরেল আলেম। চারিদিকে যার নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বভারতের কুচবিহারে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবার। মাওলানা জামসেদ আলীর বাবাও ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। চাচাও তৎকালীন সময়ের খুব আলোচিত আলেম এবং বক্তা ছিলেন। এই পরিবারটি অন্যান্য মুসলিম পরিবার থেকে আলাদা ছিল। ঘরে কুরআনের আলো। সে আলো চারপাশে দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। দেওবন্দ সিলেবাসে পড়াশুনা হলেও আক্বীদায় পরিপূর্ণ সুন্নী। সে যুগেই মিলাদ ও কিয়াম করতেন মাওলানা জামসেদ আলী। নামাজের পর মোনাজাত করতেন। শবে বারাত, শবে মে'রাজ পালন করতেন। নবীজী [ﷺ]-এঁর বেলাদত উপলক্ষ্যে মিলাদুন্নাবী পালন করতেন।

কিন্তু এর মধ্যেই দেশ ভাগের সংগ্রামে শহরের সাথে সাথে মফস্বল শহরও উত্তাল হয়ে উঠেছে। উত্তাল গ্রাম, গঞ্জ ও বন্দর। উত্তাল চারপাশ। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের কথা বলছি। দেশ ভাগ হবে বলে চারিদিকে রব। ভারত হিন্দুস্তান, কাজেই ভারত হবে হিন্দুদের জন্য। আর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান। সেখানে থাকবেন মুসলমানগণ। ভারত থেকে মুসলমান পরিবার পাকিস্তানে হিজরত করবেন। আর পাকিস্তান থেকে হিন্দু পরিবার ভারতে হিজরত করবেন। এ ছিল সিদ্ধান্ত। যারা হিজরত করতে চায়, তারা করবে, যারা নিজ আবাসভূমিতে থেকে যেতে চায়, তারা থাকতে পারবে। তবে নিরাপত্তার অভাব হিন্দু-মুসলমান সবার জন্য সমান উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দেখা দিল।

মাওলানা জামসেদ আলী তার পরিবার নিয়ে পাকিস্তানে পাড়ি দেবার সিদ্ধান নিলেন। পূর্ব বাংলা তখন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। কুচবিহার সীমান্ত পার হলেই পূর্ব-পাকিস্তান। বর্তমান বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন দিনাজপুরে হিজরত করলেন

মাওলানা জামসেদ আলীর পরিবার। বর্তমানে দিনাজপুর ভাগ হয়ে নতুন জেলার নাম হয়েছে পঞ্চগড়।

এই পঞ্চগড় জেলার বড়শশী ইউনিয়নের নাউতারী নবাবগঞ্জ গ্রামে সম্ভ্রান্ত সুন্নী পরিবারে জন্ম নেন আলোচ্য ব্যক্তিত্ব শহীদে মিল্লাম আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]। তার পিতা সপরিবারে পূর্ব-পাকিস্তানে হিজরত করার পর তৎকালীন দিনাজপুরের জমিদারের কাছ থেকে ৯৯ বিঘা জমি লীজ নেন। মানে খাজনা এবং নামেমাত্র মূল্যে ক্রয় করেন। সেকালে এটাই ছিল রীতি। জমানো অর্থ থেকে কিছু পরিশোধ করেন এবং বাকি টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ পান। ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর পিতা মাওলানা জামসেদ আলী নতুন আবাসস্থল নাউতারী নবাবগঞ্জ জামে মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ দায়িত্ব তিনি পালন করেন দীর্ঘ ৩৫ বছর। ইমাম এবং খতীব হিসেবে তিনি যে হাদিয়া লাভ করতেন, ক্রমে সে অর্থ থেকেই জমিদারের পাওনা পরিশোধ করে ৯৯ বিঘা জমি সম্পূর্ণ নিজ অধীনে নিতে সক্ষম হন।

নতুন অঞ্চলে মাওলানা জামসেদ আলীর ডাকনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নামাজের পর সম্মিলিত মোনাজাত নিয়ে অত্র অঞ্চলের এক আলেমের সাথে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। সে আলেমের মতে এগুলো বিদ'আত। আর বিদ'আত মানেই জাহান্নামে যাবার সহজ রাস্তা। মাওলানা জামসেদ আলী সেই আলেমকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারলেন। জানালেন হয় বাহাসে আসো না হয় আমার সিদ্ধান্ত মেনে নাও। অত্র আলেম বাহাসে বসার সিদ্ধান নিলেন। তিনি ভেবেছিলেন মাওলানা সাহেব আর এতো কি দলীল দিতে পারবেন? তিনি মাওলানা জামসেদ আলীকে ভালো করে জানতেন না। সে সময়ে গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল না। নির্ধারিত দিনে মাওলানা জামসেদ আলী নিজ মসজিদের মুসুল্লিদের নিয়ে মহিষের গাড়ি বোঝাই করে কিতাব নিয়ে

হাযির হলেন। বাহাসের স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দিয়েছিলেন পুণ্যবতী আলেমাহ্ স্ত্রী। সেখানে গিয়ে দেখেন সেই মাওলানা আর তার এক অনুসারী হাযির। মাওলানা জামসেদ আলীর মহিষের গাড়ির উপর এত্তো এত্তো কিতাব দেখে মাওলানার শাগরেদ কাউকে কিছু না বলে পলায়ন করলো। উপায়ান্তর না দেখে সেই মাওলানা ক্ষমা চেয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে রক্ষা পেলেন।

১৯৬৪ সালে ৯৯ বিঘা জমি থেকে ২৫ বিঘা জমি বিক্রয় করে মাওলানা জামসেদ আলী নৌপথে হজে গমন করেন। ৫ ভাই এবং ৪ বোনের মধ্যে ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] তৃতীয়।

★ শৈশব ও শিক্ষাজীবনঃ

হাফেজাহ্ আলেমাহ্ মায়ের কাছেই ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] এর হাতেখড়ি। তাঁর অন্যান্য ভাইবোনদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করেই আলেম ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানগুলো কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে তাদের পড়ালেখা শুরু করেন। রাসূল [ﷺ] বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়"। এই পরিবারের শিশুদের তাই ছোটবেলা থেকেই শুদ্ধ করে কুরআন পড়ার রেওয়াজ চালু হয়। হাফেজাহ্ মায়ের কাছ থেকে তালিম নিয়ে। সন্তানদের দীনি এই শিক্ষা পরবর্তী জীবনে টনিকের মতো কাজে দিয়েছিল। আলেম পরিবারের সন্তানগুলো আলেম হয়েই বড় হতে লাগলো। মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী এবং তার অনুজ মাওলানা আব্দুর রউফ রোজি-রোজগারের তাগিদে ঢাকায় পাড়ি দেন। অন্য দুই ভাই গ্রামেই নিজেদের স্থায়ী আবাস বেছে নেন। বোনদের বিয়ে হয় আশেপাশেই।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে থাকেন শিশু নূরুল ইসলাম। সেখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে

নীলফামারী জেলাধীন ডোমার থানার অন্তর্গত চিলাহাটি জামেউল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাখিল এবং ১৯৭৫ সালে আলিম পাশ করেন। ১৯৭৯ সালে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক সারসিনা দারুস সুন্নাত আলীয়া মাদরাসা (বরিশাল) থেকে হাদিস বিভাগে কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। এর পরপরই ১৯৮১ সালে নীলফামরী সরকারি কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে জগন্নাথ কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য, ইসলামী পরিবেশ, দীনি শিক্ষা লাভ এবং সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষায় ডিগ্রী অর্জন করে নিজেকে যুগের যোগ্য করে গড়ে তোলেন আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠের অধিকারী মাওলানা ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] খুব সুন্দর করে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। ওই সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কির'আত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর পূর্বে জেলা পর্যায়েও তিনি অন্য সব প্রতিযোগীকে ডিঙিয়ে জয়ের মালা ছিনিয়ে নেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ভাবে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেন তিনি।

★ কর্মজীবনঃ

শহীদে মিল্লাত আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] কর্মজীবন শুরু করেন মালিবাগ রেলগেট জামে মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। কিছুদিন পর পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজার নাসির উদ্দিন সরদার লেন জামে মুসজিদের খতিব হিসেবে যোগ দান করেন। এরপর সদরঘাট ওয়াইজঘাট জামে মসজিদে ইমামতি এবং খতীবের প্রস্তাব পান। পুরান ঢাকার মসজিদ ছেড়ে সদরঘাট ওয়াইজঘাট জামে মসজিদে যোগদান করেন। পাশাপাশি সেখানে অবস্থিত নূরীয়া চিশতিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সুপার হিসেবে

দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ঢাকা পূর্ব রাজাবাজার জামে মসজিদে দীর্ঘ ১৬ বছর ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় এখানে তিনি একটি মক্তব, হাফেজীয়া এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে রহমতে আলম ইসলামী মিশন কামিল মাদ্রাসায় আরবির প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এছাড়া ১৯৮৯ সালে প্রথম হজ্জে গমনের উদ্দেশে মক্কায় যান তিনি। সেই বছর তিনি জেদ্দা বিমানবন্দরে মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পান। পরপর তিন বছর হজের সময় হলে তিনি এ দায়িত্ব পালন করতেন। হজ-মৌসুম অতিক্রান্ত হলে ঢাকায় ফেরত আসতেন। এই সময় ঢাকাসহ বিভিন্ন মসজিদে ৩৩ বছর ইমাম ও খতিবের দায়ত্ব পালন করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন আলীয়া মাদ্রাসায় ১৫ বছর শিক্ষকতা এবং রেডিও-টেলিভিশনে ২৫ বছর ওয়াজ নসিয়তের অনুষ্ঠান করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে 'কাফেলা'র জনপ্রিয়তা আকাশ ছোঁয়া। রমজান এলে এখনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ইফতারের পূর্বে টেলিভিশনের সামনে বসে যান আল্লামা ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] এর 'কাফেলা' দেখার জন্য। তাঁর শাদাতের পর তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা আহমেদ রেজা ফারুকী এখন এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠানের তথ্য ও চিত্র ধারণের জন্য তিনি দেশে বিদেশে ছুটে বেড়িয়েছেন। ইসলাম এবং মুসলমানদের যেসব স্মৃতি বিশ্বের আনাচাকানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তিনি তা খুঁজে খুঁজে ধর্মপ্রাণ, মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী সাধারণ মুসলমানদের জন্য উপস্থাপন করেছেন। 'কাফেলা' তাই জীবন্ত এক প্রমান্যচিত্রের নাম। মুসলমানদের আবেগ, ইতিহাস, ঐতিহ্য তিনি একেক করে তুলে ধরেছেন। শ্রীলংকার জাবালে আদমে, দীর্ঘ তেরো ঘণ্টা পাহাড় বেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ধারণ করেছেন আদম [আলাইহিস সালাম]-এর পায়ের ছাপের পবিত্র পাথরের চিত্র। হযরত আদম [আলাইহিস সালাম]

থেকে শুরু করে বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণের মাকাম, স্মৃতি চিহ্ন, তাদের মাজার এবং কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত তাদের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ 'কাফেলা' অনুষ্ঠানের মূল বিষয়।

ফলে এক শ্রেণী ধর্মব্যবসায়ী তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে থাকে। কিছু ঘোমটা মৌ-লোভী টেলিভিশনের পর্দায় বসে সৌদি আরবের দুম্বা-রুটির লোভে বিভিন্ন ভাবে মিথ্যাচার করে মানুষকে যে ভুল তথ্য দিয়ে আসছিল, আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকীর কাফেলা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে সেসব সত্য উন্মোচন করে দিচ্ছিলেন। ফলে তাদের মিথ্যাচার সহজেই মানুষের চোখে ধরা পড়ছিল। এ কারণেই মূলত ওই ধর্ম-ব্যবসায়ীরা তাঁর পিছু লাগে এবং উপায়ন্তর না দেখে তাকে শহীদ করে দেবার চূড়ান্ত সিদ্ধান নেয়।

বাংলাদেশের মানুষের সুন্দর ও সঠিক নিয়মে পবিত্র হজ্জ পালনের নিমিত্তে ২৫ বছর ধরে হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন তিনি। মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী মক্কা মোয়াজ্জামায় বসবাসরত আওলাদে রাসূল আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মদ মালিকি আলাভী (রা.)-এর রওজায় প্রতি ভ্রমণেই জিয়ারত করতেন। এছাড়া সারসিনার পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর সাথে অসংখ্য প্রোগ্রাম এবং দীনি মাহফিলে অংশ নেন। গজল পরিবেশনের পর আবু জাফর সালেহী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] উনাকে বুলবুলি বলে অভিহিত করেন। শেষ জীবনে শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি গাউসে পাক [রাদ্বিঃ]-এর সাহেবজাদা হযরত খাজা শরফুদ্দিন চিশতি [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]-র মাজার সংলগ্ন তথা সুপ্রিমকোর্ট জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করেন।

★ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ

শহীদ আল্লামা ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] মূলত মিডিয়ায় এবং দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে দীনি দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তবে এতো ব্যস্ততার মাঝেও তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেন। তার বইগুলো সুফিবাদ ভিত্তিক। সর্বশেষে 'মারেফুল হারামাইন' বইটি লিখেছেন। "হুব্বে রাসূল" নামে একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পন্ন করেন তবে তা প্রকাশিত হয়নি। বইগুলোতে ইসলামের আদি বা অবিকৃত রূপগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন।

★ সংসারজীবনঃ

মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী সংসার জীবনে দুই বিয়ে করেন। তার দুই সংসারে চার ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। ছেলেরা হলেন- মাসুদ বিন নূর, আহমেদ রেজা ফারুকী, ফয়সাল ফারুকী এবং মোঃ ফুয়াদ ফারুকী। মেয়েরা হলেন- হুমায়রা তাবাচ্ছুম তুবা এবং লাবিবা হোসনা লুবা।

★ শাহদাতঃ

২০১৪ সালের ২৭ আগস্ট নিজ বাসায় নির্মমভাবে খুন হন এই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]'র ছেলে ফয়সাল ফারুকী জানান, সন্ধ্যার পর বাসায় দু'জন অতিথি আসেন। তারা তার (ফয়সাল) বাবার সঙ্গে হজ্বে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলেন। এ সময় তার বাবা ড্রয়িং রুমে বসা ছিলেন। পরনে ছিল লুঙ্গি আর সাদাকালো স্ট্রাইপের পাঞ্জাবি। গলায় ছিল পাগড়ি। এর পর ওই দুইজন জানান, তাদের আরও কয়েকজন বড় ভাই আছেন, যারা হজ্বে যেতে চান। ফয়সাল বলেন, 'এর কিছুক্ষণ পর তারা দরজায় নক করে। আব্বা দরজা খোলার পর ৭-৮ জন লোক পিস্তল এবং রামদা, চাপাতি নিয়ে

ঘরে প্রবেশ করে। ওই সময় পরিবারের ৫ জন সদস্য বাসায় ছিলেন। প্রথমে সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এবং পরে সবার হাত-পা ও চোখ বেঁধে ফেলে। ওই ড্রয়িং রুম থেকে তার বাবাকে পাগড়ি দিয়ে গলা বেঁধে টেনে হিঁচড়ে ডাইনিং রুমে এনে ডাইনিং টেবিলের নিচে গলা কেটে হত্যা করে তারা পালিয়ে যায়। তার রক্তের প্রবাহে গোটা রুম ভেসে যায়। পরের দিনও ডাইনিং রুমের ফ্রিজ ও মেঝেতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখা যায়। এ ঘটনার দুইদিন আগেও ওই দুইজন বাসায় এসে কথা বলে গেছেন বলে জানান তিনি।'

কী কারণে খুন করা হয়েছে জানতে চাইলে ফয়সাল ফারুকী বলেন, 'আব্বা ধর্মের কথা বলতেন, সত্যের কথা বলতেন। আব্বার কথা যারা অপছন্দ করতো তারাই এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে।' তার দাবি, ধর্মীয় কারণেই তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকান্ডটি পরিকল্পিত দাবি করে তিনি বলেন, 'এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। সত্যের কথা বলার কারণে আব্বাকে বিভিন্ন সময় মোবাইল ফোনে হুমকিও দেয়া হতো।'

★ ব্যক্তিত্বঃ

মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রেসিডিয়াম সদস্য, মোফাসসিরে কুরআন, পূর্ব রাজাবাজার জামে মসজিদের সাবেক খতিব, ইসলামিক মিডিয়া জনকল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান, মেঘনা ট্রাভেলস-এর ম্যানেজিং পার্টনার, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আই-এর ধর্মীয় অনুষ্ঠান কাফেলার উপস্থাপক ও পরিচালক, রেডিও বাংলাদেশের ধারা ভাষ্যকার, সুপ্রিম কোর্ট জামে মসজিদের খতিব ও ফারুকী ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস-এর এমডি। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ইসলামিক সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলেন।

শহীদ আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] ছিলেন সৎ-সাহসী, ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল এবং রাসূলপ্রেমে সিক্ত এক বিদগ্ধ আলেমে দীন। তিনি ছিলেন নবী কারীম হযরত মুহাম্মদ [ﷺ]-এঁর একজন প্রকৃত আশেক। অপরদিকে তিনি ছিলেন দুষমনে রাসূলদের জন্য চরম বিভীষিকা। সুন্নীয়তের উজ্জল নক্ষত্র হিসেবে তিনি তাঁর অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুন্নীয়তের পক্ষে তিনি ছিলেন বলিষ্ট কণ্ঠস্বর। ন্যায় এবং সত্য কথা বলতে কখনো তিনি ভয় পেতেন না।

তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অপরিসীম। প্রতি বছর বারই রবিউল আওয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জশনে জুলুশে তার অবদান ছিল লক্ষণীয়।

মিডিয়া জগতে যখন বাতেল ফের্কার ঘোমটা মৌ-লোভীগুলো সাধারণ মুসলমানকে গোমরাহির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি ইসলামের সঠিক ইতিহাস এবং কুরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখা তুলে ধরে তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করে ইসলামের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এবং নবী-রাসুল ও সাহাবী গণের মাজার এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গার ইতিহাস কুরআন-হাদিসের আলোকে তাঁর কাফেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরতেন।

সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন নির্ভীক এবং দুঃসাহসী। ইসলামের জন্য নিবেদীত প্রাণ। সব সময় তিনি শাদাতের মৃত্যুর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর সে প্রার্থনা কবুল করেছেন এবং শাহাদাতের মৃত্যু নসীব করেছেন। শাহাদাতের মাত্র কিছুদিন পূর্বেও তিনি চট্টগ্রামের এক মাহফিলে তাঁর শাহাদাতের আশংকার কথা প্রকাশ করেছিলেন।

শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] ছিলেন সুন্নীয়তের নয়নমনি। হে আল্লাহ্, আপনি নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] কে জান্নাতের সর্বোচ্চ মকাম দান করুন (আমিন)। ইয়া রাসূল আল্লাহ্! আপনি আপনার প্রেমিককে কবুল করুন। পৃথিবীর জমিনে যদি খুনিদের শাস্তি নাও হয় আল্লাহ্ আপনার বিচারে খুনিদের কঠিন শাস্তি দিন। তাদের ধ্বংস করে দিও (আমিন)।

"রাস্তার মুচি, মেথর, কুলি যত নিম্নস্তরের লোক হোকনা কেনো তার অন্তরে যদি আমার রাসূল (দরূদ)-এঁর প্রেম থাকে তাকে আমার মাথার শিরোতাজ মনে করি। আর যার ভিতরে রসূল (দঃ)-এঁর প্রেম নেই, যার অন্তর শুধু বেয়াদবীতে ভরপুর, সে পৃথিবীর যতবড় ডিগ্রিধারী শ্রেষ্ঠ আলেম হোকনা কেনো তাকে আমি আমার পায়ের জুতার তলার ধুলোবালীর যোগ্য, সমতুল্যও মনে করিনা।

- শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহঃ)

শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা] ছিলেন সুন্নীয়তের পতাকাবাহী

ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান
যুগ্ম মহা সচিব, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন
অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদরাসা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

[এটি স্মৃতিচারণমুলক একটি লেখা। লেখক ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান শহীদ আল্লামা ফারুকী রহঃ-এর একজন ঘনিষ্ঠ এবং নিকটতম ব্যক্তি। তিনি একসময় তেজগাঁও রহমতে আলম ইসলামী মিশন কর্তৃক পরিচালিত মদীনাতুল উলুম মহিলা কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস ছিলেন এবং পরবর্তীতে উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আর আল্লামা ফারুকী ছিলেন এ মাদরাসার একজন আরবী প্রভাষক। শহীদ ফারুকীর সাথে লেখক বিভিন্ন সভা-সেমিনার, ওয়ায-মাহফিল এবং এমন কি পবিত্র হজ্বও পালন করেন। তারই আলোকে সুখপাঠ্য এবং স্মৃতিচারণমুলক এই লেখা।]

শহীদ ফারুকী একটি নাম নয় একটি ইতিহাস, একটি চেতনা, একটি বজ্রনিনাদ। বাতিলের আতংক, সত্যের অতন্দ্র প্রহরী, আপোষহীন

মুজাহিদ, প্রেমের নবীর সত্যিকারের প্রেমিক, সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহে তায়ালা আজমাঈনের তা'জীম ও সম্মান প্রদর্শনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আহলে বাইতে রাসূলের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় জান-মাল উৎসর্গকারী, ওলী-আউলিয়ার শান ও মান উচ্চকিত করার ক্ষেত্রে অনন্য ব্যক্তিত্ব। সরদারে জান্নাত, শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালামের মত সদা বিজয়ী, চির অম্লান। এজিদের প্রেতাত্মারূপী নব্য এজিদদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে বীর উত্তম, বীর প্রতীক, বীর বিক্রম। যার তুলনা তিনি নিজেই। যার কথা লিখতে গেলে কাঁদে লেখক, কাঁদে লেখা, কাঁদে খোদ কলম। হযরত শাহজালাল, খান জাহান, মাহী সওয়ার, শাহ সুলতান রূমী, শাহ মখদুম, শাহ মিরান, শাহ আলী বাগদাদী, শরফুদ্দীন চিশতী রাহেমাহুমুল্লাহুম সহ হাজারো ওলীর দেশ বাংলাদেশের ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে, মিডিয়া সন্ত্রাসীদের বদ আকীদার দাঁতভাঙ্গা জবাব দানে, কারবালার চেতনা উজ্জীবনে সর্ব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রাণের স্পন্দন। বাংলার ইতিহাসে সত্যের জন্য বহু শহীদ শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছেন ঠিক, কিন্তু শহীদ ফারুকীর শাহাদাতে যত চোখের পানি ঝরেছে বোধ হয় এরূপ কারো বেলায় ঘটেনি।

শহীদ আল্লামা ফারুকী রহমাতুল্লাহে আলাইহকে কেন শহীদ করা হল?

আল্লামা ফারুকী রহমাতুল্লাহে আলাইহির গোটা জীবনের মিশন ছিল,

১) ইশকে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উন্মেষ সাধন

২) মহব্বতে আহলে বাইত আলাইহিমুস সালাম মন মানসিকতায় জাগরুক করা

৩) তা'জীমে সাহাবা রেদওয়ানুল্লাহে তায়ালা আলাইহিম আজমাঈনের সংরক্ষণ ও

৪) শানে আউলিয়া ও সোহবতে ওলীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরা।

নব্য এজিদের অনুসারীরা যা সহ্য করতে পারেনি, তাইতো তারা এ কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে এ নৃশংস-লোমহর্ষক কান্ড ঘটিয়েছে।

রাসূলপ্রেমে ফারুকী

প্রিয়নবীর শান-মানে আঘাত হানা, তাঁর সু-উচ্চ শানে গোস্তাখীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের স্বরূপ উন্মোচন করে দয়াল নবীর শান-মানকে কুরআন-সুন্নাহ-ইজমা কেয়াস ও যুক্তি দিয়ে জনগনের কাছে উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত খোলামেলাভাবে। টেলিভিশনের আলোচনায়, ওয়াজ মাহফিলে, হজ্ব কাফেলায়, মিলাদ মাহফিলে, বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থার ফোরামে কোথাও তিনি চুপ থাকেননি। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতেন আমার নবী নূর, যারা মাটির নবী বলে তারা রাসূলের শানে আঘাতকারী, তাঁর শান হেয় করছে। তাই তারা গোস্তাখে রাসূল। মহান আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন-

"নিশ্চিত যে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব।"

তিনি বলতেন প্রিয় রাসূল মানুষ ছিলেন কিন্তু আমাদের মত নন। যারা আমার নবীকে বড় ভাইয়ের মত বা আমাদের মত মানুষ মনে করেন তারা রাসূলের শানে বেয়াদবী করে। তিনি বলতেন যারা

"বলুন আমি তোমাদের সদৃশ বাশার"

এ আয়াত এনে প্রিয়নবীকে সাধারণ মানুষের কাতারে নিয়ে আনে তারা দয়াল নবীর শানকে খাটো করছে। কারণ প্রিয়নবী নিজেই বলেছেন-

وَأَيُّكُمْ مِثْلِي অর্থাৎ-তোমাদের কে আছো আমার মত? [সহিহ বুখারী: অধ্যায়ঃ ২৩/ রোযা (كتاب الصوم) হাদিস নাম্বার:১৮৪১]। আল্লাহ্ তায়ালা যেখানে পুরো কুরআন মজীদে নবীজীর নাম ধরে ডাকেননি।

ত্বহা, ইয়াসিন, মুয্যাম্মিল, মুদ্দাস্সির, রাহামতুল্লিল আলামীন, সিরাজুম মুনীর, বাশীর, নাজীর, ইত্যাদি গুণবাচক নামে ডেকেছেন।

আল্লামা ফারুকী বলতেন প্রিয় নবীজীকে ভক্তি ভরে সালাম দেয়ার মাধ্যম মিলাদ-কেয়াম। দীর্ঘকাল ধরে লাখ লাখ হক্কানী আলেম মিলাদ-কেয়াম করেছেন, যারা আজকে ওহাবী আকিদার ধারক-বাহক হয়ে মিলাদ-কেয়াম পালনকারীদের বেদ'আতী, মুশরেক, আবু লাহাবী ইত্যাদি গালী দিচ্ছে, তাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন শহীদ ফারুকী। যারা মিলাদ-কেয়াম পালনকারীদের বেদ'আতী ফতোয়া দিচ্ছেন তারা আল্লামা সুবকী, আল্লামা সাখাবী, আল্লামা সূয়ূতী, আল্লামা নববী, আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী, আল্লামা আল্লামা আইনী, আল্লামা আবদুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আহমদ রেযা খান ব্রেলভী, আল্লামা সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেলভী, আল্লামা এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী, আল্লামা কারামত আলী জৌনপুরী, আল্লামা নূর মোহাম্মদ নিযামপুরী, আল্লামা সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী, আল্লামা আবু বকর ফুরফুরী, আল্লামা নেছার উদ্দিন শর্ষিনী, আল্লামা সৈয়দ তৈয়ব শাহ কাদেরী, আল্লামা ছাহেব কেবলা ফুলতলী, আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান মোজাদ্দেদী বারাকাতী, আল্লামা শায়খ ইউসুফ রেফায়ী সহ গোটা বিশ্বের লাখ লাখ পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামাদের জাহান্নামী বলার ধৃষ্ঠতা দেখাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে শহীদ ফারুকী রহমাতুল্লাহে আলাইহি ছিলেন আপোষহীন। সঠিক আকিদার পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই তাঁকে জীবন দিতে হল।

যারা আহলে বাইতে রাসূলকে সম্মান করেনা, যারা শোহাদায়ে কারবালাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেনা, কারবালার নির্মম-লোমহর্ষক ঘটনায় যাদের চোখে পানি আসেনা তারা অভিশপ্ত এজিদের উত্তরসূরী। অথচ প্রিয়নবী এরশাদ করেন-

"নিশ্চয়ই হাসান-হোসাইন জান্নাতের যুবকদের সরদার"। **(সুনানে তিরমিজী-৫/৬৬০)**

যারা এজিদকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাদের সাথে কোন মু'মিনের সম্পর্ক থাকতে পারেনা।

শহীদ আল্লামা ফারুকী রহমাতুল্লাহে আলাইহি মাঠে-ময়দানে, মিডিয়ায় এ সকল বিষয়ের জ্বালাময়ী আলোচনায় নব্য এজিদরা টিকতে না পেরে তাকে কারবালার আদলে জবাই করে নিজেদের ঘৃণ্য ও পাশবিক চরিত্রের প্রকাশ করেছে।

যারা কোন বাছ-বিচার ছাড়াই ওলী-আউলিয়াগণকে মোশরেক মনে করে, তরীকতের কাজকে শেরক মনে করে তাদের বিরুদ্ধে শহীদ ফারুকী ছিলেন জোরালো প্রতিবাদী কণ্ঠ। ওলীগণের শানে আঘাতকারী বেআদবদের প্রতিহত করাই ছিল তার মিশন। তিনি বলতেন যাদের উসিলায় আমরা আজ মুসলমান, যারা আমাদের টুপি পরিয়েছেন, দাড়ী রাখা, মুসলমানী লেবাস-পোষাক উপহার দিয়েছেন, যাদের অবদানে মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, যাদের অবদানে ৯০ ভাগ মুসলমান এদেশে; তাদের বিরুদ্ধে যারা বিদেশী ইন্ধনে বেআদবীমূলক কথা বলছেন তারা দীনের দুশমন। তাদের এসকল অপতৎপরতার বিরুদ্ধে শহীদ ফারুকী সিপাহ-সালারের ভূমিকা পালন করেন।

সাথে সাথে ভন্ডপীর, স্বার্থান্বেষী, ভোগবাদী, শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত নামধারী পীরদের বিরুদ্ধেও তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। তার এ যুগান্তকারী ভূমিকা নবী-ওলীর দুশমনেরা সহ্য করতে পারেনি। তাই তারা এজিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেদেরকে জাহান্নামে পৌঁছিয়েছে। আর শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে তিনি হয়েছেন চির বিজয়ী।

স্মৃতির পাতায় শহীদ ফারুকী রহমাতুল্লাহে আলাইহি ঃ

২০০১ সন। ফারুকী ভাইয়ের সাথে হজ্বে গমন ছিল একটি রূহানী সফর। প্রথমে আমি এবং আমার মোরশেদে বরহক শাহছুফি সাইয়্যেদ কমরুদ্দিন আহমদ রহমাতুল্লাহে আলাইহি মদীনা তাইয়্যেবায় পৌঁছলাম। ফারুকী ভাই আমাদেরকে নিয়ে রওজা মোবারকের পার্শ্বস্থ রওজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহতে হাজির হলেন। হঠাৎ দেখলাম তিনি সতুনে তওবা ধরে অঝোর নয়নে কাঁদছেন আর বলছেন- "হে আল্লাহ্ ! আমার কাফেলায় যারা এসেছেন তোমার হাবীব যেন তাদের প্রতি দয়ার নজর দান করেন।" আমরা তার সাথে মুনাজাতে শরীক হলাম। মদীনা তাইয়্যেবায় যতগুলো স্থানের সাথে প্রিয় নবী ও আহলে বাইতের পবিত্র স্মৃতি জড়িত সকল স্থানে তাকে রাসূলপ্রেমে অশ্রু ঝরাতে দেখেছি। তার দরূদ, সালাম, মিলাদ মাহফিল সব কিছুতেই ছিল সত্যিকারের আশেকে রাসূলের নমূনা।

তেজগাঁও রহমতে আলম ইসলামী মিশন কর্তৃক পরিচালিত মদীনাতুল উলুম মহিলা কামিল মাদরাসায় আমি মুহাদ্দিস পরবর্তীতে উপাধ্যক্ষ হই। আল্লামা ফারুকী ছিলেন এ মাদরাসার আরবী প্রভাষক। শিক্ষক কমনরূমে তার হাসির গল্প, সবার সাথে আন্তরিকতা এবং ক্লাশ পরিচালনার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তার উপস্থাপনা এমন ছিল যে, ইসলামের ইতিহাসের যে অধ্যায় তিনি আলোচনা করতেন মনে হত ইতিহাসের ঐ স্থানে গোটা ক্লাশ নিয়ে গেছেন। এটা ছিল তার বিশেষ যোগ্যতা। বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিও তার সম্মানবোধ ছিল অনুপম। ফরিদগঞ্জ শহর থেকে একটু দূরে অজপাড়া গাঁয়ে তাকে দাওয়াত দিলাম যেখানে গাড়ী যায়না। রিকশা বা হেঁটে যেতে হয়। তিনি মূল রাস্তায় গাড়ী রেখে আমার সঙ্গে হেটে যাচ্ছিলেন আর বলছিলেন "মাহবুব ভাই ! এত কষ্ট করে হেঁটে গিয়ে ওয়ায করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। শুধু আপনার বন্ধুত্বের খাতিরে হেঁটেই মাহফিলে যাচ্ছি। আপনি বলুন, কঠিন

হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র কাঠগড়ায় যদি আটকে যাই এই হাঁটার কারণে আল্লাহ্ কি আমাকে মাফ করবেন?" আমি জবাব দিলাম "আল্লাহ্ তায়ালা এই ধরনের কোরবানীকেই নাজাতের উসিলা বানাবেন।" যতগুলো মাহফিলে তিনি আমার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন কোথাও হাদিয়া নির্ধারণ করে যাননি। যখন যা হাদিয়া দেয়া হয়েছে তিনি তাই গ্রহণ করেছেন।

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাভূক্ত পীর-মাশায়েখ ও আলেমগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তার প্রচেষ্টা ছিল অবিরত। দীর্ঘ ১০ বছর এ আহ্বান জানিয়ে বহুবার বৈঠক করেও যখন একটি প্লাটফর্মে আনতে পারলেন না একদিন দুঃখ করে বললেন, ভাই কি পথ আছে যে বারবার বিভিন্ন দরবার ও আলেমগণকে ডাকা যায়? আমার পরামর্শে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইসলামী মিডিয়া জনকল্যাণ সংস্থা'। যার মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদ মিলে সমগ্র দেশের খ্যাতনামা দরবার ও ব্যক্তিত্বদের সমাবেশ ঘটলো। কয়েকটি প্রোগ্রাম করলেন অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে। আহ্বান জানালেন একটি টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠার। এ বিষয়ে বহু সম্মেলনে খোলামেলা আলোচনাও করলেন। এ মিডিয়া কল্যাণ সংস্থার রেজিষ্ট্রেশনের জন্য তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা সত্যিই স্মরণীয়। তার রেখে যাওয়া এ আমানতকে রক্ষা করা বর্তমানে খুবই জরুরী।

তিনি ছিলেন নির্ভীক, আপোষহীন। সহি আকীদার যে কোন লোক ছিল তার অতি আপনজন। কোন আলেমকে সামান্যতম বাতিলের সাথে আপোষ করেছেন দেখলে সাথে সাথে তিনি প্রতিবাদ জানাতেন। ফারুকী ভাই দলীল ভিত্তিক আলোচনার জন্য ব্যাপক লেখাপড়া করতেন। একবার তিনি আল্লামা শিনকীতি রহমাতুল্লাহে আলাইহির লেখা কিতাব মদীনা তাইয়্যেবা থেকে ছাপানো 'আদ দুররুস সামীন ফি মা'আলীমে দারুর রাসূল আল আমীন' গ্রন্থের এবারত পড়লেন। আমি

বললাম, এ কিতাব কবে মোতালাআ করলেন? জবাবে বললেন, ভাই এ কিতাবখানা বহুবার আমি খতম করেছি। আরেকদিন তিনি কাশফুল মাহজুবের রেফারেন্স দিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কিতাবতো ফার্সীতে লিখিত। কিভাবে এ কিতাব বুঝলেন? জবাবে বললেন এর উর্দূ তরজমা পড়ে পড়ে আমি কিতাবখানা হজম করেছি। তার কাফেলা অনুষ্ঠান তৈরী করা, রেকর্ডগুলো ঠিক করা ছিল বিস্ময়কর। যতগুলো স্থান তিনি সমগ্র বিশ্বের আশেকদের দেখিয়েছেন সবগুলোর সঠিক ইতিহাস সংগ্রহ করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে কোন কোন বিষয় সঠিক কিনা যাচাই করার জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। এটা ছিল তার উদারতা ও জ্ঞান অন্বেষনের চেতনা।

ফারুকী ভাই যখন মিলাদ-মাহফিল পরিচালনা করতেন তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো। তিনি সহ বহু আল্লাহ্‌র ওলীর মাজার যেয়ারতের সুযোগ হয়েছে। তিনি ওলীগণের প্রতি যে ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান দেখাতেন তা ছিল অনন্য সাধারণ। কোন মাজারে শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখলে সাথে সাথে প্রতিবাদ করতেন। ভন্ড-শরীয়ত বিবর্জিত দরবারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিল উচ্চকিত। আল্লাহ্‌র খাঁটি বন্ধুদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন। ২০০১ সালে হজ্জ সফরে আমার মোর্শেদ কেবলা সহ আরাফার ময়দানে জাবালে রহমতের সাদা স্তম্ভের পাশে দোয়া হবে। ফারুকী ভাই হুজুরকে বললেন, "হুজুর আজকে আমাকে খাছ দোয়া করতে হবে। হুজুর বললেন কি দোয়া করব? ফারুকী ভাই বললেন, বাবাজী ! আমি এবং আমার পরিবার যেন রাসূলপ্রেম নিয়ে থাকতে পারি এবং রাসূলপ্রেমে জীবন উৎসর্গ করতে পারি।" হুজুর কেবলা তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করলেন। ফারুকী ভাই ছাহেব কেবলা ফুলতলী রহমাতুল্লাহে আলাইহকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। কয়েকবার শুনেছি তিনি বলেছেন- ছাহেব কেবলার দিকে তাকালে নূর দেখি। শর্ষিণা দরবারের সুন্নাতের পাবন্দি বহু মাহফিলে তিনি তুলে

ধরেছেন। হযরত তৈয়্যব শাহ রহমাতুল্লাহে আলাইহি এবং তাহের শাহ মুদ্দা জিল্লুহুল আলিয়ার প্রশংসা ও সুন্নীয়তের খেদমতকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল হক্কানী দরবার ও ব্যক্তিত্বের সাথে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। সবার কাছে তিনি ছিলেন আপনজন। কাফেলা অনুষ্ঠান, সত্যের সন্ধানে, রমজানুল মোবারক, মাই টিভির তাফসীর, বিভিন্ন উপলক্ষে তার উপস্থাপনা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর দানের ভঙ্গি ও মার্জিত ভাষা, হাসি মুখের বচন কোটি কোটি নবী-ওলী প্রেমিকের মন জয় করে নিয়েছে। বাংলাদেশের কোন নেতা, পীর-মাশায়েখ বা আলেমের মৃত্যুতে সর্বস্তরের নবীপ্রেমিদের এত চোখের পানি ঝরেছে বলে জানা নেই। লাখ লাখ মহিলা তার মর্মান্তিক শাহাদাতে অঝোর নয়নে কেঁদেছে। কারবালার ময়দানে হযরত ইমাম হোসাইন ও আহলে বাইতে রাসূল আলাইহিমুস সালামের নৃশংস শাহাদাতে বিশ্ববাসীর সাথে কেঁদেছে আকাশ, কেঁদেছে চন্দ্র-সূর্য। একজন সত্যিকারের হোসাইনী কাফেলার সৈনিক কারবালার সিপাহ সালারের মতই জবাই হলেন। এতে নবী-ওলীর দুশমনরা এজিদের মতই পরাজিত হয়েছে। লাখো ফারুকী তৈরী হচ্ছে তার রক্তের কণায় কণায়। আল্লাহ্ তাঁকে কারবালার শহীদদের সাথে শামিল করুন। আমীন।

"যতক্ষণ পর্যন্ত হুব্বে রাসূল, আশেকে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের মুসলমান কুত্তার মতো মার খাবে।"

- শহীদে মিল্লাত আল্লামা শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]

কী ভাবছো তোমরা? একাতবদ্ধ না হলে তোমাদের অবস্থা আমার মতোই হবে!

ডক্টর আব্দুল বাতেন মিয়াজী

[*সুন্নিয়তের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, অকুতোভয় সিপাহসালার, জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, রাসূলপ্রেমের অমিয়শুধা পানকারী শহীদে মিল্লাত আল্লামা শায়খ নূরুল ইসলাম ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ৩য় শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের নিয়ে তাঁর চিন্তাধারার কাল্পনিক রূপ নিয়ে এই লেখা। আল্লাহ্ পাক এই শহীদকে জান্নাতে সমুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করুন এবং আমাদেরকে তাঁর দেখানো পথে কবুল করুন। আমীন!*]

কী ভাবছো তোমরা? তোমরা কি মনে করেছো, একা একা তোমরা সবাই ভালো থাকবে? তোমাদের একাকীত্বই তোমাদের কুড়ে কুড়ে খাবে। একে একে হয়তো তোমাদের অনেকেই আমারই মতো শাহাদতের পেয়ালা পান করবে। কেউবা আহত হবে। কেউবা তাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে। কেউবা ভয়ে ভয়ে পথ চলবে, কখন ইসলামের নামে নফস-পূজারী কেউ তোমাদের পিছু ধাওয়া করে। বাতিল ও বিদ'আতি হায়েনারা তোমাদের কখনোই ছেড়ে দেবে না। যেখানেই পাবে, সেখানেই তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করবে সুন্নিয়তের দীপশিখাকে নিভিয়ে দিতে। কিন্তু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ,

ঐতিহ্য এবং সুন্নাহ্ অবিচল আছে এবং থাকবে। তবে তোমাদের বিচ্ছিন্নতা, একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি, বাতিল ও বিদ'আতিদের একতাবদ্ধ হতে সাহায্য করবে। তাদের তাগুতী শক্তি দিনদিন বৃদ্ধি পাবে। আর তোমাদের ইগো আর আমিত্বের কারণে, তোমাদের শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।

তোমরা কি ভেবেছো বছরে একদিন আমার জন্য ব্যয় করে তোমরা আমার শাহাদতের প্রতিশোধ নেবে? তোমরা কি মনে করেছো এই তাগুতী সরকার খুনিদের ধরে বিচারের অধীনে আনবে? না, তারা কক্ষনো তা করবে না। কেননা, তারা তো জানেই কারা আমাকে শহীদ করেছে! তারা তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত! যে শর্ষে দিয়ে তারা ভুত ছাড়ানোর বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে, সে শর্ষের ভেতরেই তো রয়েছে ভুত! লক্ষ্য করে দেখো, শিরক-বিদ'আতের সুপারষ্টোরের ধ্বজাধারীরা ইসলামী সম্মেলনের নামে যাদের মঞ্চে রাখে তাদের কেউই আলেম নন। সরকার ও দলের মন্ত্রী, আমলা, ব্যবসায়ী, ঋণখেলাফী, ভন্ড সমাজসেবীদের ভিড় তাদের ইসলামী সম্মেলনে। কাজেই বিচার চাইবে কার কাছে? যাদের কাছে আমার হত্যার বিচার চাইতে যাবে, খুনিরা তো সেসব লোকদের সাথেই উঠাবসা করে। তাদের পকেটের ভেতর খুনীদের নিত্য আনাগোনা। কাজেই বিচার তোমরা কখনোই পাবে না।

শাহাদাতের মৃত্যু কার না কাম্য? এমন শাহাদাতের পেয়ালা পান করার অদম্য আগ্রহ নিয়ে সাহাবা কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন যুদ্ধের পর যুদ্ধ করেছেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এজিদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ উচ্চারী মক্কার সম্মানিত শাসক আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা মা আছমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার পরামর্শে গায়ের বর্ম খুলে ফেলেছিলেন। যাতে শাহাদাতের পেয়ালার সামান্যতম শুধাও হাতছাড়া না হয়। আমার সমগ্র জীবনের ইচ্ছাই তো ছিল শহীদী মৃত্যু। আল্লাহ্ পাক আমার সেই আকুল প্রার্থনা কবুল

করেছেন। আমার জীবন ধন্য, আমার মৃত্যু স্বার্থক হয়েছে। তোমরা এর বিচার করতে পারলেই কি আর না পারলেই কি! তবে আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ স্পৃহা তোমাদেরকে ক্ষণিকের জন্য হলেও অমোঘ নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলবে। কারণ, তোমরা তো অঘোর ঘুমে নিমগ্ন। ঘুম বললে ভুল বলা হবে, তোমরা জেগে জেগে ঘুমাচ্ছো। ঘুমানো ব্যক্তিকে তো জাগানো যায়। যে জেগে জেগে ঘুমায়, তাকে জাগাবে কে? তোমাদের পেয়ে বসেছে ভয়ংকর আলস্য। আমার শাহাদাতের বিচার চাওয়ার জন্যে তোমরা তোমাদের আলস্য ছেড়ে অন্তত একটি দিনের জন্যে হলেও সুন্নিয়তের দীপশিখাকে উঁচিয়ে ধরবে। বিচার হোক বা না হোক, আমার শাহাদাৎ তোমাদের একদিনের জন্য হলেও ঘর থেকে বের করে রাস্তায় আনবে।

তবে তোমরা যেভাবে জ্যামিতিক হারে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হচ্ছো, তাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মনে হচ্ছে না। আমি একাই শাহাদাতের পেয়ালা পান করিনি, এ তালিকা অনেক লম্বা হতে পারে। আমার জন্যে নয়, তোমরা তোমাদের জন্য ভাবো। তোমরা নিরাপদ তো? সুন্নি এমন কোন আলেম বা বক্তা নেই যাদের উপর বিদ'আতিদের কালো থাবা পড়েনি।

মনে আছে, মাহফিল থেকে ফেরার পথে গুম হয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জের সুন্নি আলেম ইসলামী ফ্রন্ট নেতা মাওলানা খাজা বাকি বিল্লাহ জালালী রহঃ?

মনে আছে, রাঙ্গুনিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসার হোস্টেলে ঘুমের মধ্যে জবাই করা হয়েছিলো ছাত্রসেনার কর্মী হালিমকে? কমার্স কলেজের লিয়াকতকে? রাঙ্গুনিয়ায় ইসলামী ফ্রন্ট নেতা আবু সৈয়দকে? মনে আছে, হাটহাজারীতে শহীদ হয়েছিলো ছাত্রসেনার নেতা সাইফুল ইসলাম?

তোমাদের কি মনে আছে, জমিয়তুল ফালাহ মসজিদের খতিব আল্লামা জালালুদ্দিন আল-কাদেরী হুজুরকে হামলা করা হয়েছিল মসজিদে, এমনকি মসজিদেই জুতা নিক্ষেপ করা হয়েছিলো? মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেয আব্দুল জলিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কতোবার পথেঘাটে হামলা করা হয়েছে? মাহফিল থেকে ফেরার পথে অনেকবার হামলা করা হয়েছে ইসলামী ফ্রন্ট নেতা আল্লামা নূরী, আল্লামা আহমদ হোসেন কাদেরী, আবুল কালাম বয়ানীসহ অনেক সুন্নি আলেমকে! আমিনির হরতালের সময় সুন্দরপুর কাজিরখীল কওমী মাদ্রাসার ছেলেরা মিছিল করার সময় ফটিকছড়ি বারৈয়ারহাট নজিরিয়া সুন্নি মাদ্রাসার দরজা খোলা থাকায় মাদ্রাসার দরজা ভেঙ্গেছিলো এবং হুজুর, ছাত্র এবং এলাকার কয়েকজনকে কুপিয়ে জখম করেছিলো?

তোমরা ঘুমিয়ে থাকো আর বাতিলেরা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাক। তারা তোমাদের ঘরের দরোজার সামনে নিজেদের আস্তানা গেড়েছে। দেশের প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে তাদের বস্তাপচা সব বইপুস্তক পৌঁছে দিয়েছে। এমন কোনও বইয়ের দোকান পাবে না যেখানে তাদের বদ-আক্বীদার বই নেই। সুন্দর মলাটে, আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে। সুন্দর সুন্দর শিরোনামে। নাম মাত্র দামে। অফলাইনে তাদের সবখানে বিচরণ। অনলাইনের কথা না-ই বা বললাম। কেননা, তোমরা সেখানেও অপেক্ষমাণ অবুঝ শিশু। নেটে সার্চ দেবে? পাবে তাদেরকেই। মোবাইল, আইপ্যাড, পিসি যাই খোলো না কেন, পাবে তাদেরকেই। তোমাদেরকে কোথাও পাওয়া যাবে না। কারণ তোমরা এর গুরুত্ব বোঝই না। তাদের আছে মাখরাজ, আছে মসজিদ, আছে প্রতিষ্ঠান, আছে শিক্ষালয়। সবখান থেকে কেবল বাতিলের প্রচার ও প্রসার হয়। আর তোমরা কি করছো? দলে দলে ভাগ হচ্ছো আর নিজেদের গায়ে নিজেরাই কামড় বসাচ্ছো। বাস্তবতা থেকে তোমরা যোজন যোজন দূরে। তোমাদের না আছে কোনও আগ্রহ আর

না আছে কোনও ইচ্ছা। তোমরা ঘুণে ধরা এক জাতি। অদ্ভুত এক জাতি।

রাত ৮টায় নিজ বাসায় জবাই করে শাহাদাতের অমিয় শুধা পান করানো হয়েছিলো আমাকে। ভেবো না, এর সমাপ্তি এখানেই। এ তালিকা আরো লম্বা হতে পারে। কাজেই তোমরা তোমাদের নিজেদের নিয়ে ভাবো। একে একে শহীদ হবে নাকি সসম্মানে মাথা উঁচু করে সুন্নিয়তের ঝাণ্ডা নিয়ে লড়বে তা তোমরাই নির্ধারণ করবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তোমাদের সাথে আছেন এবং থাকবেন। বারাকাল্লাহু ফীকুম।

"আমি গোটা দুনিয়া ছাড়তে পারি, চাকরী ছাড়তে পারি, মান সম্মান ছাড়তে পারি, যদি আমাকে জঙ্গলের কোন গর্তে বসবাস করতে হয়, সেটাও আমি রাজি আছি। কিন্তু আমার রাসূলকে আমি বুক থেকে সরাতে পারবো না। আমার রাসূলকে আমি ভুলতে পারবো না। তোমরা যতই যা কর, আমার রাসূলকে ভুলতে পারবো না।"

- শহীদে মিল্লাত আল্লামা শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]

[আইসিস] ইসলামিক ষ্টেট সম্পর্কে মহানবী [ﷺ]- এঁর ভবিষ্যতবাণী

মূল -শায়খ হামযা ইউসুফ

অনুবাদ - ডাঃ বশীর মাহমুদ ইলিয়াস

[শেখ হামজা ইউসুফ নিচের লেকচারটি দিয়েছিলেন মালয়েশিয়া ভ্রমণের সময়। তাঁর এ বক্তব্যের সাথে আল্লামা ফারুকী রহঃ এর বিভিন্ন বক্তব্যের প্রায় হুবহু মিল রয়েছে। তিনি যে কথা বিশ্বের বিভিন্ন নামীদামী বিশ্যবিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞজনদের অনুষ্ঠানে দিয়ে থাকেন, শহীদ আল্লামা ফারুকী রহঃও ঠিক একই ধারায় এবং একই বার্তা দিয়ে মিডিয়া এবং মঞ্চে বক্তব্য দিতেন। ধর্মের নামে যে উগ্রতা ইসলামকে বিশ্বের কাছে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এর জন্য দায়ী নব্য সালাফীবাদ এবং নজদীপন্থী ওহাবীবাদ। শহীদ আল্লামা ফারুকী এবং পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ও অত্যধিক জনপ্রিয় শেখ হামজা ইউসুফের মতবাদ এবং ধ্যান-ধারণায় চমৎকার মিল রয়েছে। এ কারণে এই বক্তব্যটি ফারুকী-প্রিয় পাঠকদের জন্য এখানে উপস্থাপন করা হলো।

শেখ হামজা ইউসুফ পশ্চিমা বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক। তিনি ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে একটি গ্রিক অর্থোডক্স খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে তাঁর নাম ছিল

মার্ক হ্যানসন। তাঁর পিতা-মাতা দু'জনই ছিলেন শিক্ষাবিদ এবং তাদের সান্নিধ্যে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারায় প্রতিপালিত হন। ১৯৭৭ সালে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং এ ঘটনাটি তাকে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। এ সময় তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়া শুরু করেন এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করার পর তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৭৭ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করে এ ধর্মকে আরো জানার ইচ্ছায় তিনি দীর্ঘ এক দশক মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন এবং প্রখ্যাত ইসলামী আলেম ও চিন্তাবিদদের কাছে ইসলামী জ্ঞান লাভ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করে হামজা ইউসুফ ইম্পেরিয়াল ভ্যালি কলেজ থেকে নার্সিং-এ এবং স্যান হোসে স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ধর্মীয় বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার হেওয়ার্ড শহরে জয়তুনা ইন্সটিটিউট নামে একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শেখ হামজা ইউসুফ পাশ্চাত্যে ইসলামের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তিনি আরব লীগ, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের পরামর্শক হিসেবেও কাজ করেছেন। শেখ হামজা ইউসুফ বিবাহিত এবং পাঁচ সন্তানের জনক।]

তিরমিজী শরীফের হাদিস (২১৩৭), হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলে পাক [ﷺ] একদিন ফজরের নামাজ থেকে শুরু করে মাগরিবের নামাজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত যত ফেতনা হানাহানি হবে, তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এইসব ফেতনা সংঘটিত হওয়ার স্থানের নাম, নেতার নাম, নেতার পিতার নামও বলেছেন। এমনকি মাত্র ৩০০ লোক জড়িত থাকবে এমন ছোট ছোট ফেতনার কথাও নবী করীম [ﷺ] উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামগণের কেউ কেউ তা স্মরণ রেখেছেন

আবার কেউ কেউ তা ভুলে গিয়েছেন। বিশ্বনবী [ﷺ] আইসিস ইসলামিক ষ্টেট-ওয়ালাদের সম্পর্কেও ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছেন। নূরনবী [ﷺ] বলেছেন, (ফেতনাবাজ) এইসব লোক হবে নিম্নশ্রেণীর ইতর টাইপের। তাদের হৃদয় হবে লোহার মতো কঠিন। প্রতিপক্ষের প্রতি তারা হবে নির্মম, কোন দয়ামায়া প্রদর্শন করবে না। এরা মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করবে অথচ এরা নিজেরাই হবে পথভ্রষ্ট।

রাসূলে পাক [ﷺ] বলেছেন, এরা মহিলাদের মতো বড় বড় চুল রাখবে। আইসিস / আইসিলের লোকদের ছবিতে দেখবেন, এদের চুল মহিলাদের মতো বড় বড়। এরা কালো পতাকা বহন করে। কেননা তারা জানে যে, কেয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর [আ] সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য খোরাসান (আফগানিস্তান) হতে কালো পতাকাবাহী একটি বাহিনীর কথা হাদীসে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে। কিন্তু তারা জানে না যে কালো পতাকাবাহী সেনাবাহিনী আছে দুই রকম। আব্বাসীয় বংশের লোকেরা যেই সেনাবাহিনীর সাহায্যে উমাইয়্যাদের উৎখাত করে খেলাফত দখল করেছিল, তাদের বাহিনীও কালো পতাকা বহন করত।

এসব হানাহানি খুনখারাবিতে যারা নেতৃত্ব দেয়, তাদের নাম সাধারণত আবু অমুক বাগদাদী, আবু অমুক মাগরেবী, আবু অমুক আম্বারী ইত্যাদি ধরণের হয়ে থাকে। কারণ এসব অপরাধীরা সাধারণত তাদের আসল পরিচয় গোপন রাখে। এই কারণে ফেতনাবাজরা কখনও নিজেদের গোত্রে ফেতনা সৃষ্টি করে না। আরবের সমাজ ব্যবস্থা চলে গোত্রকে ভিত্তি করে। নিজেদের সুবিধার্থে তারা শহরে গিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করে যেখানে কেউ তাদের আসল পরিচয় জানে না। এই জাহেল মূর্খরা কোরআন শরীফ খুলে পড়তে থাকবে এবং বলবে এইতো পেয়েছি, এখানে শুলে চড়ানোর কথা আছে। কাজেই আমাদের বিরোধীতাকারীদের শুলে চড়িয়ে হত্যা কর। এই নির্বোধরা ফটাফট

ফতোয়া দিয়ে দেয় অথচ স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামগণ ফাতওয়া দিতে ভয় পেতেন। বড় বড় গবেষক ইমামগণ ফাতওয়া দিতে ভয়ে কেঁপে উঠতেন। এরা নিজেরাও আলেম নয় আর তাদের নেতৃত্বেও কোন আলেম নেই। ওলামায়ে কেরামগণ এদের বিরুদ্ধে কিছু বললে তারা আলেমদেরকে শাসকদের দালাল হিসেবে অভিযুক্ত করে।

বোখারী শরীফের হাদীস দেখুন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি আমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হই যখন মুসলমানদের কোন খলিফা বা ইমাম না থাকে এবং মুসলমানদের কোন সঠিক দলও না থাকে, তখন আমি কি করব? মহানবী [ﷺ] বললেন, নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করবে। (প্রয়োজনে ঈমান রক্ষার জন্য দূরবর্তী জঙ্গলে গিয়ে) দাঁত দিয়ে গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হও (অর্থাৎ মৃত্যু হয়)। কিন্তু নবী করীম [ﷺ] কখনও বলেন নি যে, খিলাফত কায়েম করা ফরজে কেফায়া (সামষ্টিক কর্তব্য)। কেউ যদি খেলাফত কায়েমে এগিয়ে না আসে, তবে তোমাকে একাই খিলাফত কায়েমের চেষ্টা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন যারা খেলাফত কায়েমের দাবী করছে, নিজেকে খলিফা বলে দাবী করছে, এদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। মহানবী [ﷺ]-এঁর আদর্শ সম্পর্কে এদের কোন জ্ঞানই নেই। মহানবী [ﷺ] তরুণ-যুবকদেরকে জিহাদে যাওয়ার পরিবর্তে পিতা-মাতার সেবাযত্ন করতে আদেশ দিয়েছেন। অথচ এখনকার নির্বোধ তরুণেরা পিতামাতার বিনা অনুমতিতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তথাকথিত জিহাদে যোগ দিচ্ছে।

এসব বাদ দিয়ে হাসপাতাল তৈরী করুন, ডাক্তার হোন, মানুষের সেবা করুন। জঙ্গলে গিয়ে ওরাঙ ওটাঙের সেবা করুন। এরা বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি। বিশ্বাস করুন কেয়ামতের দিন তারা আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আদিবাসীদের নিকট যান, তাদের সেবা করুন। খ্রীষ্টানরা তাদের

সেবা করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে। কখনও কখনও অগণিত মানুষের মতামতও ভুল হতে পারে আবার মাত্র একজন মানুষের মতামতও সঠিক হতে পারে। হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) শাসনামলে কিছু সংখ্যক মুসলমান যখন খলিফাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করল, তখন সকল মুসলমানই তাদের পক্ষ নিলেন। কিন্তু একা একমাত্র আবু বকর সিদ্দিক [রা.] তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াঁলেন। পরবর্তীতে দেখা গেলো, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর মতই সঠিক ছিল।

মহানবী [ﷺ] বলেছেন, একজন মুসলমানের অধিকার আছে সে যে-কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিতে পারে। কিন্তু (আইসিসের) এই লোকগুলোর নবীজি [ﷺ]-এঁর সুন্নাহ্ সম্পর্কে কোনই ধারণা নেই। একজন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও রাসূলে পাকে [ﷺ]-এঁর আদর্শ সম্পর্কে আমেরিকার সেই মহিলার আরো ভালো জ্ঞান আছে, যার ছেলেকে ইরাকে বন্দি করা হয়েছিল। সেই নারী ইউটিউবের মাধ্যমে বলেছেন, আমি আপনাদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি, তাতে বলা হয়েছে একজনের অপরাধের জন্য অন্যজন শাস্তি ভোগ করবে না। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি যা করেছে তার জন্য আমার ছেলে দায়ী নয়। আমি আপনাদের নবী মোহাম্মদ [ﷺ] সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি, তিনি মানুষের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে ভালবাসতেন। কাজেই আমি আমার ছেলের মুক্তি চাই, তাকে ফেরত চাই। আমি জানি তাদের হাতে মুসলমানদের যত ক্ষতি হচ্ছে তা পৈশাচিক কিন্তু তারা কেবল খ্রীষ্টানদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। আমি ব্যাপারটি ভাল করেই উপলব্ধি করে থাকি।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানরা যখন মুসলমানদের ক্ষতি করে তখন কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করল। কিন্তু মুসলমানরা যখন অন্যায়ভাবে অমুসলিমদের ক্ষতি করে তাতে কিন্তু ইসলামেরই ক্ষতি (বদনাম) করা হয়। আমাদের ধর্মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আমরা মহানবী [ﷺ]-এঁর সম্মান মর্যাদাকে সর্বদা রক্ষা করে চলব।

আমার মতে ইসরাইলী ইহুদীরা ফিলিস্তিনী মুসলমানদের সাথে যেই ব্যবহার করেছে তা পৈশাচিক এবং নিন্দনীয়। কিন্তু একই ব্যবহার যদি ফিলিস্তিনী মুসলমানেরা ইসরাইলী ইহুদীদের প্রতি করে, তবে তা আরো বেশী পৈশাচিক। কেননা এটা ইসলামের (সুনামের) ক্ষতি করে থাকে।

আইসিসের লোকেরা যখন নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করে, তখন মানবজাতি মনে করবে আমাদের নবীজি [ﷺ]-এঁর প্রচারিত ধর্ম (ইসলাম) একটি নিষ্ঠুর ধর্ম। উনবিংশ শতাব্দির একজন মনীষি আমির আবদুল কাদের জাযায়েলী (রহঃ) বলেছেন, যখন অজ্ঞ লোকেরা মনে করবে যে ইসলাম হলো কঠোরতা, বর্বরতা, সীমালংঘন, বাড়াবাড়ি আর অসংযমের ধর্ম; তখন বুঝতে হবে যে এই সত্য ধর্মের সত্যিকারের অনুসারীর সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছে। আইসিসের লোকগুলি হচ্ছে খারেজী অথচ মিডিয়া তাদের প্রচার করছে সুন্নী হিসেবে। বলছে যে, সুন্নীরা শিয়াদের হত্যা করছে। এরা হলো আহলে ইবলীস (শয়তানের দল)।

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট এসে এক ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন, লড়াই কর আল্লাহ্র পথে যতক্ষণ না দুনিয়া থেকে ফেতনা-ফাসাদ দূর হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার মাতা তোমার জন্য বিলাপ করুক! তুমি কি জানো ফিতনাহ (দাঙ্গা-হাঙ্গামা) কি জিনিস? আল্লাহ্র রাসূল [ﷺ] এবং সাহাবায়ে কেরাম জিহাদ করেছেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। কেননা তাদের শিরকের মধ্যে থাকাটাই হলো সবচেয়ে বড় ফিতনাহ্। (কেননা মুশরিকরা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দিত।) আর তোমাদের লড়াই আল্লাহ্র পথে নয় বরং ক্ষমতা দখলের লড়াই।

দবোখারী শরীফের হাদিস, যখন দু'জন মুসলমান হাতিয়ার নিয়ে লড়াই শুরু করে, তাদের জীবিত এবং মৃত দু'জনই জাহান্নামে যাবে। সহীহ

মুসলিমের হাদিস অনুযায়ী ফিতনার সময়ে নিহত ব্যক্তিদের শহীদ বলা যাবে না।

বোখারীর হাদীস মতে, মহানবী [ﷺ] বলেছেন, দুষমনদের মুখোমুখি হওয়ার আকাঙখা করো না। রাসূলে পাক [ﷺ] বলেছেন, শীঘ্রই সমুদ্রের টেউয়ের মতো ফিতনাহ ফাসাদ আছড়িয়ে পড়বে একটার পর একটা। ফিতনাহ্ যখন প্রথম প্রকাশ পায় তা দেখতে হয় সুন্দরী নারীদের মতো, যা সাধারণ নির্বোধ যুবকদেরকে আকর্ষণ করে। তারপর তারা যখন ফেতনাহ্ ফাসাদে জড়িয়ে যায়, তখন আর তা থেকে পলায়নের পথ থাকে না। ধ্বংস তাদেরকে আলিঙন করে। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, একদল কমবয়সী নির্বোধ বালকদের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে।

নবী করীম [ﷺ] একবার খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে অনেক কাফের-মোশরেক বন্দী হলে খালীদ (রাঃ) নির্দেশ দিলেন, যার হাতে যত যুদ্ধবন্ধী আছে তাদের সবাইকে হত্যা কর। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম বন্দীদেরকে হত্যা করতে রাজি হলেন না। খালিদ (রাঃ) তাঁর নিজের হাতে যত বন্দী ছিল তাদেরকে হত্যা করলেন। এই খবর রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর নিকট পৌঁছলে তিনি সাথে সাথে কাবা শরীফের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! খালিদ যা করেছে তার সাথে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আইসিস বা ইসলামিক ষ্টেটের লোকদের ধর্মপরায়ণতা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। কেননা বিভ্রান্ত বিপথগামী পথভ্রষ্ট এই খারেজিদের সম্পর্কে নবীজি [ﷺ] বলে গিয়েছেন যে, তাদের নামায দেখলে তোমরা (সাহাবায়ে কেরাম) নিজেদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের গলার নীচে নামবে না অর্থাৎ কুরআনের মর্মার্থ তারা উপলব্ধি করতে পারবে না। এই বিভ্রান্ত যুবকরা আমার উম্মাতকে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। তারা

মুসলমানদের হত্যা করবে পক্ষান্তরে কাফের মোশরেকদের ছেড়ে দিবে। মহানবী [ﷺ] বলেছেন, ইসলাম হতে তারা এমনভাবে বের হয়ে যাবে, তীর যেভাবে শিকার ভেদ করে চলে যায়।

আমি আমেরিকা বা ইজরাইলের পক্ষে সাফাই গাইছি না। এই ফেতনার সূচনাতে তাদের ভূমিকাই প্রধান। কিন্তু অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো শয়তানের কাজ। মানুষ নিজের দোষ স্বীকার করে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এই জন্যই মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা। পক্ষান্তরে শয়তান কখনও নিজের দোষ স্বীকার করে না বরং নিজের অপরাধ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে ইহুদীদের সম্পর্কে বলেছেন, যখনই তারা আমার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে, তখনই আমি তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আমার নির্মম যোদ্ধা (রোমান/গ্রীক/পারসিক) বান্দাদের প্রেরণ করেছি, যারা তাদেরকে হত্যা করেছে, বাড়িঘর ধ্বংস করেছে এবং দেশ থেকে নির্বাসিত করেছে (১৭:৫)। আমরা এখন চরম মাত্রায় আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছি বলেই কাফের এবং জালেমদের মাধ্যমে আমাদেরকে শায়েস্তা করা হচ্ছে। কাজেই অন্যের ওপর দোষ না চাপিয়ে আগে নিজেদের দোষ সংশোধন করতে হবে। আমি জানি আপনাদের দেশে (মালয়েশিয়ায়) সরকারের অনেক সমস্যা রয়েছে। এখানকার প্রশাসন আরো অনেক স্বচ্ছ হওয়া দরকার। আসলে সমস্যা কোথায় নেই? সব সরকারেরই কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছে। কিন্তু মূল কথা হলো একটি পরিচ্ছন্ন সরকার পেতে চাইলে প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। বিশ্বাস করুন, এর কোন বিকল্প নেই। খারেজীদের খেলাফত ইসলামের কোন প্রয়োজন নেই।

লাখ ফারুকী জন্ম নেবে এক ফারুকীর খুনে

আবছার তৈয়বী
[তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
আবুধাবি,ইউ.এ.ই।]

আমি শহীদে মিল্লাত আল্লামা ফারুকী (রহ.) কে নিয়ে গবেষণা করেছি এবং আমার এ গবেষণা অব্যাহত আছে। তাঁকে কেন্দ্র করে আমি প্রায় ১০ টা আর্টিকেল লিখেছি এবং ১০ টা কবিতাও লিখেছি। এ সংখ্যাটি ইন-শা-আল্লাহ্ ১১১ তে উন্নীত হবে। তাঁর জীবন-কর্ম ও চিন্তাধারা নিয়ে গবেষণা করে আমি বুঝেছি যে, তিনি এ যুগের 'ওয়াইসুল করনী'। তাঁর 'শহীদে মিল্লাত' লক্বটি আমিই সর্বপ্রথম ২০১৪ সালের আঞ্জুমানে খোদ্দামুল মুসলেমীন কর্তৃক আয়োজিত স্মরণ সভায় ব্যবহার করেছি (তাঁর শাহাদাতের কয়েকদিনের মধ্যেই)। তাঁর সাথে আমাদের কারো যেমন তুলনা চলে না, তেমনি কেউ যদি তার প্রিয়জনদের আল্লামা ফারুকী (রহ.) এর অনুরূপ হয়ে ওঠার জন্য কামনা করে- সেখানেও আল্লামা ফারুকীর (রহ.) 'মানহানি' হবে না। আমরা সবাই 'শহীদে মিল্লাতের (রহ.) উত্তরসূরী'।

আমরা যে কেউ যে কোন সময় 'ফারুকী' হয়ে ওঠতে পারি। কারণ ফারুকী (রহ.) কোন 'নবী' নন, বরং তিনি নবীর (দ.) গোলাম এবং আশেকে রাসূল (দ.)। নবুওয়তের দরোজা বন্ধ হলেও যুগে যুগে 'গোলামে নবী' (দ.) ও 'আশেকে রাসূল' (দ.) গণ থাকবেন। তবে তাঁদের আকৃতি, অবয়ব, অনুভূতি, খোশবু ও ব্যাপ্তি আলাদা আলাদা হতে পারে। কারণ, 'হার গুলে রা রঙ ও বূয়ে দীগরাস্ত'। সুতরাং আমি মনে করি- শহীদে মিল্লাত আল্লামা ফারুকী (রহ.) আল্লাহ্-রাসূল (দরুদ) এর দরবারে যে 'কবুলিয়ত' অর্জন করেছেন- তা এতোই ঠুনকো নয় যে, তাঁর সাথে কারো তুলনা করলে তাতে শহীদে মিল্লাতের 'মানহানি' হবে। বরং আমাদের প্রত্যেকের এই প্রত্যয় হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্

জাল্লা শানুহুর দ্বীনের পথে এবং প্রিয় রাসূলের (দরুদ) মুহাব্বতে আমরা প্রত্যেকেই একেকজন 'ফারুকী' হবো। ওরা আমাদের জবাই করতে থাকবে, আর আমরা একেকজন দ্বীনের পথে নিজেদের প্রাণটুকু কোরবানী দিতে থাকবো। এভাবে সুন্নিয়তের 'বিজয় নিশান' একদিন বাংলার জমিনে পত পত করে উড়তে থাকবে।

ফারুকীকে যেভাবে হত্যার হুমকি-ধমকি দেয়া হয়েছিল আমাকেও সেভাবে হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে। ঠক পীরের মুরিদ ও বক ইমামের অনুসারীরা এবং 'অমঙ্গলের দূত' এর পোষ্যপূত্ররা আমাকে নানা অপবাদ দেয়ার পাশাপাশি অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করছে এবং তাদের একজন তো আমাকে প্রকাশ্যে 'জবাই' করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। (স্ন্যাপশর্ট সংগ্রহ কওে রেখেছি) এখন দেখুন- সুন্নী নামের কলঙ্ক কারা এবং কাদের সাথে জঙ্গী কানেকশন আছে? আমাদের আক্বা ও মওলা প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- 'যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ- তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আমি মনে-প্রাণে চাই যে- আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অংশ নেবো এবং শহীদ হবো। তারপর আমাকে আবার জীবিত করা হবে এবং আবার শহীদ হবো। তারপর আবার আমাকে জীবিত করা হবে এবং আবার শহীদ হবো...।' বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলছেন- আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে তিনবার বলেছেন। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তামান্নাঃ বা-বু মা জাআ ফিত তামান্না ওয়া মিন তামান্নাশ শাহাদা, হাদীন নং ৬৮০০)।

সত্যি বলতে কি এই হাদীস শরীফখানা পড়ার পর আমারও সাধ জেগেছে আল্লাহ্‌র পথে বার বার শহীদ হবার। কিন্তু জীবন তো একটাই। সেটা যদি দীনের খাতিরে প্রিয় রাসূলের (দরুদ) মুহাব্বতে কোরবান হয়- তো আমার 'জেহে কিসমত'। গরু-ছাগলের মতো

যেখানে সেখানে মৃত্যুবরণ করার চাইতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে মওলায়ে হাক্বীক্বী ও তার প্রিয়তম সখা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের দরবারে নিজেকে পেশ করার সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে জুটে! আমি কিন্তু নিজে প্রস্তুত আছি এবং আমার পরিবার-পরিজনদেরও প্রস্তুত করার প্রচেষ্টায় আছি- যাতে তারা আমার শাহাদাতকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়ে 'সাবরে জমীল' করতে পারে।

পরিশেষে বলবো-

লাখ ফারুকী জন্ম নেবে এক ফারুকীর খুনে
দীনের পথে শহীদি পাল শেষ হবে না গুণে।

"যার যার পীর তার তার, সুন্নী জনতা আমরা এক কাতার।"
- শহীদে মিল্লাত আল্লামা শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]

কাফেলার যাত্রী

মাসুক আহমেদ

বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম চলছে।
কালো শকুন বার বার অপঘাত করছে, করে চলছে।

এই আঘাত এই অপঘাত-
আমাদের সত্ত্বা,
আমাদের চেতনা,
আমাদের বিশ্বাস,
আমাদের প্রেম,
আমাদের শেকড়কে নিশ্চিহ্ন করে দিতে করে চলেছে কু-অভিলাষ!

সেই মহান প্রভুর অভিশাপগ্রস্ত বিতাড়িত ইবলিস এখনো ভুলতে পারেনি সহিংস অহমের পীড়া!

আর এর অনুচারী অনুগামী অবিশ্বাসীর দল সেই পীড়াগ্রস্ত হয়ে করে চলেছে নির্লজ্জ অশ্লীল আস্ফালন!
ওদেরকে থামাতে হবে।

মহানতম নবীর মহানবানী সমগ্রই যে এই পৃথিবী, পরবর্তী পৃথিবী, সকল সময়ের একমাত্র প্রভা। এই মূলকথা এদের
অবিশ্বাসী অন্তর মানেনি কখনো।

না মানাই যে এদের আজন্মকাল ধরে শোণিত স্বভাব।

এরা চায় আমি, আপনি, আমরাও ভুল করি।

ভুলে যাই মূল কথা, হারিয়ে ফেলি মূল পথ। এরা চায় সত্ত্বার মৃত্যু হউক আমাদের।

আহত নিহত হউক আমাদের প্রেম ভালবাসার পারাবার।
থমকে যাক প্রেমপন্থী কাফেলার যাত্রা।
ওদের থামাতে হবে।

ওদের শকুনি দৃষ্টির অনিরাপদ সড়ক থেকে আমাদের ভগ্নি ভ্রাতা পরিজনকুলকেও ঈমানের আশ্রমে জায়গা দিতে হবে।
ওদের থামাতেই হবে। ওদের থামাতেই হবে।

এই কালো থাবার সমুচিত জবাব দিতে শেষান্তে শুভাগমনকারী নবীর সকল বিশ্বাসী প্রেমিকদেরও হতে হবে বিপ্লবী প্রেমিক।

আপনপ্রেম, আপনজনকে বাঁচাতে হবে!
আমাদের বাঁচতে হবে! বাঁচাতে হবে!

সুন্নীয়তের আপোষহীন মুজাহিদ আল্লামা ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]

আল্লামা সাজ্জাদ হোসেন রনি চিশতী সাবেরী

[আল্লামা সাজ্জাদ হোসেন রনি চিশতী সাবেরী আহলে বাইতের একনিষ্ঠ আশেক। আহলে বাইতের উপর তাঁর একাধিক তথ্যভিত্তিক বই ও লেখা বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি তরিকতের কর্ণধারও। ফরিদপুর সদরের ডোমরাকান্দি সাবেরীয়া দরবার শরীফের সম্মানিত গদিনশীন তিনি। বহুগ্রন্থ প্রণেতা তরিকতের এই কর্ণধারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হলো: ***শানে আহলে বাইত, কারবালা ও ইয়াজিদী চক্রান্ত, ওহাবীদের আসল পরিচয়, জিয়ারতে রাসূল, আমলে মারেফত, মুক্তির উপায়, সুফীবাদের মর্মবাণী, কিতাবুল গাদীর, মানাকীবে আলী*** *এবং আরো অসংখ্য। এ লেখায় তিনি আল্লামা শহীদ নূরুল ইসলাম ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র জীবনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন।]*

আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারূকী (রহ.) শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি হলেন সুন্নী জগতের একটি প্লাটফরম ও উজ্জল আলোকবর্তিকা। যেই আলোকবর্তিকার মাধ্যমে অনেক মানুষ সঠিক আকিদা ও আমলের মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে। তিনি শুধু একটি নাম নন, তিনি ইসলামী ইতিহাস ও সুন্নী চেতনা। তিনি ছিলেন বাতিলের আতঙ্ক, হকের অতন্দ্র প্রহরী, আপোষহীন হুসাইনী সৈনিক। যিনি জীবন দিয়েছেন কিন্তু বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। তিনি ছিলেন সত্যিকারের নবীপ্রেমিক, নবীর আহলে বাইতের প্রতি তাঁর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল অগাধ। এ জন্য তিনি নিজের জান-মাল উৎসর্গ করতেও ছিলেন বদ্ধপরিকর। সাহাবায়ে কেরামের তা'জীম ও সম্মান প্রদর্শনে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, ওলী-আউলিয়ার শান ও মান উচ্চে তুলে

ধরতে তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, তিনি নব্য ইয়াজিদদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জিহাদের বীর সৈনিক, যার কথা আজও বাংলার সুন্নী জনতা ভুলতে পারেনি। তাঁর কথা লিখতে গেলে লেখকের অন্তর শোকে কাতর হয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায় কলম। ওলীআল্লাহ্‌র বাংলাদেশে মুসলামনের ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে, মিডিয়া সন্ত্রাসীদের বদ আকীদার দাঁতভাঙ্গা জবাব দানে তিনি ছিলেন নির্ভীক লড়াকু মুজাহিদ। বাংলার ইতিহাসে হক প্রতিষ্ঠার জন্য বহু শহীদ শাহাদাতের নজির উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু শহীদ ফারুকীর শাহাদাতে মুসলমান যতটা শোকাচ্ছন্ন হয়েছে এরূপ অন্য কারো বেলায় পরিলক্ষিত হয়নি।

আল্লামা ফারুকী (রহ.) এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি সুন্নীয়ত তথা ইসলামের মূলধারা প্রচার ও প্রসারে অগ্রগামী ছিলেন এবং সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় জীবনের মূল্যবান সময়গুলো ব্যয় করেছেন। সত্য প্রচারে তাঁর মূল বক্তব্য ছিলঃ

- নবীপ্রেম ঈমানের মূল;
- আহলে বাইতের প্রেম ঈমানের অঙ্গ;
- সাহাবায়ে কেরামকে তাজিম করা ঈমানদারের কাজ;
- আউলিয়া কেরামের সোহবতে থাকা ঈমানদারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ,
- নবী, আহলে বাইত, সাহাবী ও আউলিয়া কেরামের অনুসরণে সত্য প্রাপ্তি হয়।

নবীপ্রেমের উজ্জল তারকাঃ

অন্তরে নবীপ্রেম ব্যতীরেকে ঈমানদার হওয়া যায় না। কেননা ঈমানের মূলে রয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রেম। এ বিষয়ে হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থাৎ 'তোমরা ততক্ষন পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ধনসম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার পরিজন ও সবকিছুর চেয়ে আমাকে (নবীজি) বেশী ভালো না বাসবে।' (বুখারী শরীফ, কিতাবুল ঈমান)

নবীপ্রেমিকদেরকে আল্লামা ফারুকী (রহ.) সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, "একজন নবীপ্রেমিক যদি রিক্সা চালকও হয় তাহলে আমি তাকে মাথায় রাখি। পক্ষান্তরে একজন শিক্ষিত মানুষ যদি নবীপ্রেমের বিরোধীতা করে তাহলে আমি তাকে জুতার শুকতলাও মনে করি না।" প্রিয় নবীজির প্রেমে তিনি এতই বিভোর থাকতেন যে, নবীজির শানে কোন বেয়াদবী বরদাস্ত করতে পারতেন না। নবীজির শানে যারা গোস্তাখি করতো তাদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করতেন। তিনি গোস্তাখে রাসূল তথা ওহাবীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন কুরআন-সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে মিডিয়াতে এবং বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানে। তিনি জানতেন নবীপ্রেম যাদের অন্তরে আছে তারা কোনদিনও শানে রেসালাতের বিরোধীতা করে না।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত আল্লামা ফারুকী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা হ্যামফার যেমন ইবনে ওহাব নজদীকে দিয়ে ইসলামের মধ্যে ফেতনার সৃষ্টি করেছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে গোস্তাখে রাসূল। তাই তিনি জোড়ালোভাবে ওহাবীবাদের বিরোধীতা করতেন। কেননা ওহাবীদের প্রধান ষড়যন্ত্র হলো মুসলমানদের অন্তর হতে নবীপ্রেমকে মুছে দেয়া। এ দুর্ভিসন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল বলেছেন,

'ইয়ে ফাকা কশ্ মাওত ছে ডরতা নেহী কভী,
রূহে মুহাম্মাদ উস্‌কে দিল ছে নেকাল দো।

ফিক্‌রে আরব কো দে ফরঙ্গী তাখায়য়ুলাত,
ইসলাম কো হেজায ও ইয়ামন ছে নেকাল দো।

অর্থাৎ 'দারিদ্রক্লিষ্ট, অনাহার অর্ধাহারে শিকার মুসলিম জাতি যারা মৃত্যুকেও ভয় পায় না, এদেরকে মস্তকাবনত করতে হলে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রেমানল তাদের হৃদয় থেকে বের করে দাও। এবং পাশ্চাত্যের নগ্ন সংস্কৃতির আকর্ষণ দিয়ে ইসলামকে তাদের সামগ্রীক জীবন থেকে নির্বাসিত করো।'

আল্লামা ফারুকী (রহ.) প্রাণভরে মিলাদ কিয়াম করতেন। তিনি বলতেন প্রিয় নবীজীকে ভক্তি ভরে সালাম দেয়ার মাধ্যম মিলাদ-কিয়াম। যারা মিলাদ কিয়ামের বিরোধীতা করতো তাদের তীব্র প্রতিবাদ করতেন আল্লামা ফারুকী (রহ.)। ভারতবর্ষের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী (রহ.) বলেন,

اے اللہ !میرا کوئی عمل ایسا نہین ہے جسے آپکے دربار مین پیش□رنے□ے لائق سمجھو میرے تمام اعما□ مین فساد نیت موجود رہتی ہے البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایك عمل صرف تیرے ذات پاک□ی عنایت کیوجہ سے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے□ہ مجلس میلاد کے موقع پر مین□ھرے ہو□ر سلام پرتا ہو اور نہایت ہی عاجزی وانکساری محبت وخلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجتا رہاہون

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার এমন কোন আমল নেই, যা আপনার আলীশান দরবারের উপস্থাপন যোগ্য। আমার জীবনের সকল নেক আমলই নিয়তের ঘাটতিতে আবদ্ধ। তবে এটা দৃঢ়তর সাথে বলছি যে, আমি ফকীরের একটি আমল শুধুমাত্র আপনার পবিত্র সত্ত্বার দয়ায় বড়ই শানদার (উপস্থাপন যোগ্য)। আর তা এই যে, মিলাদের মজলিসের সময়ে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করি, অতীব বিনয়-নম্রতা ও

আন্তরিক মুহাব্বতের সাথে আপনার হাবীব পাকের উপর দরূদ ও সালামের হাদীয়া পেশ করে থাকি।' (আখবারুল আখইয়ার-৬২৪পৃষ্ঠা)

আল্লামা ফারুকীর জীবনীতেও মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী (রহ.) এর কার্জক্রম পরিলক্ষিত হয়। তিনিও অতীব বিনয়-নম্রতা ও আন্তরিক মুহাব্বতের সাথে হাবীব পাকের শানে দরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করতেন।

নবীজির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে অতন্দ্র প্রহরীঃ

মহান আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন,

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন সাথে সাথে তাঁকে তাজিম (সম্মান) কর। (সূরা ফাতাহ-৯)

উক্ত আয়াত হতে প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান ও আদব প্রদর্শণ করতে হবে। কোনভাবেই যেন তাঁর সাথে বেয়দাবী না হয়। কেননা রাসূলের সাথে বেয়াদবী করা কুফুরী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদেরকে কিছু শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, তখন তাঁরা কোন কোন সময় মাঝখানে আরজ করতেন 'রায়িনা ইয়া রাসূলাল্লাহ' অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং আপনার পবিত্র বাণী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দিন। কিন্তু এই 'রায়িনা' শব্দ ইহুদীদের পরিভাষায় একটি অশালীন ও বেয়াদবী মূলক শব্দ ছিল। তারা এই শব্দটি ধৃষ্টতা ও বেয়াদবীর নিয়তে বলতো। তাই মহান আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাজিল করে বলে দিলেন তোমরা 'রায়িনা' শব্দ নবীজির শানে ব্যবহার করবে না। 'উনযুরনা' শব্দ ব্যবহার করবে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা আরও এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' (অভদ্র ভাষায় সম্বোধন) বলো না- 'উনযুরনা' (ভদ্র ভাষায় সম্বোধন) বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।' (সূরা বাকারা-১০৪)

আল্লামা ফারুকী (রহ.) বেয়াদবে রাসূলদের কড়া সমালোচনা করতেন এবং কুরআন সুন্নাহ্ দ্বারা দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করতেন। যারা আমার নবীকে বড় ভাইয়ের মতো বা আমাদের মতো মানুষ মনে করেন তারা রাসূলের শানে বেয়াদবী করে। তিনি ছিলেন নবীজির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে অতন্দ্র প্রহরী। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতেন আমার নবী নূর, যারা মাটির নবী বলে তারা রাসূলের শানে আঘাতকারী, তাঁর শান হেয় করছে। তাই তারা গোস্তখে রাসূল। মহান আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন,

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটা নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে।' (সূরা মায়িদা আয়াত- ১৫)

আহলে বাইত প্রেমিকঃ

আল্লামা ফারুকী (রহ.) রাসূলের আইত আতহারগণকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি জানতেন আহলে বাইত আতহারকে উপযুক্ত ভালবাসা ও সম্মান না দিলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। আহলে বাইতে রাসূলকে ভালবাসার তাগিদ দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন,

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

অর্থাৎ হে আমার হাবীব! আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের নিকট এর (রেসালাতের) বিনিময়ে নিকটতম আত্মীয়তার ভালবাসা ছাড়া কোন প্রতিদান চাই না। (সূরা শুরা-২৩)।

এ আয়াতে কারীমা নাজিল হবার পর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আরজ করলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ ؟ قَالَ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই নিকটতম আত্মীয় কারা? যাদের ভালবাসা আমাদের উপর কুরআন শরীফ দ্বারা ওয়াজিব হয়েছে? প্রদুত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তাঁরা হলো হযরত আলী (আ.), হযরত ফাতেমা (আ.) এবং তাঁদের দুই সন্তান হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হুসাইন (রা.)। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, দুররে মানসূর, ৭ম খন্ড)

হুসাইনী সৈনিকঃ

যারা আহলে বাইতে রাসূলকে সম্মান করে না, যারা শোহাদায়ে কারবালাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, কারবালার নির্মম-লোমহর্ষক ঘটনায় যাদের চোখে পানি আসে না তারা অভিশপ্ত ইয়াজিদের উত্তরসূরী। ইমাম হুসাইন (রা.) কারবালার জমিনে নিজের জীবনকে কুরবানী করেছেন কিন্তু ইয়াজিদের নিকট মাথা নত করেননি। তাই তো ভারতবর্ষের মাওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন-

কতলে হুসাইন আসলে মে মরগে ইয়াজিদ থা

ইসলাম জিন্দা হুতা হায় হার কারবালাকে বাদ।

''হুসাইনের শাহাদত মূলত ইয়াজিদের মৃত্যু,

ইসলাম পুনর্জীবিত হয় প্রতি কারবালার শেষে।''

অর্থাৎ কারবালায় ইমাম হুসাইন যদিও শাহাদত লাভ করেছেন, কিন্তু ইসলামকে জীবিত করেছে গেছেন। অর্থাৎ তিনি প্রতিটি মানুষকে হক্ব ও বাতিল চিনিয়ে দিয়ে আজও অমর হয়ে আছেন। কারবালার এই শিক্ষা যে অর্জন করতে পেরেছে, কারবালার মাধ্যমে সে হক্ব ও বাতিল চিনতে সক্ষম হয়েছেন। কারবালা হতে শিক্ষা নিয়ে যে নিজেকে হক্বের মধ্যে রেখেছে সেই মুসলমান।

আল্লামা ফারুকী (রহ.) ছিলেন ইমাম হুসাইনের একনিষ্ঠ গোলাম। হুসাইনী চেতনায় তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাইতো নিজেকে ইমাম হুসাইন (রা.) এর কদমে অর্পণ করেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনে কারবালার পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল। জীবন দিয়েছেন, কিন্তু বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। ইমাম হুসাইন যদিও কারবালায় শহীদ হয়েছেন, কিন্তু প্রতি ঈমানদারের অন্তরে ইমাম হুসাইন জিন্দা রয়েছেন। ইমাম হুসাইনের একনিষ্ঠ গোলাম আল্লামা ফারুকী আজও সুন্নী জনতার হৃদয়ে স্থান করে আছেন। যারা ইয়াজিদকে নির্দোষ প্রমান করার চেষ্টা করতো তাদের তীব্র সমালোচনা করতেন আল্লাম ফারুকী (রহ.)।

সাহাবী প্রেমিকঃ

আল্লামা ফারুকী (রহ.) রাসূলের সাহাবীদেরকে ভালবাসতেন এবং তাঁদের মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতেন। পক্ষান্তরে যারা সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষন করতো তাদের কঠোর সমালোচনা করতেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ

অর্থাৎ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীদের তোমরা গালি দিও না। যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান-খায়রাত করে তবে তা তাদের কারো এক মুদ্রা বা অর্ধ মুদ্রা দান-খায়রাতের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হবে না। (তিরমিজী শরীফ, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং-৩৮৬১)

সাহাবীদের বিষয়ে আল্লামা ফারুকীর আলোচনায় নিম্নের হাদিস শরীফে ফুটে উঠতো।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ , فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'আমার সাহাবীগণ আসমানের তারকার ন্যায়, যে তাঁদের কাউকে অনুসরণ করবে সেই সুপথ পাবে।' (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস-৬০১৮)

আউলিয়া প্রেমিকঃ

আল্লাম ফারুকী (রহ.) এমন একজন ব্যক্তি যার মধ্যে আউলিয়া ভক্তি ছিল অগাধ। বাংলাদেশের সুন্নী দরবার গুলোর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেকটি সুন্নী দরবারের পীর মাশায়েখ তাঁকে খুবই সম্মান

করতেন এবং অন্তরের অন্তস্থল হতে ভালবাসতেন। সমাজের একশ্রেণী মানুষ রয়েছে যারা কোন দলিল প্রমাণ ছাড়াই ওলীগণের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং আধ্যাত্মিক তরিকাকে শিরক মনে করে। তাদের বিরুদ্ধে আল্লামা ফারুকী (রহ.) ছিলেন কঠোর প্রতিবাদী। ওলীগণের শানে আঘাতকারী বেয়াদবদের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করাই ছিল তাঁর মিশন। তিনি বলতেন, যাদের উসিলায় আমরা আজ মুসলমান, যারা আমাদের টুপি পরিয়েছেন, দাড়ী রাখা, মুসলমানী লেবাস-পোষাক উপহার দিয়েছেন, যাদের অবদানে মসজিদ, মাদ্রসা, খানকা, যাদের অবদানে ৯০ ভাগ মুসলমান এদেশে; তাদের বিরুদ্ধে যারা বেয়াদবীমূলক কথা বলছেন তারা দ্বীনের দুশমন। আর এ কথা কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন,

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর বিরোধীতা করবে, আমি আল্লাহ্ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করি।" (বুখারী শরীফ, কিতাবুর রিকাক, বাবুত তাওয়াদু, হাদিস নং ৬০৫৮)

সুন্নীয়ত প্রচার ও প্রসারে অবদানঃ

আধুনিক বিশ্বে বহুল প্রচার মাধ্যম হলো আধুনিক মিডিয়া। বিশ্বের এক প্রান্তের খবর অপর প্রান্তে নিমিষেই পৌঁছে দেয় আধুনিক মিডিয়া। আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারূকী (রহ.) বাংলাদেশের মিড়িয়ার মাধ্যমে সুন্নীয়তের প্রসার ঘটিয়েছেন। সুন্নীয়তকে যিনি আধুনিকভাবে প্রচার করেছেন তিনি হলেন আল্লামা শায়খ নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহ.)।

বাংলাদেশে মিডিয়াভিত্তিক সুন্নীয়ত প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। এক কথায় বাংলাদেশে সুন্নী মিডিয়ার জনক হলেন শায়খ নুরুল ইসলাম ফারুকী (রহ.)। তিনিই সর্ব প্রথম সুন্নীয়তের সকল দিক

মিডিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের দ্বারে পৌঁছে দেন। নবী, সাহাবী ও আউলিয়ায়ে কেরামের বিভিন্ন তাবারক ও তা থেকে বরকত গ্রহণ এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলো মিডিয়ার মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরতেন। তার উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান 'কাফেলা'র কারণে ব্যপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। এ অনুষ্ঠানটির জন্য তিনি মুসলিম বিশ্বের ১০টির বেশী দেশে ভ্রমণ করেন। এই অনুষ্ঠানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোকে তুলে ধরেন। ওই অনুষ্ঠানে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মৃতি বিজড়িত মক্কা-মদীনাসহ ইরান, জর্ডান, মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ইসলামিক ঐতিহাসিক সত্যকে ফুটিয়ে তুলতেন। এছাড়া বাংলাদেশের মানুষের সুন্দর ও সঠিক নিয়মে পবিত্র হজ পালনে ২৫ বছর হজ কার্যক্রম চালিয়েছেন।

শায়খ নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহ.) টেলিভিশনসহ গণমাধ্যমের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওহাবীদের কুফুরী আকিদাগুলো তুলে ধরতেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি চ্যানেল আই এ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে আসছেন। সর্বশেষ তিনি মাই টিভিতে হক কথা ও সত্যের সন্ধানে নামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করতেন।

ঐক্যের ডাকঃ

আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী সারাটা জীবন যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তা হলো সুন্নীয়তের ঐক্য। সুন্নীদের মধ্যে কিছু সাধারণ মতানৈক্য ভুলে গিয়ে প্রতিটি সুন্নী আলেম, সুন্নী দরবার, সুন্নী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সকল সুন্নী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তিনি। এ লক্ষ্যে তিনি ঢাকায় বিশাল একটি সুন্নী সমাবেশের প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তেই তাঁকে শহীদ করা হলো। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাভূক্ত পীর-মাশায়েখ ও আলেমগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তার

প্রচেষ্টা ছিল অবিরত। দীর্ঘ ১০ বছর এ আহ্বান জানিয়ে বহুবার বৈঠকও করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা ফারুকী (রহ.) ছিলেন নিঃস্বার্থ নবীপ্রেমিক। তিনি নবী, আহলে বাইত, সাহাবী ও ওলীদের মর্যাদাকে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরতেন। কিন্তু ওহাবীরা এ কর্মকান্ডকে সহ্য করতে পারেনি। তাঁকে কয়েকবার হত্যার হুমকি দিয়েছে, যা আজও ইন্টারনেট ও খবরের কাগজে স্বাক্ষী হিসেবে পাওয়া যায়। শহীদ হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে গাজীপুরে মাহফিলেও তিনি বলেছিলেন যে, তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এরই কয়েকদিন পর সত্যিই তাকে শহীদ করা হলো। তাঁকে হারিয়ে সত্যিই আমরা আজ বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের সুন্নীয়তের কি ক্ষতি হয়ে গেল।

বাংলাদেশের কোন নেতা, পীর-মাশায়েখ বা আলেমের মৃত্যুতে সর্বস্তরের নবীপ্রেমিকদের এত চোখের পানি ঝরেছে বলে জানা নেই। একজন সত্যিকারের হুসাইনী সৈনিক কারবালার জমিনের ন্যায় জবাই হলেন। এতে তাদেরই পরাজয় হয়েছে, জয়লাভ করেছেন আল্লামা ফারুকী (রহ.)। আল্লাহ্ তায়ালা পাক পাঞ্জাতনের সদকায় তাঁকে জান্নাতের উচু মাকাম দান করুন। আমিন!

শহীদ ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা] ছিলেন বাতিলদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কণ্ঠস্বর

মুফতি হাফেয ইকরাম উদ্দিন

[মুফতি হাফেয ইকরাম উদ্দিন ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব। সুন্নিয়তের খেদমতে তিনি এ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মু'জিজাতুল কোরআন, বিশ্বনবীর অনন্য বৈশিষ্ট্য (অনুবাদ), শাফিউল মুজনিবীন, বিভ্রান্তির অবসান, মাসালিকুল হুনাফা ফি ওয়ালিদাইল মোস্তফা (রাসূল সম্মানিত মাতাপিতা জান্নাতী হবার দলিল সমৃদ্ধ, অনুবাদ), উচ্চ কণ্ঠে যিকির করার শরয়ী বিধান (অনুবাদ) এবং ছাক্বিয়ে কাউছার। অতি সম্প্রতি তাঁর লিখিত "কুসতুনতুনিয়ার যুদ্ধে ইয়াযিদের অন্তর্ভুক্তি" প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসায় যথাক্রমে ফাজিল, কামিল হাদিস ও কামিল ফিকহ পাশ করেন। প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যয়ন করেন। এছাড়া তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম থেকে আরবি ভাষার উপর 'ডিপ্লোমা ইন এরাবিক ল্যাগুয়েজ' ডিগ্রি লাভ করেন।]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার যিনি বিশ্ব প্রতিপালক। লক্ষ কোটি সালাম সেই নবীর প্রতি যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য অগণিত জ্ঞানীগুণী, আলেম-ওলামা, অলি-আউলিয়া, গাউস-

কুতুব, কবি-সাহিত্যিক এই ধরণীতে পথভোলা মানুষদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করেছেন। সত্যের পথে জিহাদ করেছেন। বাতিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। হিদায়েতের পথে লড়াই করেছেন। রাসূলে পাক [ﷺ]-এঁর শান ও মানকে বুলন্দ করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, আঘাত ও প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই নিজের প্রাণকে কুরবানি করে শাহাদাৎ বরণ করেছেন। সে শাহাদাতের কাফেলা ইসলামের প্রথম যুগ তথা নবী কারীম [ﷺ]-এঁর সময় থেকেই চলে এসেছে।

সাইয়্যুদুস শুহাদা হযরত হামজা [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] থেকে শুরু করে শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়ে ৬১ হিজরিতে কারবালা প্রান্তরে নবী করীম [ﷺ]-এঁর কলিজার টুকরা, মা ফাতেমার নয়নের মণি, জান্নাতী যুবকদের সরদার ইমাম হুসাইন [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] সহ ৭২ জন আওলাদের রাসূল শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন। এ সমস্ত শহীদানে কিরামদের রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীতে ইসলাম আজো স্বমহিমায় টিকে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাইতো উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম ও কবি মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর লিখেছেন,

'কাতলে হোসাইন আসল মে মুর্গে ইয়াজিদ হ্যায়,
ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বা'দ'।

কারবালার শাহাদাতের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যুগে যুগে মৃতপ্রায় ইসলাম আবার স্বমহিমায় জিন্দা হবে একেকটি কারবালা সংঘটিত হবার পর। সেই শহীদী কাফেলার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নাম লিখান আল্লামা শায়খ নূরুল ইসলাম ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ২০১৪ সালের ২৭ আগস্ট অজ্ঞাত বাতিল দুষ্কৃতিকারী জংগী সন্ত্রাসীদের হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন বরেণ্য আলেম, ইসলামী

চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট টিভি উপস্থাপক, বাতিলের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কণ্ঠস্বর সুন্নি জনতার নয়নমণি আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

কিন্তু কেন? কেন তাঁকে শহীদ করা হলো? কি দোষ ছিল তাঁর? কোন্ অপরাধে তাঁকে হত্যা করা হলো? এরকম যতই প্রশ্ন করা হোক না কেন, তাঁর উত্তর কিন্তু একটিই। তিনি ছিলেন একজন আশেকে রাসূল। এটাই তাঁর অপরাধ। তিনি বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিল সহ বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি যুগে টিভি-মিডিয়ার মাধ্যমে নবী-অলির শান বর্ণনা করতেন। বাতিলদের দাঁতভাঙা জবাব প্রদান করতেন। ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতেন। এটাই তাঁর শাহাদাতের মূল কারণ।

ওহাবীবাদ, মউদুদিবাদ, সালাফীবাদসহ বিভিন্ন বাতিল মতবাদগুলো যখন কুরআন-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছিল, তখন আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী তাদের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনি আপোষহীন ভাবে তাদের প্রতি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। চ্যানেল-আই ও মাই-টিভিতে শহীদ ফারুকী লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলতেন, 'আসুন, কিতাব নিয়ে বসুন। কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করবেন না'। কিন্তু বাতিলেরা তাঁর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে তাঁকে হত্যার পথ বেছে নিলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো ফারুকীকে হত্যা করে মিডিয়া জগত থেকে সুন্নিয়তের কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

কিন্তু এই ঘাতকরা ইসলামে শহীদী কাফেলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানে না। ইমাম হুসাইন [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]-এঁর শাহাদাতের বিনিময়ে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম স্বমহিমায় উদ্ভাসিত থাকবে। তেমনি ভাবে শহীদ ফারুকীর রক্তের বিনিময়ে এদেশের আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল

জামাতের পতাকা উড্ডীন হবে ইন-শা-আল্লাহ্। রাসূলে পাক [ﷺ] এরশাদ করেন,

وَإِنَّ بني إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

অর্থাৎঃ- নিশ্চয়ই, বনী ইসরাইলের লোকেরা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল। এবং আমার উম্মতগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের একটি দল ব্যতীত প্রত্যেকেই হবে জাহান্নামী। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাল্লাহ সে দলটি কোনটি? তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথের উপর আছে, সে পথটিই নাজাতপ্রাপ্ত। [তিরমিজিঃ ২৬৪১]

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে পাক [ﷺ] ১৪শ বছর পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে, ইসলামের মধ্যে এ সমস্ত বাতিল মতবাদের আবির্ভাব ঘটবেই। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এসমস্ত বাতিল ফেরকাগুলোও তো নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে। তাহলে মুসলমান হয়ে কীভাবে অন্য একজন মুসলমানকে হত্যা করতে পারে? তা কি সম্ভব?

এর জবাবে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইন [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] সহ ৭২ জন আওলাদে রাসূলকে যারা নির্মমভাবে শহীদ করেছিল, তারাও মুসলমান ছিল। তারা যুদ্ধের ময়াদানেও জামাতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করেছিল। ঠিক তেমনিভাবে আজ একশ্রেণীর ইয়াজিদ প্রেমী নাপাক ইয়াজিদের প্রেমে মত্ত হয়ে তাকে আমিরুল মু'মেনীন উপাধিতে ভূষিত করছে। সে নাকি অনেক বড় তাবেঈ ছিল। সে নাকি ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাই কখনো তার নামের সাথে

'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু', আবার কখনো 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলছে। অতএব মুসলমান নাম নিয়েও তারা মুনাফিক, তারা বাতিল, তারা ভ্রান্ত, তারা পথভ্রষ্ট। নিম্নে তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদা তুলে ধরা হলোঃ

১। "কিয়ামতের দিন রাসূলে পাক [ﷺ] মিজানের পাল্লার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবেন এবং বলবেন, আমি জানি না, আমার নেকির পাল্লা ভারী হয়, নাকি গোনাহর পাল্লা ভারী হয়। অতএব, আয়েশা সেদিন আমি তোমাকে চিনবো কীভাবে?" নাউজুবিল্লাহ! - আব্দুর রাজ্জাক সালাফী।

২। "কালিমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যুক্ত করা বা পাশাপাশি লেখা শিরক।" - আব্দুর রহীম সালাফী ও তারেক মনোয়ার।

৩। "কারবালার যুদ্ধ হক্ব-বাতিলের যুদ্ধ ছিল না। এজিদ অনেক বড় তাবেঈ ছিল। ইমাম হুসাইন তার হাতে বায়াত করতে চেয়েছিলেন। কারবালার হত্যার ব্যাপারে এজিদ জানতো না।" - মুজাফফর বিন মহসিন, আ. রাজ্জাক সালাফী।

৪। "রাসূলে পাক [ﷺ] কে মুহাব্বত করলে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাওয়া যাবে এবং জান্নাতে যাওয়া যাবে এ সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা।" - আমীর হামজা।

৫। "কোনো লোক ইন্তিকালের পর যদি তার ওয়ারিশগণ ঈছালে সাওয়াব উপলক্ষে গরীব-মিসকিনদের খাবার খাওয়ায়, তাহলে এর জন্য মৃত ব্যক্তির কবরে আগুন জ্বলা শুরু হবে।" - কাজী ইব্রাহীম।

বিজ্ঞ পাঠকদের খেদমতে আরজ, ইয়াজিদের প্রেতাত্মারা এখনো জীবিত আছে। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের চেলারা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। জুল-খূয়াইসারার বংশধরেরা পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্ব পর্যন্ত থাকবে।

অতএব নূরুল ইসলাম ফারুকীর মতো মর্দে মুজাহিদ আশেকীন সালেকীন অলি ও আউলিয়াগণও কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের পথে হিদায়েতের রাহে নবী-অলিদের প্রদর্শিত পথে জিহাদ অব্যাহত রাখবেন। তাঁদের কেউ শাহাদাতের পেয়ালা পান করে হবেন চিরঞ্জীব। আবার কেউ হবেন গাজী। এটাই হচ্ছে রাসূল [ﷺ]-এঁর ভবিষ্যৎবাণী। তাই তো রাসূল পাক [ﷺ] এরশান করেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى أَمْرُ اللَّهِ

অর্থঃ আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হক্ব বা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। কোনও বাতিল শক্তিই তাঁদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। [আবু দাউদ - ২৪৮৪, মাসনাদে ইমাম আহমাদ - ২২৩২০]

আল্লামা ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সত্যের পথে শাহাদাৎ বরণ করে বিশ্ববাসীর কাছে এটাই প্রমাণ করে গেলেন যে, সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, নবী-আউলিয়াদের পথে আহ্বান করতে গেলে বিপদ-মুসীবত আসবেই। তখন মৃত্যুকে পরোয়া না করে পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ মনে করে ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে শাহাদাতের তীব্র বাসনা নিয়ে "মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী" এই শ্লোগান অন্তরে ধারণ করে বাতিলের মুকাবিলা করতে হবে। তাহলেই আমরা হবো কৃতকার্য। আমাদের হাতেই থাকবে বিজয়ের পতাকা। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থঃ আর তোমরা নিরাশ হয়োনা, এবং দুঃখ করোনা, তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি হও মু'মেনীন। [আল-ইমরান ১৩৯]

আল্লামা ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম হুসাইন [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]-এঁর ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে আমাদের জন্য কি বার্তা দিয়ে গেলেন, সেটিই এখন আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং বাস্তবে পরিণত করার বিষয়। আল্লাহ্ সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

আদর্শের মূর্ত প্রতীক

নূরে জান্নাত নাছরিন

সুন্নীয়তের তরে অকাতরে দিলে যে বিলায়ে প্রাণ,
শহীদী শুধার পেয়ালা বরণে সুন্নীয়তের ত্রাণ।
হোসাইনি শাহী কাফেলার বীর সিপাহী সেনানী তুমি
তুমি জাগ্রত প্রতি আশেকের প্রতিটি অন্তর চুমি
চির স্মরণীয়, চির বরণীয়, তুমি চির অম্লান।

সুন্নীয়তের নয়নমণি যে, আশেকে রাসূল তুমি
আল্লামা শেখ শহীদ নূরুল ইসলাম ফারুকী যিনি।
বাতেলের কাছে হারোনি কো কভু, হাঁটোনি কো কভু পিছু
দীপ্তকণ্ঠে হকের কথায় ফুটিয়েছো সবকিছু।

কোরআনের কথা, হাদীসের কথা, কতো না দলীল দিয়ে
দিয়েছিলে তুমি বাতিলের প্রাণ সহুংকারে কাঁপিয়ে!
তোমার সে ত্যাগ-আদর্শ সত্য
মানবতা বাণী গড়েছে মর্ত।
খুলে দিয়েছিলে শত মিথ্যুক বাতেলের সে মুখোশ।
নবীর এশক্ মুহাব্বতহীন
কঠিন হৃদয় পাপিষ্ঠ লীন
দুনিয়া লোভীকে করেছিলে তুমি নিকৃষ্ট পাপোষ।

সত্য-সাহসী, সুমিষ্টভাষী ঈমান-আমলে দৃঢ়
প্রমাণ ব্যতীত করোনি তর্ক, করোনি কো মাথা নত।
তুমি যে ছিলে নবী -ওলিদের আশেকের প্রেমাধার

হুংকারে তব পালিয়ে বেড়াত বাতেল-ফেরকা যত।

হিংসা-অনলে জ্বলে পুড়ে মরে ফন্দি এঁটেছে কত,
রাতের আঁধারে ছুরিকা চালিয়ে করেছে ক্ষত-বিক্ষত।
আদৌ কি তারা পেয়েছে কি সুখ! গায়ে মেখে তব রক্ত?
আমি জানি তারা কেউ সুখে নেই, কেউ ভালো নেই
হিংসা-অনলে, পরাজিত মনে হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত।

ফারুকী মরেনি, মরেছে তারাই ঘৃণ্য বাতেল দল
শহীদ ফারুকী, হাজারো ফারুকী হয়েছে মোদের বল।

জংগী-সন্ত্রাসী-খারেজীদের সম্পর্কে রাসূল [ﷺ]-এঁর ভবিষ্যৎবাণী!

ডক্টর আব্দুল বাতেন মিয়াজী

বর্তমান যুগে একদল লোক নিজেদেরকে সহীহ হাদিসের অনুসারী বলে দাবী করে এবং কথায় কথায় প্রশ্ন করে, এটা কি রাসূল ﷺ-এঁর আমলে ছিল? সাহাবারা কি তা করেছেন? তাবেঈন বা তাবে তাবেঈনগণ কি তা করেছেন? ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম রাসূল ﷺ-এঁর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবদি চলমান রয়েছেন। অর্থাৎ তাদের সন্ত্রাসী এবং মুনাফিকী রাসূল ﷺ-এঁর যুগ থেকেই শুরু। তাদের খবিসী আর বদ আক্বীদার কারণে রাসুল ﷺ পর্যন্ত তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। রাসূল ﷺ-এঁর সাথে তারা যেমন বেয়াদবি করতো, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনগণসহ যুগে যুগে তারা আল্লাহ্‌র ওলিদের শানে বেয়াদবী ও নাফরমানি করতো। তাদের কর্মকাণ্ড ছিল সত্যের বিপক্ষে আর ফেতনা ফ্যাসাদ লাগিয়ে রাখাই ছিল তাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ্ পাক তাদের উদ্দেশ্যে সূরা বাকারার ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলেনঃ "আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।"

ইতিহাস এদেরকে চিনে খারেজী হিসেবে। এদের বৈশিষ্ট্য হলো কবীরা গোনাহকে শিরক মনে করা এবং কাফির ও মুশরিকদের জন্য নাজিলকৃত আয়াতসমূহকে মুসলমানদের জন্য প্রয়োগ করা। রাসুল ﷺ-কে আমাদের মতই মানুষ এবং তাঁরও ভুল হতে পারে মনে করা। সাহাবাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করা ইত্যাদি। বর্তমানে এ দলগুলো একমাত্র

নিজেদেরকে সঠিক মনে করে এবং বাকি সবাইকে বিদ'আতি ও মুশরিক মনে করে। ইসলামের নামে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে সন্ত্রাসবাদ এবং জংগীবাদ প্রচার করে। সাহাবা, আউলিয়াদের শানে ও মানে আপত্তিকর কথা বলে এবং বেয়াদবি করে থাকে। সূরা কাহফের ১১০ নং আয়াত না বুঝে তারা কথায় কথায় দলীল দেয় যে রাসুল ﷺ আমাদের মতই মানুষ। নাউজুবিল্লাহ! কথায় কথায় মুসলমানদেরকে মুশরিক বলে অভিহিত করাও তাদের একটি বৈশিষ্ট্য। তারা আল্লাহ্‌র ফয়সালা ব্যতীত অন্য কারো ফায়সালা যেমন রাসুল ﷺ বা সাহাবাদের ফায়সালা মানতে অস্বীকৃতি জানাতো। আলোচনার পরিবর্তে গুপ্ত হত্যা তাদের কাছে বেশী প্রিয়। যেমন খারেজীদের গোপন সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে।

রাসূল ﷺ-এঁর সাথে বেয়াদবীঃ যুল-খুওয়ায়সিরা

নাম আবদুল্লাহ্ ইবনু যুল-খুওয়ায়সিরা। খুব সুন্দর নাম। মুখ ভর্তি ঘন দাড়ি, ফোলা ও পুরো গাল, চোখ দুটো গর্তে ঢোকা। উচু কপাল, তবে নেড়া মাথা। তার নামায দেখে সাহাবাদেরও হিংসে হতো। তার কুরআন তেলাওয়াত শুনলে অবাক হতো না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। এতো সুন্দর মানুষ। অথচ বেয়াদবিতে সেরা। তাও স্বয়ং রাসূল ﷺ-এঁর সাথে। গোত্রের দিক থেকে তামিমী। মানে রাসূল ﷺ-এঁর মতো বংশ পরম্পরায় তার বংশও হযরত ইসমাইল (আ) এর সাথে গিয়ে মিলেছে। নিচের দিকে তার বংশেই জন্ম নিয়েছে সহীহ বুখারি এবং সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত শয়তানের শিং নামে খ্যাত একজন শায়খ। বিন আব্দুল ওহাব। তারই মেয়ের দিকের সন্তানাদিই এখন আলে সৌদ, মানে বর্তমানে সৌদি রাজবংশ।

আব্দুল্লাহ বিন যুল-খুওয়ায়সিরা তামিমী ছিল রাসূলের একজন সাহাবী। ঠিক কখন ইসলাম গ্রহণ করেছে তা সঠিক জানা যায় না। তবে খুব

সম্ভবত মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে। মক্কা বিজয়ের পরপর মুসলমানগণ তায়েফ অভিযানে বের হন। এ সময় হুনায়নের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যে যুদ্ধের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল হুনায়ন এবং আহযাব এ দুটি যুদ্ধের কথা কুরআনে নামসহ উল্লেখ রয়েছে। এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে জিরানাহ্ নামক স্থানে মুসলমানগণ অবস্থান করেন। ঠিক একই সময়ে মওলা আলী কারামুল্লাহু ওয়াজহুর নেতৃত্বে ৩০০ লোককে পাঠানো হয়েছিল ইয়েমেনে। সেখান থেকে উদ্ধার করা কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ রাসূল ﷺ-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল হযরত বিলাল (রা) এর মাধ্যমে। এ সম্পদের মধ্যে ছিল কিছু সোনা এবং রৌপ্য। রাসূল ﷺ এ সম্পদ লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিচ্ছিলেন। বন্টনের সময় তিনি মক্কাও আশেপাশের লোকদের কিছু বেশি দিলেন। তা দেখে মদিনার আনসার সাহাবাগণ একটু মনঃক্ষুন্ন হলেন। তাদের উদ্দশ্যে রাসূল ﷺ এক ভাষণ দেন এবং খুব আবেগাপ্লুত কণ্ঠে এর যুক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "হিজরতের কারণে আমি তোমাদের কাছে অবস্থান নিয়েছি। আল্লাহ্ পাক জানেন তোমরা কি অবস্থায় ছিলে। আল্লাহ্ পাকের দয়ায় এবং আমার কারণে তোমরা সত্য পথের সন্ধান পেয়েছো। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কারণেই সম্পদ এবং হেদায়েত লাভ করেছো। এ লোকগুলো একটু সম্পদ বেশিই পেয়েছে। কিন্তু তোমরা পেয়েছো আল্লাহ্র রাসূলকে। তিনি তোমাদের সাথেই মদিনা ফিরে যাবেন। কিন্তু এরা এখানেই থেকে যাবে।" এ কথা বলার পর উপস্থিত আনসারগণের ভুল ভাঙে। কিন্তু একজন লোক দাঁড়িয়ে বলে উঠেঃ "মুহাম্মদ ইনসাফ করুন!" নাউজুবিল্লাহ! এ লোকটিই ছিল যুল-খুওয়ায়সিরা তামিমী। নিচের হাদিসটিতে এই তামিমীর কথা ফুটে উঠেছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কোন কিছু বন্টন করছিলেন। ঘটনাক্রমে আব্দুল্লাহ বিন যুল-

খুওয়ায়সিরা তামীমী এল এবং বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইনসাফ করুন!' তিনি বললেন, 'আফসোস তোমার জন্য! আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে আর কে ইনসাফ করবে?' ওমর বিন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দেই'। তিনি ﷺ বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও! তার সাথীবৃন্দ রয়েছে। যাদের নামাযের তুলনায় তোমরা তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে। যাদের রোযার তুলনায় তোমরা তোমাদের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরে লক্ষ্য করলে তাতে কিছু পাওয়া যায় না। তীরের মুখের বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করলেও কিছু পাওয়া যায় না। তীরের কাঠের অংশের দিকে তাকালেও তাতে কিছু পাওয়া যায় না। বরং তীর তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাতে মল ও রক্তের দাগ পর্যন্ত লাগে না। তাদের পরিচয় এই যে, তাদের একটি লোকের একটি হাত অথবা বলেছেন, একটি স্তন্য হবে মহিলাদের স্তনের মত। অথবা বলেছেন, বাড়তি গোস্তের টুকরার মত। এরা লোকদের মধ্যে বিরোধের সময় আবির্ভাব হবে।' আবূ সাঈদ রাঃ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তা নবীজী দঃ থেকে শুনেছি। এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের হত্যা করেছেন। তিনি বলেন, তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে - "ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সাদকা সম্পর্কে আপনাকে দোষারোপ করে।" [৯:৫৮] {সহীহ বুখারী - হাদীস নং-২৩২৩, আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৫২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৪৬৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৬৬। সহীহ মুসলিম - (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৩২৪, ইসলামীক সেন্টার ২৩২৫)}

বলা বাহুল্য, ৬১ হিজরিতে কারবালায় ঈমান হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বায়েতসহ ৭২ জন মুসলমানকে যারা নির্মমভাবে শহীদ করেছিল তাদের মধ্যে এই তামিমী গোত্রও ছিল। আরবের নজদ অঞ্চলে

জন্মগ্রহণকারী ওহাবী মতবাদের প্রবর্তক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবও সেই তামিম গোত্রের অন্তর্গত। যাকে বুখারি ও মুসলিমের হাদিসে শয়তানের শিং হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যুল-খুওয়ায়সিরা তামিমী এবং তার অধিনস্তদের ব্যাপারে বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে অসংখ্য হাদিস এসেছে। বুখারি শরীফের "আল্লাহ্দ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবাহর প্রতি আহবান ও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা" অধ্যায়ে এবং মুসলিম শরীফে "যাকাত" অধ্যায়ে বেশ কিছু হাদিস পাবেন। সুনানে আবু দাউদেও কয়েকটি হাদিস রয়েছে। হযরত উমর (রা) তাকে হত্যা করতে চাইলে রাসূল অনুমতি না দিয়ে বলেন, এরূপ করলে মানুষ বলবে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সাথীদের হত্যা করেছে। বলা বাহুল্য, এ কারণেই সৌদিপন্থী ওহাবীরা কারবালার যুদ্ধের জন্য ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দোষী মনে করে এবং এজিদকে নির্দোষ মনে করে।

উপরোক্ত হাদিসের আগের ও পরের সবগুলো হাদিস পর্যালোচনা করলে খারেজীদের যেসব চিহ্ন বা নমুনা বের হয় আসে তা হলোঃ এরা মাথা নেড়া করবে, এদের মুখ ভর্তি দাড়ি থাকবে, এদের শরীর বেশ স্থূল, গায়ে পশম, গাল ফোলা। এদের আবির্ভাব হবে মদিনা শরীফের ঠিক পূর্ব দিক থেকে। এরা হবে অল্প বয়সী এবং অল্প শিক্ষিত বা মূর্খ। তবে এদের কথা হবে খুব মিষ্ট, নামাজ ও রোজা হবে খুব চমৎকার যা দেখে অনেক পরহেজগারও এদেরকে বুজুর্গ বলে মনে করবে। এদের কুরআন তেলাওয়াত হবে খুব মধুর। তবে এসব কিছুই এদেরকে সত্যিকারের মুসলমান বানাবে বা। কেননা, অন্য একটি হাদিসে এসেছে এরা মূর্তিপূজারিদের ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। এরা ইসলাম থেকে এমন ভাবে বের হয়ে যাবে যে, কোনও কালেই এরা আর ইসলামে ফিরে আসবে না। এরা মুশরিক ও কাফেরদের জন্য অবতীর্ণ আয়াত মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মুসলমানদের হত্যা করবে। কোনও

কোনও হাদিসে তার বংশধর এবং কোনও কোনও হাদিসে তার সাথী উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা বর্তমান বিশ্বে যাদেরকে ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ ছড়াতে দেখি তাদের সাথে হাদিসে বর্ণিত নমুনাসমূহ মিলে যায়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময় থেকেই এ দলটি বিভিন্ন উছিলায় জাকাত দানে অস্বীকৃতি জানাতে থাকে। কোথাও আবার তারা ভণ্ড নবুয়তের দাবি করে বসে। হযরত আবু বকর রাঃ খুব শক্ত হাতে এদের দমন করেন। হযরত উমর রাঃ এর সময় এ দলটি তেমন কোন সুযোগ করে উঠতে পারেনি তাঁর কঠোরতার কারণে। কিন্তু হযরত উসমান রাঃ এর কোমলতার সুযোগ নিয়ে এই দলটি তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এতই বাড়াতে থাকে যে শেষ পর্যন্ত তারা খলিফাকে শহীদ করে ছাড়ে। আর মুসলমানদের মধ্যে এমন ফেতনা সৃষ্টি করে যার ফলে মুসলিম সমাজ চিরতরে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। শিয়া ও সুন্নী।

বর্তমান যুগের খারেজী

উপরে যেমন উল্লেখ করেছি, অসংখ্য হাদিসে খারিজের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তাদের স্বভাব এবং কর্মকাণ্ডের কথা আলোচিত হয়েছে। তারা কোন স্থান থেকে কীভাবে আবির্ভূত হবে তাও কিছু কিছু হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। তাদের জ্ঞান, তাদের বাহ্যিক তাক্বওয়া এবং মিষ্টি স্বভাব সবিস্তারে হাদিসে আলোচিত হয়েছে। তাদের মূল কারা হবে এবং তারা কোন স্থান থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু করবে তাও বিস্তারিত এবং সুস্পষ্ট ভাবে অনেক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। সমস্ত হাদিস আমি এখানে উল্লেখ করে আমার লেখা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। ওইসব হাদিসের কিছু উপরে উল্লেখ করেছি। হাদিসে বর্ণিত খারেজীদের স্বভাব এবং পরিচয়ের সাথে হুবহু মিলে যায় এমন দলগুলোই হলো বর্তমান বিশ্বের

ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাসে লিপ্ত রয়েছে তারা। আরবে এরা নব্য সালাফী, ওহাবী, লা-মাজহাবী। ভারতবর্ষে এরা আহলে হাদিস, জামাতী। কোথাও এরা আল-কায়েদা, আল-শাবাব, বোকো হারাম, তালিবান, তাকফিরি গোষ্ঠী। আর এখন এদের নতুন নাম হল ইসলামী খেলাফত তথা আইএস। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর শিকড় এক জায়গায়। বাংলাদেশে তাদের বিভিন্ন অংগসংগঠন রয়েছে যেমন জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ, আনসারুল্লাহ বাহিনী ইত্যাদি।

তাদের ব্যাপারে নবীজি ﷺ এর ভবিষ্যৎবাণী/তাদের চেনার উপায়ঃ তারা অল্প বয়স্ক এবং নির্বোধ হবে

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক এবং নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে হত্যা করবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে প্রতিদান রয়েছে। {সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-২৩২৮}

হযরত আবূ সালামা ও আতা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তারা আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ এর কাছে এলেন। তারা তাকে "হারুরিয়্যাহ" সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি নবীজী ﷺ থেকে এদের সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হারূরিয়্যাহ কি তা আমি জানি না। তবে নবীজী ﷺ কে বলতে শুনেছি তারা এ উম্মতের মধ্যে বের হবে। তার থেকে সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে কথাটি বলেননি। যাদের নামাযের তুলনায় তোমরা তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে বটে কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন

থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তীর নিক্ষেপকারী তীরের প্রতি, তার অগ্রভাগের প্রতি, তীরের মুখে বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করে, তীরের ছিলার বেলায়ও সন্দেহ হয় যে, তাতে কিছু রক্ত লেগে রইল কি না? {সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৩২২}

পূর্বাঞ্চল এবং মাথা মুণ্ডন

আরও পরিষ্কার করে নবীজি ﷺ তাদের উৎপত্তির স্থল মদিনার মসজিদে নববীর মিম্বর থেকে পূর্ব দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। মদিনা থেকে সোজা পূর্ব দিকে সৌদি আরবের রিয়াদ যার পূর্ব নাম নজদ। এখান থেকেই শয়তানের শিং বের হবে বলে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। আর অনেক ইসলামিক স্কলার সেই শয়তানের শিং হিসেবে বিন আব্দুল ওহাবকে চিহ্নিত করেছেন। মদিনা থেকে পূর্ব দিক ভারতবর্ষও রয়েছে। এখান থেকেও তাদের কিছু উপদল বের হবে বলে ইংগিত রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন এরা মাথা মুণ্ডন করবে। আমরা নব্য খারেজীদের মাঝে এ মাথা মুণ্ডন করার রীতিও দেখতে পাই।

অন্য একটি হাদিস আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত। নবীজী ﷺ বলেছেন, পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তাদের এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত ধনুকের ছিলায় না আসে। বলা হল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, তাদের আলামত হল মাথা মুণ্ডন। {সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-৭১২৩}

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে আরো একটি হাদিস বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে মতভেদ হবে। যাদের মাঝে একদলের ভাষা হবে মিষ্ট। কিন্তু কাজ হবে জঘন্য। তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম

করবে না। তারা দ্বীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত ধনুকের ছিলায় না আসে। যারা তাদের হত্যা করবে তাদের সাধুবাদ। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহবান করবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। যারা তাদের হত্যা করবে তারা তাদের থেকে উত্তম হবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের নিদর্শন কী? তিনি বললেন, ন্যাড়া মাথা। {সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৬৭}

তারা নিজেরাই হবে প্রকৃত শিরককারী

ইবনে ইয়ালা (রা) হযরত হুজাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আমি তোমাদের মধ্য থেকে এমন মানুষের আশংকা করি, যে এত বেশি বেশি কুরআন পড়বে যে তার চেহারা উজ্জ্বল হবে আর ইসলামকে সে নিজের করে নিবে। আল্লাহ্ যতক্ষন চান এরকম থাকবে। তারপর আল্লাহ্ তার থেকে তা উঠিয়ে নেবেন যখন সে কুরআনকে পাশে রেখে দেবে আর তলোয়ার নিয়ে তার প্রতিবেশীকে শিরকের অভিযোগে আক্রমণ করতে যাবে।' নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল তাদের দুজনের মধ্যে কে শিরকের দোষে দুষ্ট? তিনি বললেন, 'অভিযোগকারী'।

আলবানি এই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, তাহকিক নাসির আলবানি, ভলিউম ০০১, হাদিস নং ৮১ [সিলসিলাত আল-আহাদিস আল-সাহিহাহ আলবানি ভলিউম ০০৭ এ, পৃষ্ঠা ৬০৫ হাদিস নং ৩২০১] সহীহ ইবনে হিব্বান, ১ খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা। উপরের সহীহ হাদিসটির আলোকে জামাতি, লা-মাজহাবী, আহলে হাদিস, ওহাবীরা নিজেরাই শিরক আর বিদাতে পতিত। তারা তাদের মতে বাংলাদেশে যারাই পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে 'আমার সোনার বাংলা গাইবে', তারাই মুশরিক, যারাই শহীদ

মিনারে ফুল দেবে, তারাই মুশরিক। যারা একুশে ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর উৎযাপন করবে তারাই শিরক করবে। বাংলাদেশে এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা নিজ দেশের ঐতিহ্য আর সম্মানে উপরের কাজগুলো করে না। অন্য আরেকটি হাদিস অনুসারে কেউ অন্য একজনকে কাফের বা মুশরিক বললে, সে ব্যক্তি কাফের বা মুশরিক না হলে সে নিজেই কাফের বা মুশরিক হয়ে যাবে।

হাদিসে বর্ণিত খারেজী সম্প্রদায়ের সাথে বর্তমান কালের ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ ও জংগীবাদে লিপ্তদের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তারা তুলনামূলক অল্পবয়স্ক এবং নির্বোধ। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান কিছু বাংলা কিতাবেই সীমাবদ্ধ। কাজেই তাদের সুন্দর আর মিষ্টি কথা থেকে সাবধান। মিষ্টি কথার আড়ালে রয়েছে ঈমানহরণের উপকরণ। সাধারণ মুসলমানগণ না বুঝে খুব সহজেই তাদের পাতা ফাঁদে পা দেয়। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসে তারা জড়িয়ে পড়ছে। তারা মনে করছে তারা ইসলামের মহান সেবা করছে। তাদের মগজ এমনভাবেই ধোলাই করা হয় যে তারা সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারেনা। নিজেকে সঁপে দেয় নিকৃষ্টতম গহ্বরে। চেয়ে দেখুন এই তাকফিরি গোষ্ঠী পবিত্র কালেমাকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা কেবল তাউহিদে বিশ্বাস করে। রেসালাত তাদের কাছে কিছুই না।

আসুন তাদেরকে প্রতিহত করি এবং তাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা থেকে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা ও আমল রক্ষা করি।

সুন্নীয়তের কান্ডারী শহীদ ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]

নূরে জান্নাত নাছরিন

শহীদ ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] এক জলন্ত
প্রদীপ শিখার নাম,
যে প্রদীপের আলোয়
আলোকিত হয়েছে সুন্নীয়তের মান।

প্রদীপটা ছিল সদা প্রজ্জ্বলিত
আলো নিভেনি কভু
ক্ষোভের বশে যারা নিভেয়েছে আলো
আরজি আমার তবে বিচার কর হে! প্রভু।

ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] নামের প্রদীপের আলোয়
পথ দেখেছে হাজারও বিপথগামী।
এমন প্রদীপ শিখা নিভালো যারা
ধ্বংস কর তাদের হে অন্তর্যামী!

ফারুকীর রক্তের স্রোতে কেঁদেছিল সেদিন
আকাশ-বাতাস, আসমান ও জমীন।
আরো কেঁদেছে ভক্ত-আশেক
পশু-পাখি হয়েছিল মলিন।

সত্য অনুসন্ধানে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
মিথ্যার বিনাশে জোর প্রচেষ্টা,
হক্বের কথা বলে দিয়েছেন প্রাণ

শহীদের মানে হয়েছেন ইতিহাসের দ্রষ্টা।

যারা ভেবেছিল ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] নাম মুছে দিয়ে
বন্ধ করবে সত্য-সাম্যবাণী,
তারা ও আজ হচ্ছে লাঞ্ছিত
প্রতিনিয়ত হচ্ছে তাদের মানহানি।

হে শহীদ ফারুকী! আজ আপনি নেই
আছে আপনার কাফেলা আদর্শ-নীতি,
আপনার আদর্শকে বুকে ধারণ করে
সত্য-ন্যায়ের পথে লড়ে নেইকো ভয়-ভীতি।

আছে লক্ষ-কোটি ভক্ত আশেক
তীর্থের কাকের মত আশায় বুক বাঁধে,
একদিন হবে হিংস্র জালিমদের বিচার
আপনার শোকে জর্জরিত দু'চোখ মোদের কাঁদে।

বিধাতা তুমি কর মুনাফেকদের বিচার
পতন কর ভন্ড মুরতাদ ইসলাম বিদ্বেষকারী,
জান্নাতের সর্বোচ্চ মকাম দান কর
শহীদ ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] কে
তিনি যে সুন্নীয়তের কান্ডারী।

'ফারুকী কাব্য'

এক: দশ ফারুকী চাই

আবছার তৈয়বী

ফারুকী তুমি কোথায় আছো
তোমায় মনে পড়ে,
তোমায় আমি দেখছি না তো
চারটি বছর ধরে।
কোন পূরীতে আবাস তোমার
কোথায় তুমি থাকো?
চোখের আড়াল হয়ে তুমি
আমায় কেন ডাকো?

আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে
তোমায় আমি চাই,
মনের মাঝে তোমার ছবি
দেখতে যেন পাই।
বলতে তুমি রাসূল (দ.) প্রেমের
মিষ্টি-মধুর কথা,
কথা তোমার শুনছি না তো
বাড়ছে মনের ব্যথা।

সেই ব্যথাটা যাচ্ছে না তো
ওষুধ-দাওয়াই খেলে,
তোমার ছবি দেখলে তবে
শান্তি মনে মেলে।

বাতিলগুলো হাসছে দেখো
করছে কানাকানি,
ওদের হাসি রুখতে পারে
মোর ফারুকী- জানি।

এক ফারুকী লোকান্তরে
দশ ফারুকী চাই,
তবেই আমার অবুঝ দিলে
শান্তি পাবো ভাই।

তারিখ: ১৭ আগস্ট, ২০১৮ খৃ.
আবুধবি, ইউ.এ.ই।

দুই: রাসূল প্রেমের মাঝি

আবছার তৈয়বী

তোমরা কেহ বলতে পারো
ফারুকী কোথা আছে?
আমি ওভাই চাই যে যেতে
মোর ফারুকীর কাছে।
কণ্ঠে তাঁহার যাদু আছে
দীলে আছে প্রেম,
সে তো আমার প্রিয় মানুষ
মনের আসল শ্যাম।

শহর গ্রামে বন- বাঁদাড়ে
তারে আমি খুঁজি,
সে তো আমার প্রেমের মাঝি
রাসূল (দ.) প্রেমের পুঁজি।
দেখলে তাঁরে আমার কথা
বলবে কানে কানে,
তাঁর বিহনে মনটা কাঁদে
আল্লাহ্-রাসূল (দ.) জানে।

সে তো আমার নিঠুর দোসর
একলা চলে গেলো,
তাঁকে মেরে ঘাতকরা ভাই
কী-বা এমন পেলো?
লাখ ফারুকী জন্ম নেবে
এক ফারুকীর খুনে,
রাসূল (দ.) প্রেমের জমিনটাতে
বীজটি দিলেন বুনে।

তারিখ: ১৮ আগস্ট, ২০১৮ খৃ.
আবুধাবি, ইউ.এ.ই।

তিন: ঘাতকের প্রতি অভিশাপ

আবছার তৈয়বী

মানুষ মেরে ক্যামনে তুমি
ধর্ম কায়েম করো?
ধর্ম তো নয়- কর্ম তোমার
মস্ত গুনাহ্- বড়ো।
ঘাতক তুমি পাতক হলে
ফারুকী খুনের দায়ে,
ওরে পাষাণ! ক্যামনে তোমায়
জন্ম দিল মায়ে।

কেমনে তুমি উঠলে বেড়ে
কাটলে শৈশব কাল?
ফারুকীরে খুন করিয়া
মিটালে মনের ঝাল?
কোন্ সে গুরু করল ধোয়া
মাথার সকল ঘিলু?
কার কথাতে করলি এ কাজ
ওরে পাষাণ দিলু।

খারেজীরই বংশ তুমি
তুমি এজিদ সেনা,
দয়াল নবীর দীনটা জানো
রক্ত দিয়ে কেনা।
খোদার গজব আসবে ধেয়ে
পারলে ঠেকাও দেখি,
তোমরা সকল কপট ভবে
সকল কিছুই মেকি।

তোমরা যারা নাচের পুতুল
নাচতে কেবল থাকো,
খোদার লানত আসছে এবার
বাঁচবে কেহ নাকো।
এক ফারুকীর লহুর নহর
আজো আছে জারি,
শহীদ হবার আশায় আছে
লাখ ফারুকীর সারি।

সাগর সমান ঘৃণার থুথু
দিলাম অভিশাপ,
ভেবে দেখো কেমনে তোমার
মোচন হবে পাপ।

তারিখ: ১৯ আগস্ট, ২০১৮ খৃ.
আবুধাবি, ইউ.এ.ই।

চার: হোসাইনী সৈনিক

আবছার তৈয়বী

অপরূপ সাজে সাজলে যে তুমি
হোসাইনী সৈনিক,
তোমায় আমার মনে পড়ে হায়
ক্ষণে ক্ষণে দৈনিক।
ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে তুমি
যোদ্ধা হলে বেশ,
বাতিল সকল বিনাশ হলো যে
কাটলো না তার রেশ।

যোদ্ধা তো নয়- সিপাহসালার
সুন্নীয়তের তরে,
রূপ দেখে তব ভয়ে মরে ওই
বাতিল আপন ঘরে।
তাই তো ওরা যে শলা করে হীনে
ফন্দি আঁটে যে বেশ,
আপন ঘরেতে হাত-পা বেঁধে
করলো তোমায় শেষ।

কিন্তু ওরা জানে না তো হায়
তুমি যে নবীর (দ.) সেনা,
খুশবো তোমার ছড়িয়ে পড়েছে
যেন গো হাসনাহেনা।
সেই খুশবোতে মাতোয়ারা সব
হইল জাহান আজি,
তোমারই পথে জীবন দিতে যে
লাখো সেনা আজ রাজি।

তুমিই তাদের সিপাহসালার
তুমিই কমান্ডার,
ধরলে যে চেপে বাতিলরে সবে
করবে সারেন্ডার।
হাঁকো সবে আজ হায়দরী হাঁক,
বাহুতে আনো হে বল,
রিসালতেরই শ্লোগান ধরো হে
বিনাশে বাতিল ছল।

তারিখ: ২০ আগস্ট, ২০১৮ খৃ.
আবুধাবি, ইউ.এ.ই।

পাঁচ: সম্পর্ক

আবছার তৈয়বী

তুমি কারো ছিলে স্বামী
কারো তুমি পিতা,
বাংলাদেশের গর্ব তুমি
আম-জনতার মিতা।
কারো তুমি চাচা ছিলে
কারো তুমি নাতি,
তোমার কথা শুনে বাড়ে
গর্বে বুকের ছাতি।

কারো তুমি ছিলে দাদা
কারো ছিলে ভাই,
খুনী কবে পড়বে ধরা
জানতে আমি চাই।
কারো তুমি ভাসুর ছিলে
কারো ছিলে দেবর,
আজো আছি ঘুমের ঘোরে
রয়েছি বে-খবর।

কারো তুমি ভাগনে ছিলে
কারো ছিলে মামা,
তোমার খুনে লাল হয়ে যায়
সুন্নিয়তের জামা।
কারো তুমি জেঠা ছিলে
কারো যে ভাতিজা,
তোমার খুনে বুক ফেটে যায়
ছিঁড়ে যায় কলিজা।

তুমি আমার মাথার মুকুট
তুমি হৃদের আলো,
আত্মারই আত্মীয় তুমি
তোমায় বাসি ভালো।

তারিখ: ২৩ আগস্ট, ২০১৮ খৃ.
আবুধাবি, ইউ.এ.ই।

ছয়: মিষ্টি হাসি

আবছার তৈয়বী

ফারুকী তোমার মিষ্টি হাসি
যায় না কভু ভোলা,
তোমার তরে ভালোবাসা
হৃদে আছে তোলা।
যখন আমি কষ্টে থাকি
মুখটি তোমার দেখি,
প্রাণোচ্ছল হাসি তোমার
নয়তো মোটেও মেকি।

দুঃখ সকল যায় যে উড়ে
দেখলে তোমার হাসি,
মন ভোলানো হাসি তোমার
বড়ই ভালোবাসি।
এমন হাসি দেখি না তো
পাই না কোথাও খুঁজে,
সারা দেহে খুশির আমেজ
চোখটি যে যায় বুঁজে।

অমন হাসি শিখলে কোথায়
আমায় বলে যাও,
চুপি চুপি বললে তুমি
হাদীসে তে চাও।
হাদীস খুলে দেখি আমি
অবাক হয়ে যাই,
দ্বীনের নবী হাসতেন এমন
হাদীসে তে পাই।

আমার নবীর হাসি দেখে
জগত পাগলপারা,
দুঃখী জনের ফুটতো হাসি
কষ্টে ছিলো যারা।
সেই হাসিরই প্রতিচ্ছবি
দেখি তোমার মুখে,
কষ্টে ভরা জীবন আমার
যায় ভরে যায় সুখে।

তারিখ: ২৪ আগস্ট, ২০১৮ খৃ.
আবুধাবি, ইউ.এ.ই।

সাত: ঘাতকের নিষ্ঠুরতা

আবছার তৈয়বী

এক ফারুকী লুকিয়ে আছে
লাখ ফারুকীর হৃদে,
জেগে ওঠো তোমরা সবে
আছো যারা নিঁদে।
সুন্নীয়তের মাঠে তিনি
সাচ্ছা রণবীর,
বাতিল তরে নিশান করে
ছুঁড়তো সদা তীর।

সেই তীরেতে বাতিল সেনা
ঘায়েল হতো বেশ,
খোদাদ্রোহী নবীদ্রোহী
হয়নি তবু শেষ।
তাইতো তারা সন্ধি করে
ফন্দি-ফিকির আঁটে,
বাঁচতে চাইলে ফারুকীরে
পাঠাও মরণ ঘাটে।

যুক্তি করে পাঠায় তারা
কতেক এজিদ সেনা,
সালাফীদের গোলাম তারা
ইহুদীদের কেনা।
আসলো তারা ভদ্রবেশে
সেই ফারুকীর ঘরে,
দেখলো সবে অবাক হয়ে
ইবলিসী রূপ পরে।

কথার ছলে হঠাৎ করে
অস্ত্র করে তাক,
বন্ধ হলো চিরতরে
সেই ফারুকীর বাক।
শুইয়ে দিলো সবাই মিলে
ধরলো তাঁকে চেপে,
যুগের শিমর করলো জবাই
উঠলো না দিল কেঁপে।

খুনিরা সব বেরিয়ে গেলো
হলো নিরুদ্দেশ,
জঙ্গিবাদের প্রসার হলো
উঠলো কেঁপে দেশ।

তারিখ: ২৫ আগস্ট, ২০১৮ খৃ.
আবুধাবি, ইউ.এ.ই.।

আট: কাঁদো মানবতা কাঁদো

আবছার তৈয়বী

কাঁদো মানবতা ফের একবার
কাঁদো হৃদে আজ তুমি,
খঞ্জর হাতে এসেছে সীমার
করিতে নাপাক ভুমি।
মেহমান বেশে আসিল ক'জন
নাপাক এজিদ সেনা,
দীনটা মোদের এমনি আসেনি
রক্ত দিয়ে যে কেনা।

ফারুকীর ঘরে ঢুকিয়া তাহারা
আলাপ জুড়িল বেশ,
ফারুকীর মাথায় অস্ত্র ধরিল
করিতে তাঁহারে শেষ।
হুসাইনী তেজে বলিল ফারুকী
কী দোষ আমার ভাই?
আমার খুনের পিয়াসী কেন
জানিতে আমি যে চাই।

বলিল তাহারা কর্কশ ভাষায়-
তুমি বেদাতীর ছাঁই,
মাজার পূঁজার কারণে তোমায়
জবাই করিতে চাই।
ফারুকী বলিল বেদীন ওরে!
বলি তোমাদের শোনো,
দ্বীনের যাঁহারা পতাকাবাহী
তাহাদের পথ গোনো।

বাতিল মতবাদ ছেড়ে দাও আজ
রাসূল (দ.) প্রেমে মজো,
আল্লাহ্‌কে ভয় করো হে পাষাণ!
হও নতজানু- ঋজু।
এজিদ সন্তান শুনিল না কথা
গলায় ধরিল ছুরি,
কারবালা রূপ হতে চলেছে
দুনিয়া দেখুক ঘুরি।

নব্য সীমার চড়িয়া বসিল
হোসাইনী সেনার বুকে,
কাঁদিল আকাশ কাঁদিল বাতাস
কাঁদিল তাঁহার দুঃখে।
সেই ছুরি দিয়া পাষান হৃদয়
করিল তাঁহারে জবাই,
জ্বীন-পরী কাঁদে, কাঁদে ফেরশতা
কাঁদে মানবতা- সবাই।

হায় হায় রব করে আজি সব
এ কেমন অবিচার,
কোন অপরাধে পাষান জনের

ফারুকী আজ শিকার।
ফারুকী ছিল না মাজার পূঁজারী
ছিল না বেদাতী কভু,
সুন্নাতে ভরা অবয়ব তাহার
ছাড়িল না তাঁরে তবুও।

তোমরা যাহা বেদাত বলো
দীনের তাহা মূল,
নবীপ্রেম ছাড়া হয় নাকো মুমিন
সকলি তোদের ভুল।
ফারুকীর দীলে নবীপ্রেম ছিল
ছিলো অন্তর জুড়ে,
তাই বলে কি পাঠালে তাঁহারে
সেই সে অচিনপূরে?

দীনের রাজা কোরবান হলো
সেই সে কারবালায়,
সেই পথের এক সেনা হলো
আজ কোরবান এ বাংলায়।
তাই কাঁদো আজ অঝোর নয়নে
ঝড়ুক অশ্রুধারা,
তোমরা সকলে রাসূল (দ.) প্রেমে
হও রে পাগলপারা।

বাংলার আকাশ জল ঢালো আজ
সব নদী যাক ভরে,
সব চোখে জল ভরিয়া উঠুক
ফারুকী তোমায় স্মরে।

তারিখ: ২৭ আগস্ট, ২০১৮ খৃ.
আবুধাবি, ইউ.এ.ই।

শহীদ ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]

এম আর সাইমুন

শহীদ ফারুকী তোমায় যে মনে পড়ে বারে বার,
সুন্নীয়ত জাগরণে তোমার ছিল কত কারবার।
সত্যের পথে ছিলে তুমি অবিরাম পথিক,
নবীপ্রেমের গড়লে ইতিহাস, উড়ালে সুন্নীয়তের প্রতীক।

তোমার হুংকারে কেঁপে উঠতো বাতিলের প্রাচীর,
তোমার কথা কি বলিব তুমি ছিলে অকুতোভয় বীর।
জালিমের বিরুদ্ধে তুমি ছিলে বরাবরই অগ্নীকুন্ড,
তাদের কত অসৎ চক্রান্ত তুমি করেছিলে লন্ড-ভন্ড।

তাইতো তুমি শহীদ হলে সুন্নীয়তের তরে,
শত্রুর তলোয়ার রঞ্জিত হল তোমার রক্তের ঝড়ে।
জীবনের পরোয়া করোনি তুমি, ব্যাকুল নবীর প্রেমে,
তোমার আত্মত্যাগের কথা এ জাতি ভুলবে কেমনে?

তোমার রক্তের বিনিময়ে জাগ্রত হলো আবার সুন্নীয়ত,
সত্য বেশিদিন লুকায়িত থাকবে না সবাই জানবে হাকীক্বত।
হায়! হায়! করে সুন্নী জনতা তোমায় হারিয়ে আজ,
তুমি ছিলে সত্যদিশারী সবার মাথার তাজ।

রক্তপিপাসু জালিম তারা বুঝেনি তোমার কদর,
তুমি মরোনি, প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে হয়ে আছ অমর।
সুন্নী জনতা মোরা আজ স্বর্ণাক্ষরে যার নাম আঁকি,
তিনি হলেন, শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী।

যুগে যুগে শহীদ হলো ইসলামী বীর যত,
তারা আজীবন ফুটে থাকবে মোদের
হৃদয় আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো।

আসুন! ফারুকীর চেতনায় দ্বীন বুঝি

আবছার তৈয়বী

[গীতিকার, কবি, প্রাবন্ধিক এবং লেখক আবছার তৈয়বী লেখালেখির সাথে জড়িত সেই ছাত্রবেলা থেকেই। আঞ্জুমানের মুখপাত্র মাসিক তরজুমানে নিয়মিত লেখার পাশাপাশি চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত দৈনিক আজাদীতে প্রায় ১৫ বছর লাগাতার ধর্মীয় কলাম লেখাসহ বেশ কিছু জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখে সুন্নি জনতার প্রিয়পাত্র হয়ে আছেন আবছার তৈয়বী। এর মধ্যে আছে ঢাকার জাতীয় দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠা প্রথম কলামে ধর্মীয় লেখা এবং দৈনিক মিল্লাতে 'ইতিহাসে এইদিন' শিরোনামে প্রতিদিন উপসম্পাদকীয় পাতায় লেখা। তাছাড়া জাতীয় দৈনিক ইনকিলাব, সমকাল, যুগান্তর, ইত্তেফাক ও আজকের কাগজেও বিভিন্ন সময়ে আর্টিক্যাল লিখেছেন তিনি। জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসার কৃতি এই শিক্ষার্থী বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাস করছেন এবং আরব আমিরাতের প্রবাসী সাংবাদিক সমিতি (প্রসাস)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাছাড়া মাসিক আল মুবিন'র সম্পাদক, মাসিক জীবনবাতির সহ-সম্পাদক ও চট্টগ্রাম থেকে মাসিক আলোড়ন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লেখালেখির পাশাপাশি রাসূলপ্রেমে সিক্ত আশেকদের নিয়ে মাঝেমাঝেই পবিত্র উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন এবং প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারত সহ বিভিন্ন ইসলামিক নিদর্শনসমূহ জিয়ারত করে থাকেন। জিয়ারতের উপর দলিল ভিত্তিক প্রমান্য ভিডিওর মাধ্যমে বাতিলদের জিয়ারত বিরোধী প্রোপাগান্ডার জবাব দিয়ে আসছেন তিনি।]

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ও আচরিত অন্য ধর্মগুলোর মতো 'ইসলাম' নিছক কোন 'ধর্ম' নয়, ইসলাম একটি 'দ্বীন'- সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। 'কমপ্লিট কোড অব লাইফ'। যেখানে জীবন আছে- সেখানে 'ইসলাম' আছে। জীবনের যতোগুলি সমস্যা আছে, সবগুলোর সুষ্ঠু, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানও ইসলামে আছে। এমনকি জীবনের আগেও ইসলাম আছে, জীবনের পরেও 'ইসলাম' আছে। কোন কিছুরই কমতি নেই ইসলামে। কমতি আমাদের চিন্তায়, কমতি আমাদের আচরণে। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই ইসলামে রয়েছে। একজন মানুষের বেডরুম থেকে শুরু করে ফসলের মাঠে, পুকুরের ঘাটে, বিদ্যালয়ের আঙিনায়, মসজিদের বারান্দায়, ব্যবসার দ্রব্যে, হাঁটের থলিতে, বাজারের গলিতে,গ্রামের পথে, শহরের সড়কে, গাছের ছায়ায়, চাঁদের মায়ায়, সুর্যের তাপে, উনুনের ভাঁপে, বাবার বুকে, মায়ের দুধে, মায়ের পদতলে, প্রিয়ার আলিঙ্গনে, অর্ধাঙ্গীনির সাথে সংগোপনে, ভায়ের আশায়, বোনের ভরসায়, সন্তানের প্রতিপালনে, মা-বাবার সেবায়, মালিকের পূঁজিতে, শ্রমিকের ঘামে, মজুরের দামে, দুস্থের সেবায়, মানুষের ভালবাসায়, প্রতিটি মানুষের পোষাকে ও আচার-ব্যবহারে, জীবনের শুরুতে, জীবন সায়াহ্নে, শিক্ষকের শিক্ষায়, ছাত্রের অধ্যয়নে, নেতার রাজনীতিতে, সেনানিবাসের ছাউনিতে, যুদ্ধের ময়দানে, অফিসের ফাইলে, জমিনের আইলে, কৃষকের কোদালে, চাষীর চাষে, বছরের প্রতিটি মাসে, দিনের প্রতি ঘন্টায়, পাষাণ মানুষের মনটায়, ঊষার আলোতে, সাঁঝের অন্ধকারে, নদীর বাঁকে, মৌমাছির চাকে, খালের স্রোতে, সাগরের উর্মীমালায়, পাখির কলতানে, পশুর ডাকে, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি কল-কব্জায়, কবরে, হাশরে, ফুলসিরাতে ইসলাম আলো ছড়ায়। কোথায় নেই 'ইসলাম'? বলুন- কোথায় নেই??? ফকিরের ঝুলিতে, দাতার থলিতে, রাষ্ট্রের চাবুকে, জ্ঞানীর কলমে, বুদ্ধিজীবির মেধায় ইসলাম দ্যুতি ছড়াতে পারে। আমরা মানবিকতা, প্রেম-ভালোবাসা, উদারতা, পরমত-সহিষ্ণুতা ইত্যাদির মাধ্যমে সে

ইসলামকে চর্চা করতে পারি, অনুসরণ করতে পারি, প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

আপনি কীভাবে খাবেন, কীভাবে শোবেন, কীভাবে স্ত্রী সহবাস করবেন, কীভাবে মল-মূত্র ত্যাগ করবেন- জীবনের এসব খুঁটিনাটি বিষয় যদি ইসলাম বলতে পারে- তো সেই ইসলাম 'রাজনীতি'র মতো বৃহত্তর পর্যায়ে 'অচল পয়সা' হবে কেন? আমরা গণতন্ত্রের জন্য ম্যাকিয়াভেলি বা জর্জ ওয়াশিংটনের মুখাপেক্ষী না হয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। সমাজতন্ত্রের জন্য মাও সে তুং বা কার্ল মার্কসের অনুসরণ না করে হযরত আবু যর গিফারীর (রা.) জীবনটা অধ্যয়ন করতে পারি। ধর্ম-নিরপেক্ষতার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুকে বাদ দিয়ে মদীনার সনদের আলোকে প্রতিষ্ঠিত সেই কল্যাণ রাষ্ট্রের অনুসরণ করতে পারি। জাতীয়তাবাদের জন্য যদি বেশি লালায়িত হই- তো হিজরতে নবুবী ও আল্লামা ইকবালের কথাগুলো অনুধাবন করতে পারি। পৃথিবীর অন্য কারো কিছুর আমাদের দরকার নেই; বরং পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা, যিনি এই রঙিন পৃথিবীটা নিজ কুদরতি হাতে সাজিয়েছেন, যিনি আমার আপনার খালিক-মালিক, তিনিই তো বলে দিয়েছেন- 'ইন্নাদ্ দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম'। আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই ইসলামের অনুসরণ করতে পারি। হেফাজতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম বা জামাতে ইসলামের অনুসরণ করার দরকার কী?

আপনি অধিকার নিয়ে চিল্লাচিল্লি করেন- কোন অধিকারের কথা বলবেন? আরে ভাই! কার অধিকার নিশ্চিত করেনি ইসলাম- সেইটা আগে বলেন! মানুষের অধিকার, শিশুর অধিকার, নারীর অধিকার, মা-বাবার অধিকার, সন্তানের অধিকার, ছাত্র-ছাত্রীর অধিকার, শিক্ষকের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, মালিকের অধিকার, কর্মীর অধিকার, নেতার অধিকার, জনগণের অধিকার, রাষ্ট্রের অধিকার, অমুসলিমদের অধিকার, এক

মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের অধিকার, এমনকি পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের অধিকার যিনি নিশ্চিত করেছেন- তিনি 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়াসাল্লাম। আমার আপনার খালিক-মালিক আল্লাহ্‌র রাব্বুল আলামীনের মনোনীত, গ্যারান্টিযুক্ত, বিশ্ব-প্রশংসিত সেই নিষ্কলুষ আদর্শ বাদ দিয়ে আর কার আদর্শ অনুসরণ করতে বলেন- আপনি? কোন গণতন্ত্র, কোন সমাজতন্ত্র, কোন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, কোন জাতীয়তাবাদ 'দ্বীন আল ইসলাম' এর মোকাবিলা করতে পারে? দেখি- দেখান তো! পারবেন না! হ্যাঁ, আপনি পারবেন না। আমার কোন আচরণের জন্য আমার দ্বীনকে আপনি গালি দিতে পারেন না, কটাক্ষ করতে পারেন না, হেয় করতে পারেন না, ছোট করতে পারেন না। কারণ আপনার সে 'অধিকার'টা নেই- মশায়!

এ ক্ষেত্রে প্রকৃত 'দ্বীন' বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের 'আলেম সমাজ' হতে পারে একটি বড়ো অবলম্বন। কিন্তু যাবেন কোথায়? ভেজাল ওখানেও আছে। শুধু ভেজাল নয়, বরং ভেজাল কতো প্রকার ও কী কী তার বাস্তব উদাহরণ যদি দেখতে চান- তো আলেমের শরণাপন্ন হতে পারেন। জানি- ধানের সাথে যেমন চিটা থাকে, আলেমদের মাঝেও চিটা আছে। বরং অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি- আলেম সমাজে ধান একটু কম, চিটাটা একটু বেশিই। এই চিটা দেখে সমাজের আঁতেল টাইপের মানুষগুলো, বুদ্ধিজীবি কিসিমের মানুষগুলো পুরো ইসলামকেই খন্ডিত চর্চার জন্য লোকদের উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আরে বাবা! তুমি 'শয়তানী তেলেসমাতি' যাদুঘরের দক্ষিণ দুয়ারে যেতে চাও তো যাও, অন্য দশ জনকে কেন আহ্বান করো? তোমার আদৃত গণতন্ত্রের ভীবৎস রূপ, তোমার কাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্রের ফাঁকাবুলি, তোমার আচরিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের নাস্তিকতা ও অমানবিকতা, তোমার আহলাদিত জাতীয়তাবাদের বেহায়াপনা ও সংকীর্ণতা- আমরা কি দেখিনি? যত দোষ ওই নন্দঘোষের মতো ধর্মীয় রাজনীতির ওপর উগড়ে দাও কেন?

কোন আলেমের পান থেকে চুন খসলেই 'হাম্বা রব' করার মানে কী? হাদীসেই তো বলা আছে- 'খায়রুল খিয়ারি খিয়ারুল উলামা/ শাররুশ শারারি শারারুল উলামা। ' প্রকৃত আলেম যারা- তাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর ওলামায়ে ছু' যারা- তারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম প্রাণী। এ ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য হলো- আক্বীদা।

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' ছাড়া (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এবং খোদ মুজতাহিদগণ ছাড়া) অন্য আক্বীদার অনুসারী আলেমরা এক কথায় 'ওলামায়ে ছু'। (ওহাবী, খারেজী, মওদূদী, সালাফী, লা মাযহাবী, শিয়া ও কাদিয়ানীপন্থী আলেমগণ) পৃথিবীতে যতো ধর্মীয় ফ্যাসাদ হয়েছে- ওই নিকৃষ্ট জীবগুলো এতে ইন্ধন দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে, মন্ত্রণা দিয়েছে। পক্ষান্তরে সুন্নী আলেমদের মাঝেও মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। সেটা যদি দ্বীনের জন্য এবং দ্বীনের খাতিরে হয়, তাহলে তা বিশ্ববাসীর জন্য 'আশীর্বাদ'। কারণ- 'ইখতিলাফুল উলামায়ি রাহমাতুন'। যেমন- মাযহাবগুলোর মতপার্থক্য। আর যদি চারিত্রিক ত্রুটির কারণে হয়, তাহলে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। যেমন বিন আব্দুল ওহাব নজদী, কাদিয়ানী, মউদুদি। এক্ষেত্রে একজন 'কামিল মুর্শিদ'ই পারে- মানুষের স্বভাব-চরিত্র বদলে দিতে। কিন্তু যততত্র ব্যাঙের ছাতার মতো যে হারে 'পীর ও মাজার' গজিয়ে ওঠছে- সাধারণ সরলমনা মুসলমানরা প্রতিনিয়ত ধোঁকা খাচ্ছে।

তাছাড়া কিছু ব্যাপার আছে- যেটা 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা'র মাধ্যমেই বদলাতে পারে। এক্ষেত্রে 'পীরের দোয়া' আর 'হজুরের পানি পড়া' কাজে আসে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলমানকে সবকিছু বুঝে-শুনে নিজ দায়িত্বে চলতে হবে। আমাদের হয়েছে কী- আমরা দুনিয়ার অন্য সব বিষয়ে 'পাক্কা ষোলআনা' বুঝি। ভেজালের সয়লাবে 'আসল' জিনিসটি খুঁজে নিতে চেষ্টা করি। কিন্তু 'দ্বীন' বুঝার ক্ষেত্রে সবকিছু 'মোল্লা'র ওপর

ছেড়ে দেই এবং এতে করে সমাজে 'মোল্লাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়; 'দ্বীন' নয়।

আর ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণ 'দ্বীন', সেহেতু ইসলামে সবকিছুই আছে। একজন প্রকৃত মুসলমান- নামায, রোজা তথা ইবাদাতের জন্য ইসলামের অনুবর্তী এবং সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির তথা মোয়ামেলাতের জন্য বিজাতীয় চিন্তাধারা ও ভিন ধর্মের অনুবর্তী হতে পারে না। প্রকৃত কোন মুসলমান, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, নাস্তিক্যবাদী ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষী সমাজতন্ত্রের অনুসারী হতে পারে না। ইসলামকে বুঝতে হলে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়াসাল্লাম- এর আদর্শে, তাঁর পূত-পবিত্র পরিজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ ও প্রেম বুকে ধারণ করে, সাহাবায়ে কেরামদের মুহাব্বত ও জীবনাদর্শের আলোকে চলতে হবে। যাঁরা এই তিন কষ্টিপাথরে পরিক্ষিত ও উত্তীর্ণ- বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। আর যাঁরা এই তিন কষ্টিপাথরে টিকবে না, সে যতো বড় জুব্বাধারী ও গদীধারী হোক, কিংবা ঝটাধারী, পেটমোটা ও বুদ্ধিজীবি হোক না কেন- তাঁদেরকে 'ডাস্টবিনে' ছুঁড়ে ফেলতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ওরা এই 'সমাজের ভাইরাস'। আর এই 'ভাইরাস' থেকে নিজে যেমন বাঁচতে হবে; ঠিক তেমনি সমাজের আর দশ জনকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। সুন্নী নামধারী দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী ও কতুববাগী আর পীর নামধারী বিড়ি বাবা, ছালা বাবা, লেংটা বাবা ইত্যাদি 'জারজ' বাবাসমূহকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। মনে রাখতে হবে- ওরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের 'প্রধান শত্রু'। তাদের কারণে ওহাবী, খারেজী, মওদূদী, সালাফী, লা-মাযহাবী, শিয়া ও কাদিয়ানীপন্থীরা প্রতিনিয়ত সুন্নীদের কটাক্ষ ও বদনামী করার সুযোগ পায়।

এ জন্য মনে রাখতে হবে যে, আমলের ক্ষেত্রে শত চেষ্টা করেও কেউ-ই 'আহলে বায়তে রাসূল' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া

সাহবিহী ওয়াসাল্লাম) ও 'আসহাবে রাসূল' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়াসাল্লাম) এর সমকক্ষ হতে পারবে না। কিন্তু আক্বীদার ক্ষেত্রে তাঁদের আক্বীদা থেকে একচুলও এদিক-ওদিক হতে পারবে না। বিষয়টি যে যতো তাড়াতাড়ি বুঝবেন, সে ততোই কামিয়াবীর পথে এগিয়ে যাবেন।

এ ক্ষেত্রে শহীদে মিল্লাত আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের প্রেরণার উৎস হতে পারে। 'দ্বীন' বুঝতে হলে তাঁর ও তাঁর পূর্বসূরী ইমাম শেরেবাংলা (রহ.) সহ আল্লাহ্‌র প্রকৃত ওলীদের চেতনায় বুঝতে হবে বলে আমি মনে করি। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ও প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়াসাল্লাম আমাদের সহায় হোন। আমীন।

তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০১৮ খৃ.

শহীদ ফারুকী হত্যার বিচারে চাই সরকারের আন্তরিকতা

এম সাইফুল ইসলাম নেজামী

[ছাত্রসেনার মুখপাত্র "মাসিক ছাত্রবার্তা"র সম্পাদক এম সাইফুল ইসলাম নেজামী। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত নেজামী বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতির দায়িত্বে আছেন। পাশাপাশি গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, পশ্চিম রাউজান গাবগুলাতল ইউনিয়ন শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক। "ফুটন্ত ফুলের আসর কেন্দ্রীয় পর্ষদ" নামে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিচালক তিনি। পড়াশুনা করছেন চট্টগ্রামের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।]

জাতিসংঘ শানিন্তরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ৩ দশক পূর্তি উপলক্ষে গেল এপ্রিলে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেছিলেন, "মানবাধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সেনাদের ভূমিকা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বাংলাদেশের মহিলা পুলিশ দল সোচ্চার রয়েছেন সামাজিক-সম্প্রীতি সুসংহত করতে। আমি কোনো মিশনে গেলেই উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের সেনাদের কথা বলি।" জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রশংসা অর্জন আমাদের জন্য সত্যিকার অর্থেই গৌরবের। গত ফেব্রুয়ারির শুরুতে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের সাফল্য ও সংলগ্নতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্যমতে, বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী জোগানে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকায় শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত থেকেছেন।

সেন্ট্রাল আফ্রিকার দেশগুলো, কঙ্গো, সুদানের দারফুরসহ কঙ্গোর বুনিয়া, ইটুরি প্রদেশে কাজ করেছেন বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা। যথার্থ কারণেই শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘে বাংলাদেশকে শক্তিশালী দেশ হিসেবে সম্মানের চোখে দেখা হয়।

এ তো গেল বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সেনাদের সাফল্যগাঁথা। এবার আসা যাক জাতীয় পর্যায়ে। আলোকিত সমাজ গড়ার প্রথম অন্তরায় মাদকাসক্তি। এ অভিশাপ থেকে প্রজন্মকে মুক্ত করতে চলমান রয়েছে মাদকবিরোধী সাঁড়াশি অভিযান। এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, "মাদক ব্যবসায়ীরা যত প্রভাবশালীই হোক, কাউকে ছাড় দেয়া হবেনা। মাদকবিরোধী লড়াইয়ে ইতিমধ্যে দেড় শতাধিক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েক হাজার লোককে। জঙ্গি ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের মতো মাদক নির্মূল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নকে সরকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে।" এদিকে ২০১৬ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশে ঘটে গেল সর্বকালের ভয়াবহ জঙ্গি হামলা। গুলশানের হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলা পরবর্তী সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রমাগত অভিযানে জঙ্গি নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়েছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। মন্ত্রী বলেন, "হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলা বাংলাদেশের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল। ওই ঘটনার পর আমরা অনেকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তবে আমরা দ্রুতই পরিস্থিতি রিকভার করেছি। পরবর্তী সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে একের পর এক জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের আস্তানায় অভিযান চালানো হয়েছে। এসব অভিযানে সব জঙ্গি নেটওয়ার্ক ভেঙে গেছে। এখন জঙ্গিরা কার্যত পঙ্গু হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী জিরো টলারেন্স নীতিতে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা গেছে।"

প্রিয় পাঠক মহল এতটুকুতে হয়তো আপনারা সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রশাসনের শক্তিমত্তা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পেয়েছেন। এতে যদি বুঝতে কষ্ট হয়, একটু পেছনে চলুন। গত ২০১৫ সালের ৮ নভেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠ প্রধানমন্ত্রীর আইটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের একটি ফেইসবুক পোস্ট প্রকাশ করে। ঐ পোস্টে তিনি দাবি করেন, সম্প্রতি সংঘটিত হত্যাকান্ড ছাড়া আলোচিত সব হত্যা মামলায় অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয়েছে। নিজের দাবির পক্ষে আলোচিত কয়েকটি মামলার সর্বশেষ অবস্থা তালিকা আকারে প্রকাশ করেছেন তিনি। ফেইসবুকে এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর ছেলে জয় লেখেন, "আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার শুধু সম্প্রতি কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া হত্যাকান্ড ছাড়া ব্লগার, শিশু ও বিদেশিসহ প্রতিটি চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ডের ঘটনায় অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে। যারা বলছিলো সরকার অপরাধীদের ধরছে না এবং কিছুই করছে না তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে এসেছেন।" জয় বলেছেন, ব্লগার রাজীব হায়দার হত্যায় ছয়জন, অভিজিৎ রায় হত্যায় সাতজন, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ওয়াশিকুর রহমান বাবু হত্যায় তিনজন, ব্লগার অনন্ত বিজয় দাশ হত্যায় চারজন, নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় নীলয় হত্যায় চারজন, চেজারে তাভেল্লা হত্যায় পাঁচজন, কুনিও হোসি হত্যাকান্ডে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া সিলেটে শিশু রাজন হত্যায় ১১ জন, খুলনায় শিশু রাকিব হত্যায় তিনজন, পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান খিজির খান হত্যায় দুজন এবং ঈশ্বরদীতে ফাদার লুক সরকারকে হত্যাচেষ্টায় ছয়জনকে আটক করা হয়েছে।"

এমন সব তথ্য যখন আমাদের সামনে আসে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস পাই। যে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার করতে প্রশাসনের একটুও বেগ পেতে হয়নি সে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে! (সরকারের ভাষ্যমতে) এ কথা বুঝতে আর বাকি নাই

যে প্রশাসন জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন, মাদকবিরোধী অভিযান, দুর্নীতি দমনের মত কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হয়েছে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা ছিল বলে।

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা যখন রোলমডেল, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক মহল থেকে বাংলাদেশ যখন প্রশংসা খুঁড়াচ্ছে, জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ যখন বিশ্ব সভায় সংবর্ধিত হচ্ছে, ঠিক সে মূহুর্তে ২০১৪ সালের ২৭ আগস্ট নির্মমভাবে শহীদ হওয়া জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আল্লামা শায়েখ নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহঃ] হয়তো পরপারে মুচকি হাসছেন! তিনি হয়তো বলছেন, দেশে জঙ্গিদের মদদদাতা কারা তা তো আমার হত্যাকান্ড দিবালোকের মত পরিষ্কার করে দিয়েছে। তাদের গ্রেপ্তার না করে দেশে দেশে জঙ্গি খুঁজলে পাওয়া যাবে? এ তো গেল শহীদ ফারুকীর কথা।

ইসলামের অবিকৃত দর্শন সুফিবাদের প্রচারক ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রেসিডিয়াম সদস্য আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহঃ]। মানবতার ধর্ম ইসলাম, সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানে বিশ্বাসী ইসলামের সফল গবেষক ও আলোচক ছিলেন হাইকোর্ট মসজিদের খতিব শহীদ আল্লামা ফারুকী। তিনি মিডিয়া ও মঞ্চ প্রোগ্রামে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য তো দিতেনই না বরং মদিনার সনদের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার বর্ণনা ছিল তার আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু। তাঁর বক্তব্য ও লিখুনিতে সমাজে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, হানাহানি সৃষ্টিকর কোন বার্তা পাওয়া যায়না। তিনি দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে প্রাণের ভয় না করে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে রাজস্বাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গবেষনালব্ধ কর্মকান্ড তাঁকে দেশের গন্ডি পেরিয়ে পৌঁছে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে। জেদ্দা বিমানবন্দর মসজিদের ইমামতিসহ বিশ্বের প্রায় মুসলিম দেশে সফর করে তিনি শুধু মাজহাব মিল্লাত প্রচার করেননি, বিশ্ব মাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করেছেন।

তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করলে তাঁকে একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক হিসেবে পাওয়া যাবে। ফারুকী একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পক্ষে। যারা দেশ জাতি ও মানবতার শত্রু, আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী ছিলেন তাদের জন্য শানিত তলোয়ার। তাহলে এ কথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে আল্লামা ফারুকীর হত্যাকারীরা শুধু ফারুকীর শত্রু নয়, তারা দেশ, জাতি ও মানবতার চরম শত্রু। তা সত্ত্বেও কোন অজ্ঞাত কারণে দেশের এ সূর্য সন্তানের হত্যাকারীরা হত্যাকান্ডের চার বছর পরেও অধরাই? ১৪ সালের ২৭ আগস্টের বেদনাবিধুর সেই রাতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ২৪ ঘন্টার মধ্যে হত্যাকান্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলেও চারবছরেও ফারুকী হত্যা মামলার কার্যত কোন অগ্রগতি হয়নি। ঢাকা নগর ছাত্রসেনার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা ইমরান হুসাইন তুষার বাদী হয়ে হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহভাজন কয়েকজন মিডিয়া উপস্থাপকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন কিন্তু প্রশাসন একজনকেও গ্রেপ্তার তো করেইনি কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যও ডাকেনি।

পক্ষান্তরে আল্লামা ফারুকী হত্যাকান্ডের পর সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিচক্ষণতায় দেশে বড় বড় অপারেশনে সফল হয়েছে। যা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যদি জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমনের মত কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে, দেশের সাবেক ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করতে পারে, প্রধানমন্ত্রীর কটুক্তিকারীকে মূহুর্তের মধ্যে ধরতে সক্ষম হয়, তাহলে আল্লামা ফারুকী হত্যাকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে কেন? ফারুকী হত্যাকারীরা কি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে ক্ষমতাধর, নাকি হত্যাকারীদের ধরতে প্রশাসনের আন্তরিকতার অভাব? নাকি মুখে

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বলে গোপনে জঙ্গিদের সাথে প্রশাসনের আতাত রয়েছে? তা স্পষ্ট করা সময়ের দাবি।

শিশু রাজন হত্যার বিচার যদি বছরান্তে তার পরিবার পেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী পুত্রের দাবি অনুযায়ী ব্লগারদের হত্যাকারী, বিদেশীদের হত্যাকারী, শিশু হত্যাকারীদের প্রশাসন গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলে, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী দেশের সম্পদ আল্লামা ফারুকীর হত্যাকারীদের ধরতে অক্ষমতা কোথায়? প্রশ্ন প্রশাসনের কাছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি জানেন স্বজন হারানোর ব্যথা কত তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। আপনি দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। আপনার পিতা হত্যার বিচার করে আপনি যোগ্য সন্তানের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় আপনার কান্না আমাদের নতুন করে আশা জাগাচ্ছে। আপনার যেমন বঙ্গবন্ধুর কথা মুখে আনতেই চোখ ভিজে যায়, শহীদে মিল্লাতকে নিয়ে এ প্রবন্ধ যখন লিখছি আমারও তেমন অশ্রুধারা থামছে না। শুধু আমার নয়, সুফিবাদে বিশ্বাসী মানবতাবাদী কোটি ফারুকী প্রেমিকের আর্তনাদ শুনতে পারি। শুধু একটিই শ্লোগান বুকে মুখে, "আল্লামা ফারুকী শহীদ কেন, প্রশাসনের জবাব চাই, আমার ভাই মরল কেন, প্রশাসনের জবাব চাই, ফারুকী হত্যার বিচার চাই, বিচাই চাই, বিচার চাই!" সরকার আন্তরিক হয়ে অসাধ্য সাধন করছে। ফারুকী হত্যার বিচারেও আন্তরিকতা চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোটি ফারুকী ভক্তের স্বজনহারা আহাজারি আপনি একটু মমতার কানে শুনবেন কি? আপনি একজন মজলুম, শত নির্যাতনের শিকারে জর্জরিত। আল্লামা ফারুকীও মজলুম। আমরা জানি, আপনি মানবতার ধর্ম ইসলামের অনুসারী, সুফিবাদে বিশ্বাসী। আপনি আল্লামা ফারুকী হত্যার বিচারে আন্তরিক হলে কোন অপশক্তি তা ব্যহত করতে পারবেনা। বরাবরের মত আবারও বলছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি জঙ্গি ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ

গড়তে চাইলে আল্লামা ফারুকী হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারপূর্বক বিচারের আওতায় আনুন। তাতেই বেরিয়ে আসবে কারা জঙ্গিবাদের মূল হোতা। মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী, আপনি আন্তরিক হলে কোটি হৃদয়ের কান্না থামবে। ফারুকী হত্যার বিচার হলে দেশ চিনবে দেশদ্রোহী, শান্ত হবে কোটি সুন্নি।

আমার দেখা শ্রেষ্ঠ আশেকে রাসূল (সা.) শহীদ আল্লামা শায়েখ নূরুল ইসলাম ফারুকী

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান জাফরী

[লেখক : প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ জাতীয় ওলামা-পীর -মাশায়েখ ঐক্যফ্রন্ট সম্পাদক : মাসিক মুক্তিরপথ।]

শহীদ আল্লামা শায়েখ নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহ:)-এর সাথে আমার জীবনের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। সে বছরের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ বাদ আসর সোনারগায়ের তৎকালীন সংসদ সদস্য অধ্যাপক রেজাউল করীম সাহেবের পরিবারের বর্ণাঢ্য আয়োজন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন সম্মেলনে। আমি ছাত্র রাজনীতির সোনারগাঁ থানা সভাপতি ছিলাম। তাই জোট এমপির বাড়িতে বিশাল সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটিতে আমাকে বড় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। মুবাল্লিগ মুফাসসির আপ্যায়ন বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম আমি নিজে। রামগোবিন্দের গাও এমপি সাহেবের গ্রামের বাড়ির সুন্দর একটি কামরায় বিশ্রাম নিবেন ৫ জন বিশিষ্ট মুবাল্লিগ মুফাসসির।

১. আল্লামা শায়েখ নূরুল ইসলাম ফারুকী রহ.
২. আল্লামা রফিক বিন সাঈদী
৩. আল্লামা আব্দুল হাকীম আজাদী আযহারী
৪. মাওলানা মীর হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী
৫. ক্বারী হাবিবুল্লাহ বিলালী।

সবাই আসরের পরপর চলেও এলেন আর আমি ছিলাম তাদের খেদমতে। সবাইকেই আমি কমবেশি চিনি ও জানি, কিন্তু শহীদ ফারুকী সাহেবকে আমি ইতোপূর্বে চিনতাম না। তাছাড়া সেদিনের পূর্বে উনাকে আমি কোন ওয়াজে দেখিও নি বা তাঁর নামডাকও শুনি নি। অতএব

স্বাভাবিক কারণেই তিনি আমার নিকট অন্যদের তুলনায় কম গুরুত্বের মুবাল্লিগ মুফাসসির। তাদের মধ্যে দু'জন আমার পছন্দের দল ও মতের সুপরিচিত নামি দামি মুবাল্লিগ ও মুফাসসির। আর বাকি দু'জনের মন-মাতানো হৃদয় বিদারক সুরেলা কণ্ঠের ক্বেরাত ও ওয়াজের আমি সিরিয়াস ভক্ত ও অনুসারী। তখন আমি নিজেও ওয়াজ চর্চা করি ভাল বক্তাদের। তাই ফারুকী সাহেব ছাড়া অন্য সবাই আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ও অনুসরণীয় মুফাসসির। শুরুতেই যেমন উল্লেখ করেছি, শহীদ ফারুকী সাহেবকে আমি তখনো চিনতাম না। মাথায় ইয়া বড় আকারে সাদা পাগড়ি পরে বসে ছিলেন। মনে হচ্ছিল দীর্ঘপথ সফর করে তিনি বেশ ক্লান্ত।

দরসে নেজামীর ছাত্র বন্ধুবর শফিকুল ভাই ও এমপি মসজিদের ইমাম মুফতি মিজান সোনারগাঁর বাসিন্দা। তারা আমাকে পরামর্শে ডাকলেন বক্তাগণের সিরিয়াল ঠিক করতে। কে কখন কত সময় ওয়াজ করবেন! তারা দুইজনেই বললেন পাগড়ি মাথায় লোকটি মাজার মসজিদের বিদ'আতী ভন্ড বিতর্কিত মুফাসসির। তাই তাকেই মাগরিবের পরে কম সময় দিয়ে কর্মসুচি শুরু করা যাক। আমি তাদের কথা শুনে খুবই অবাক হলাম। এ কারণে শহীদ ফারুকীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব আরো কমে যেতে লাগলো। ভাবছিলাম বিদ'আতী ভন্ড বক্তার আগমন ঘটল কি ভাবে? জানতে পারলাম এমপি সাহেবের ছোট ভাই আল্লামা আব্দুল হাকীম আজাদী আযহারীর ভক্ত মুসল্লি। তাই তিনি আজাদি সাহেবকে বক্তা ইনভাইটেশনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনিই ফারুকী সাহেবকে দাওয়াত দিয়েছেন। যাক আমাদের কি আর করা।

বাদ মাগরিব ফারুকী সাহেব ৪০ মিনিট আলোচনা করবেন। শহীদ ফারুকী আমাকে ডেকে অনুরোধ করেছিলেন তাকে যেন অন্তত একজন বক্তার পরে সিরিয়াল দেয়া হয় যাতে তিনি একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। আমরা তাঁর আরজের কোন গুরুত্ব দিলাম না আদর্শিক ও

আক্বিদাহগত বৈপিরত্বের খবর শুনে। ভাবলাম বিদ'আতী বক্তা আর কি তাফসির করবেন? আমাদের নিজস্ব সূচী ঠিক রাখলাম। কি আর করা, ওয়াজ তো করতে হবে তাই তিনি দ্রুত চা পান করে তৈরি হয়ে গেলেন। এখন আফসোস হচ্ছে, আহ! বিশ্রাম নেয়ার সুযোগটাও দেয়া হল না প্রিয় ভাইটিকে। সেদিন তিনি সুরা ইউনুসের ৫৮ নম্বর আয়াতের তাফসীর করতে লাগলেন, সেই সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্য ভান্ডার প্রদর্শণ করে যাচ্ছিলেন। চাঁদমাখা হাসি মুখে, মিষ্টি কণ্ঠে সাবলিল ও প্রাঞ্জল ভাষায় জ্ঞানগর্ব যুক্তিপূর্ণ আলোচনাসহ সমগ্র আরব ভ্রমণের বাস্তব চিত্র তুলে ইতিহাস বলতে লাগলেন মাত্র ৪০ মিনিট সময়ের মধ্যে। অন্যদিকে শ্রোতারা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন কোন শব্দ করছেন না। যেন কোন যাদুকর তাদেরকে যাদুবিদ্যায় পাগল করে ফেলেছেন। হ্যামেলনের বাঁশিটা যেন তিনি নিজেই বাজাচ্ছেন। সবাই মুগদ্ধ মুখরিত।

আর আমি তো তাঁর আলোচনায় আচমকা খেয়ে গেলাম। ভাবছিলাম কী আর তিনি বলছেন কী! আর হচ্ছেটা কী! শ্রোতা সবাই পাগলপ্রায়। অভিমানী ফারুকী ঠিক ৪০ মিনিটেই মাইক ছেড়ে দিতে চাইলেন। শ্রোতারা সব শোরগোল করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলেন। হুজুরকে আরো সময় দিতে হবে, দিতেই হবে শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে ফেলছিল। আমরা আর করবটা কি? পরিচালক মাইকে ঘোষণা দিলেন ইশার নামাজের পরে অন্য বক্তা আসবেন। তারপরে ফারুকী সাহেব আবার স্টেজে আসবেন বাকি আলোচনা করতে। সেদিন তাঁকে দু'বার ওয়াজ করতে হয়েছিল। মাহফিল শেষে করতেই স্টেজে ১২ টি দাওয়াত গ্রহণের তারিখ তাকে দিতে হয়েছিল। মাহফিল শেষে ফারুকীর আলোচনার প্রসংশায় সবাই পঞ্চমুখ। এ আবার কোন হ্যামিলনের বংশীবাদক?

মাহফিল শেষে আমরাও ক'জন মাদরাসায় আসব। প্রায় ৫ মাইল পায়ে হেঁটে আসতে হবে। সাথের সবাইকে বিদায় দিয়ে ভাবছিলাম বক্তাদের গাড়িতে চড়ে সুযোগ করে বাসায় চলে আসব। প্রথমে মাওলানা যুক্তিবাদি এবং ক্বারী বিলালি সাহেবের গাড়ি চলে গেল, আমি উঠলাম না ইচ্ছে করেই। ভাবছি আল্লামা মরহুম রফিক বিন সাইদী (রহ.)-এর গাড়িতে উঠব। কেননা, উনি আমার মহব্বতি লোক। তাছাড়া উনি নিজেই ড্রাইভ করে একা চলে এসেছেন। গাড়ি প্রায় ফাঁকা যাবে তাই ভাবলাম উঠা যাবে। সত্যি অবাক করা কান্ড ঘটল! তিনি আমাকে কেন যেন তাঁর গাড়িতে নিলেন না। আচরণটা এমনই করলেন যেন তিনি আমাকে চিনতেই পারলেন না। ভাবলাম নিরাপত্তা জনিত কারণে হয়ত তিনি আমাকে গাড়িতে উঠালেন না। তবে মনে মনে খুব কষ্ট বোধ করলাম। যাকে হৃদয় দিয়ে এতটা ভালবাসলাম তিনি কিনা এমন আচরণটা করলেন? ভাবছি আর কষ্ট নিয়ে আস্তে আস্তে গভীর রাতে রাস্তা হাঁটছি।

কিছু দূর যেতে না যেতেই আব্দুল হাকীম আজাদির গাড়িটা আসছে। আমি অন্ধকারে পথে দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ির আলোতে ফারূকী ভাই আমায় চিনে ফেলেছেন আর ড্রাইভারকে অনুরোধ করলেন আমাকে যেন তুলে নেন। গাড়িতে উঠিয়ে উনার কুলেই আমাকে বসতে দিয়েছেন। পাঁচজনে গাড়িটা লোড হয়ে গেছে। ফারুকী ভাই বললেন কষ্ট করে সামনে গেলেই তো সে নেমে যাবে। আমাদের একটু কষ্ট হলেও তো তার জন্য আমরা কিছু করতে পারলাম। যাদু করা মহব্বত যেন লাগিয়ে দিলেন ক্বালবে আমার। সামালোচনা নয় প্রাসঙ্গিক কারণে বলতে হচ্ছে- সেদিনের মাহফিলে সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেছেন আল্লামা রফিক বিন সাঈদী। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, এমপি সাহেবের ভগ্নীপতি চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুর রউফ তাহেরপুরী সাহেব, রফিক বিন সাঈদীকে এমপি পরিবারের পক্ষে হতে, মিলাদ

ক্বিয়াম করার অনুরোধ করেছেন তার কানে কানে। কে শুনে আর কার কথা? তিনি মিলাদ ক্বিয়াম করলেন না।

অবশ্য সে বছরের পরের বসরেই এই মাহফিলে আল্লামা সাইদীর খেদমত করে তাঁর স্নেহ ধন্য হয়েছি আমি। আর উনার অমায়িক ব্যবহারে মুগদ্ধ হয়েছি এবং সে মাহফিলেই আল্লামা সাঈদী সকলেরে মত ও বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি নিজেই মিলাদ ক্বিয়াম শরীফ পড়ে দোয়া করেছেন দিনের মাহফিলে। আর আমি উনার গাড়িতে চড়েই সোনারগাঁ চৌরাস্তায় এসেছিলাম। আল্লামা সাঈদীর অমায়িক ব্যবহারে মুগদ্ধ হয়ে রফিক বিন সাঈদীর কঠিন আচরনটা ভুলে গেছি। আমি নিজেই ২০০১ সালে আমার গ্রামে মাদরাসা মাহফিলের বক্তা হিসেবে রফিক বিন সাঈদীকে দাওয়াত দিতে ফোন করি। তিনি আমাকে বলেছেন ২০ হাজার টাকা নগদ ব্যাংকে জমা দিয়ে, রশিদ নিয়ে এসে তারিখ নিতে বাসায় আসতে হবে। আমি আবারও মূর্চা খেয়ে গেলাম! আল্লামা সাঈদী পুত্র বলে কি? পরে উপায়ান্তর না পেয়ে ফারুকী ভাইকে দাওয়াত করি আর তিনিও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে আমার দাওয়াত গ্রহণ করলেন। মহব্বতের কারণে কোন নগদ পেমেন্ট তিনি চাইলেন না। আসলে কি অনেকেই আল্লামা সাঈদী সাহেবের কণ্ঠে ওয়াজ করে মাঠ গরম করছেন ঠিক! কিন্তু তার অনেকেই আল্লামা সাঈদীর অমায়িক ব্যবহার ও আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লামা সাঈদী ও নূরুল ইসলাম ফারুকী সাহেবের বিষয়ে নগদ গ্রহণ করেছেন এমন কোন কথা আজও কেউ বলতে পারে নি। আসলেই তারা ইসলামের প্রকৃত দায়ী ছিলেন। আল্লামা শহীদ ফারুকী ও রফিক বিন সাঈদীকে আল্লাহ্ তুমি ক্ষমা করে দিও।

শহীদ ফারুকীর ঐকিহাসিক বক্তব্য:

আমি অধম নালায়েখের অন্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও আহলে বায়াতের প্রতি তাজীম, আদব, মহব্বত ও প্রেমাসক্তির সামান্য অর্জন। অর্জিত অনুভূতির অন্যতম প্রেরণার রূহানী মুরশিদ হলেন শহীদ আল্লামা শায়েখ নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহ:)। শহীদ আল্লামা শায়েখ নূরুল ইসলাম ফারুকী রাহীমাহুল বারী একজন সুন্নিয়তের অকুতুভয় বীর সেনানী লড়াকু সৈনিক ছিলেন।

চট্টগামের কোন এক সুন্নী কনফারেন্সে দেয়া তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্য আমাকে তাঁর প্রতি চিরঋণী করে রেখেছে। সেদিনের ঐতিহাসিক বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি আমায় রূহানী হালতে নূর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও আহলে বায়াতের দামানে খালেস গোলামী এবং সুন্নীয়তের একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে খেদমত করার প্রেরণা যুগিয়ে গেছেন। তাঁর সুমহান রাসূল প্রেমের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সুন্নীয়তের খেদমত আর তাঁর গগনচুম্বী নবীপ্রেমের নজরানা বর্ণনা করে আমি কোনদিনই শেষ করতে পারব না। কেউ যদি তাঁর কাফেলা অনুষ্ঠান, দাওয়াতী মিশন, ভিশন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন তাহলে অবশ্যই তার বক্ষটা সুন্নীয়তের মিশনে এবং আউলিয়ায়ে কেরামের ভিশনে সম্প্রসারিত হয়ে যাবে ইন-শা-আল্লাহ্। তাঁর চেহারাটা হয়ে যাবে আলোকিত, আর তাঁর হৃদয় চক্ষু খুলে অন্তরটা হয়ে যাবে নূর নবীজির প্রেমে মুনাওয়ার। তবে এ কথা অনস্বীকার্য নূর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সুমহান সুউচ্চ আখলাকে হাসানার পূর্ণ অনুগত তিনি ছিলেন। তিনি নূর নবীজী (সা.) ও আহলে বায়াতের কেমন প্রেমিক ছিলেন? এ বিষয়ে লেখার মত কোন ভাষা আমার স্মৃতিভান্ডারে জমা নেই।

শহীদ আল্লামা শায়েখ নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহঃ) এমন একজন সুন্নীয়তের বীর সৈনিক ছিলেন যিনি লাখো কোটি সুন্নী মুসলমানের হৃদয়ে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছেন। যা তাঁর ঐতিহাসিক একটিমাত্র ব্যক্তবকে পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায়। এ বক্তব্যটি বহুকাল তাঁর নবীপ্রেমের

স্মৃতি বহন করে রইবে। এবং সুন্নী মুসলিমকে নবীপ্রেমের নজরানা পেশ করতে যুগযুগ ধরে ডেকে যাবে। তাই বলতে হয়-

"সত্যের সংগ্রামে ফোটা ফুল,
ভেঙ্গে দিল জীবনের শত ভুল,
সুগন্ধ ছড়িয়ে, হৃদয় ভড়িয়ে
আমাদের সে যেন ডেকে যায়।"

তিনি এ বক্তব্যের মাধ্যমে নবীপ্রেমের যে বিরল দৃষ্টান্ত স্হাপন করে গেছেন তা ভুলবার মত নয়। তিনি সে বক্তব্যের দ্বারা দুশমনে রাসূল (ﷺ)-এর গোমর ফাঁস এবং কুমিনের পরিচয় অতপর তাদের দূর্বিসন্ধিমূলক কার্যক্রমের সতর্কবার্তা এবং মুসলিম জাতির নিকট রাসূল প্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত পেশ করে গেছেন। বক্তব্যে তিনি নূর নবীজির অমীয় বাণীটা প্রচার করেছিলেন- "আমি ভয় পাই না আমার উম্মত শেরেক করবে, কিন্তু আমি ভয় পাই আমার উম্মত আমাকে বাজে কথা বলবে, আমার বিষয়ে শান মানের খেলাফ, কাষ্টদায়ক শব্দ ব্যবহার করবে, আমাকে কষ্টদায়ক কথা বলবে। সেটাই প্রতিয়মান হল সেদিন যেদিন- আব্দুল্লাহ ইবনে উবায় ইবনে সলুলের নায়েবে আমীর আব্দুল্লাহ বিন যুলখওয়ায়সিরা, হুনাইনের যুদ্ধের সময়ে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে উদ্দশ্য করে বলেছিল- মা ইন ছাবতা ইয়া মুহাম্মদ (ﷺ)! হে মুহাম্মদ (ﷺ) এতগুলো স্বর্ণ আপনি কিনা আপনার আত্মীয়দেরকে দিয়ে দিলেন? আমরা কেউ পেলাম না? হে মুহাম্মদ (ﷺ) ইত্তাক্বিল্লাহ আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করুন ইয়া রাসূল! আপনি ইনসাব করেন নাই। (নাউযুবিল্লাহ)

★হযরত উমর রা. বললেন-"ইজিন ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন উক্বতালা উলুক্বাহু। হুজুর আপনি হুকুম দেন আমি মালাউনের গর্দান ফেলে দেব। হযরত রাসূল (ﷺ) বললেন-উমর ওর দিকে তাকিয়ে দেখ গর্দান ফেলে দেয়া লাগবে না, আমি ভবিষ্যতবাণী করছি- শোন! এই লোকের গোষ্ঠি

কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাবে, বাংলাদেশও তার থেকে বাদ যাবে না। যায় নি! তাদের লক্ষণ হবে তারা দাড়ি রাখবে, তারা মোছ কামাবে, মাথা ন্যাড়া করবে, লম্বা জুব্বা পরবে, হাটুর নীচে লুঙী পরবে, তারা নামায পড়বে, কপালে নামাযের দাগ থাকবে, তারা কুরআন হাদিস তেলাওয়াত করবে, তারা মুক্তাক্বী হবে, পরহেযগার হবে। তাদের পরহেযগারিতার কাছে ও উমর তোমার পরহেযগারিতা তুচ্ছ মনে হবে। তারা এতই বড় পরহেযগার হবে কিন্তু ইসলাম তাদের গলার নিচে যাবে না। তিনি আরো বলেছিলেন- "এ যাবত আমাকে বহুবার হুমকী দেয়া হয়েছে, বহু হামলা মামলার ভয় দেখানো হয়েছে। আমাকে ব্লাক লিস্ট করা হয়েছে। তিনি বলেন-"আমি বলেছি তোমরা আমায় সৌদী আরব আসতে দিবে না? তাই তো? আমি তোমার দেশে যেতে চাই না। এর আগেই আমার নূর নবীজি আমাকে ২৫ বার হজ্জ করাইছেন।" তারা বলছে- তোমার বিরুদ্ধে আন্তজার্তিক আদালতে মামলা করা হবে। তিনি বলেন-"আমি বলেছি মামলা হলে আমি আরো খুশি, আমাকে জেলে নিয়ে রেখে দেন। আমি জেল জুলুম হামলা মামলা হত্যাকে ভয় পাই না"। তিনি আরো বলেন- "আমি গোটা দুনিয়া ছাড়তে পারি, চাকুরী ছাড়তে পারি, মান সম্মান ছাড়তে পারি। যদি আমাকে জঙ্গলের কোন গর্তে গিয়েও একা বসবাস করতে হয় সেটাতেও আমি রাজি আছি তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন কিন্তু আমি আমার রাসূলকে আমার বুক থেকে সরাতে পারব না। আমার রাসূলকে আমি ভুলতে পারব না। তোমরা যতই যা করো, করতে পারো আমি আমার রাসূলকে ভুলতে পারব না।”

তাঁর এ বক্তব্যের ফায়েজে আমি এশক্বে রাসূল ﷺ কি তা বুঝতে পেরেছি এবং আল্লাহ্‌র হাবীবকে ভালবাসার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তিনি আরো বলেন- আমি মনে করি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম, পৃথিবীর ৭শ কোটি মানুষের জ্ঞানী ব্যক্তি, আলেম ব্যক্তির হৃদয়ে যদি আমার নবীর প্রেম না থাকে, তার ভিতরে যদি আমার নবীর আদব না থাকে,

আমি তাকে আমার পায়ের জুতার শুঁকতলা মনে করি, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি মনে করতে পারি না। রাস্তার মুচি, রাস্তার চামার, রাস্তার একটা স্যুইপার যদি তার ভিতরে আমার নবীর প্রেম থাকে, আমার নবীর আদব থাকে তাহলে তাকে আমি আমার মাথার তাজ মনে করি। আমি আল্লাহ্‌র ওলির পবিত্র জবানে শুনেছি- আল্লাহ্‌কে যদি পেতে চাও তাহলে নূর নবীজিকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাস।" যা ভোলার মত অবশ্যই নয় তাঁর এ বক্তব্যটি আমাকে নূর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও আহলে বায়াতের প্রেম ও আদব শিক্ষা দিয়েছে আর তাঁর জন্য প্রতিদিন মাগফিরাত কামনা করতে বাধ্য করেছে। আমি তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্যটি শুনেই তাঁর দাওয়াতি মিশন কাফেলার কাজে নিজকে সম্পৃক্ত করতে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। যার সবটুক প্রাপ্তি যেন আল্লাহ তা'আলা শহীদি ঈদগাহের অন[illegible]মা[illegible]করেন। (অ[illegible]

হরতাল দিবস পালনের যৌক্তিক দাবী!!!

মোঃ মোজাহেদুল ইসলাম

[লেখক রাংগুনিয়া, চট্টগ্রামের পোমরা জামেউল উলুম ফাযিল মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক।]

'হরতাল' একটি গুজরাটি শব্দ যার বাংলা অর্থ হাঁটে তালা। আরেকটু বিস্তারিত বললে, দৈনন্দিন কর্ম বিরতির অংশ হিসাবে হাঁট-বাজার, দোকান-পাট, গাড়ি-ঘোড়া চলাচল বন্ধ রাখা। আর এটা শুধু তারাই বন্ধ রাখবে যারা দাবী আদায়ের জন্য ডাকা হরতাল কে সমর্থন করবে। সবাই বন্ধ রাখতে বাধ্য নয় বা বাধ্য করাও যাবেনা। এটাই ছিল সেদিনের মহাত্মা গান্ধী'র হরতাল-এর মূল দর্শন।

উপমহাদেশে বৃটিশদের বিরুদ্ধে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক, স্বাধীন ভারতের রূপকার মহাত্মা করম চাঁদ গান্ধী অহিংস আন্দোলনের অংশ স্বরূপ উপমহাদেশে প্রথম হরতাল-এর ডাক দিয়েছিলেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে সে সময়কার ভারতীয় উপমহাদেশ স্থির, স্থবির তথা থমকে দাঁড়িয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সময় সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবী আদায়ের আন্দোলনের অংশ হিসাবে হরতাল পালিত হয়ে আসছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই হরতাল। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও হরতাল গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু যুগে যুগে বদলে যেতে লাগল হরতালের সংজ্ঞা। অহিংস আন্দোলনের গর্বিত স্থানটি দখল করে নিতে লাগল সহিংস কালো থাবা। ১৯৯১ হতে ২০০৯ খ্রিঃ হরতাল-এর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের মৃত্যু হল। হরতাল গ্রহণ করল এক নতুন সংজ্ঞা। এই সময়ে আওয়ামীলীগের হরতাল মানে গাড়ি ভাংচুর, দোকান পাট ভাংচুর,

গাড়ির চাকা পাংচার, মিছিলের উপরে মিছিল, রাস্তায় শুয়ে পড়া ইত্যাদি। আর বিএনপি'র হরতাল মানে এসব কিছুর সাথে জামায়াত-শিবির নামক জঙ্গী সংগঠনের কাপন পড়ে রাস্তায় নেমে পিকেটিং এবং মানুষের মাঝে ভয় সৃষ্টির এক দুরন্ত প্রয়াস! যাতে তারা সফলও। কেননা মানুষ এক সময় বলতে লাগল ওরা কাফন পড়ে মাঠে নামে মরবে নয় মারবে (কি এক ভয়ংকর অবস্থা!)।

আওয়ামীলীগ এবং বিএনপির কথা বাদ দিলেও বাংলাদেশের ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামক এক সরকারকে ইতিহিস মনে রাখবে অনেকদিন। তাদের কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এবং অন্যেরা ক্ষমতায় যাবার জন্য কত কিছুই না দেখল এ দেশের মানুষ। কিন্তু তবুও হরতাল এক প্রতিবাদের ভাষা। আসল গণতন্ত্রের নামে মুখে ফেনা ছুটিয়ে দেয়া গণতন্ত্র ট্যাগ লাগানো স্বৈরসরকার একবার জনগণ কতৃক নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাকে বাপের সম্পতি বানিয়ে পৃথীবি বিখ্যাত প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতা ধরে রাখে। । তাদের ক্ষমতা থেকে টেনে হিঁছড়ে নামানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল দেশ প্রেমিক(!) বিরোধীদল বিএনপি, যারা একসময় দেশকে হরিলুটের কারখানায় পরিণত করছিল, সেই বিএনপি জোট। সেই দেশপ্রেমিক বিএনপি, যারা ক্ষমতায় থাকাকালীন সারা দেশে একই সময়ে বুম বুম আওয়াজ উঠেছিল!

বলছিলাম হরতাল তার সংজ্ঞা হারানোর কথা।

২০১৪ খ্রিঃ ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হলেও ক্ষমতা আকড়ে ধরে রাখার গভীর লজ্জাস্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিএনপি জোট শুরু করল হরতাল। সাধারণ হরতাল যখন কাজ দিচ্ছিল না, তখন তারা শুরু করল সহিংস হরতাল। যে হরতাল মানে জ্বালাও পোড়াও, ভাঙ্গ, মারো। এটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেল মানুষ ভুলেই গেল হরতাল অর্থ কি, এবং এটা কেন ডাকা হয়। মানুষ ভাবতে শুরু করল হরতাল মানে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে ফেলা, হরতাল মানে

গাড়িতে পেট্রোল বোমা মেরে জ্বালিয়ে দেয়া, হরতাল মানে পুলিশ কে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা বা জানে মেরে ফেলা। মায়ের কোলে শিশু কিংবা এ্যামবুলেন্সে শুয়ে থাকা মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধটি পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছিলনা হরতাল নামক সহিংসতা থেকে।

ঠিক তখনি হরতাল কে তার হারানো গৌরব, ঐতিহ্য এবং প্রকৃত সংজ্ঞা ফিরিয়ে দিল বাংলাদেশের রাঘব বোয়ালের মাঝে চুনোপুঁটি সম একটি দল যার নাম 'বাংলাদেস ইসলামী ছাত্রসেনা'। আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারকী রহঃ-কে ২৭ আগস্ট ২০১৪ তারিখে হত্যা করা হলেও প্রশাসন কতৃক অপরাধী গ্রেফতারের কোন আলামত না দেখে ৩১.৮.২০১৪ সারাদেশে হরতালের ডাক দেয় বাঃইঃ ছাত্রসেনা। আর সেই সাথে কোন গাড়ি না জ্বালিয়ে, কোন মানুষ না পুড়িয়ে, কোন মানুষকে আহত না করে কঠিন এক হরতাল পালন করে ছাত্রসেনা'-যুবসেনা'র নেতা-কর্মীরা। বংলার মানুষ বলতে লাগল এ কেমন হরতাল? হরতাল তো এমনি হওয়া চাই, এরা কারা এমন হরতাল করল? এরা তো হরতাল এর নতুন সংজ্ঞা দিল! বাস্তবতা তা নয় বাস্তবতা হল তারা সেদিন হরতাল এর প্রকৃত সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় বাংলার হলুদ সাংবাদিকতা সেদিন মিডিয়ায় এমন শান্তিপূর্ণ হরতাল কে তাদের প্রকৃত মর্যাদার আসনে স্থান দেয়নি। কেননা, তারা মানুষ মারা, পোড়া, জ্বালিয়ে ফেলার খবর ছাপে। তাতে ব্যবসাটা ভাল হয়! টাকা আয় করতে পারে বেশি। তাই সে দিকেই তাদের মনোযোগ। তাই আজকের দাবি বাংলার মাটিতে যারা হরতাল কে সার্থক রূপ দিয়েছে, সহিংস আন্দোলনের বিপরীতে অহিংস আন্দোলন ফিরিয়ে আনার গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবী "হরতাল" কে যথাযথ মর্যাদা যে তারিখে দেয়া হয়েছে সেই ৩১.৮.২০১৪ ইং কে "হরতাল দিবস" পালন করা হউক। ২৭ আগস্ট ফারুকী রহঃ দিবস, ৩১ আগস্ট হউক 'হরতাল' দিবস।

ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা] এর অমিয় বাণীঃ

মোহাম্মদ নাওশাদুল আলেম

আমাদের পিঠ যদি কোনো সময় দেয়ালে ঠেকে যায়
গোটা বাংলা সমস্ত অলী-আল্লাহ্ মাটির নিচে
এবং উপরে সবাই একত্র হয়ে যাবো।

তোমরা চিন্তা করে কথা বল
সেদিনের মাঠে- ময়দানে
মুখে যা আসে তা বলে দিচ্ছ> একথা মনে করবা না
আমরা ভয় পাচ্ছি তা নয়,
সুন্নিরা জঙ্গীবাদের গোষ্ঠি নয়,
সুন্নিরা বিশৃংখলাবাদীর গোষ্ঠি নয়
সুন্নিরা মারমুখী নয়,
সুন্নিরা কারবালার ভূমিকায় এজিদের গোষ্ঠি নয়।

তোমরা এজিদের গোষ্ঠি,
তোমরা বিশৃংখলাবাদীর গোষ্ঠি,
তোমরা উশৃংখলাবাদের গোষ্ঠি,
জঙ্গীবাদের গোষ্ঠি,
কথা বলার আগে লাঠি বের কর,
বাহাস করার আগে লাঠি বের কর-
সুন্নিরা সবুর করে, ধৈর্য্য ধরে।

কারণ- الم نشرح لك صدرك
ইনশেরাহ এর অর্থ আল্লাহ্ ২টা করেছেন
১টা জ্ঞান আর ১টা সবুর।

আল্লাহ্‌র হাবীবের অন্তরকে আল্লাহ্ যেমন জ্ঞানে ভরপুর করেছেন
তেমনি ধৈর্য্যে এবং সবুরে ভরপুর করেছেন।
নবীর গোলাম যারা আমাদের আত্মাও
জ্ঞানে ভরপুর, সবুরে ভরপুর।
আমরা ধৈর্য্য ধরতে পারি।

আমাদের শেরে বাংলাকে তোমরা
মেরে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিলে,
তোমরা আরো অলি-আল্লাহ্‌কে মেরেছন
কিন্তু তারা পৃথিবী থেকে একজন চলে গেছে
লক্ষ শেরে বাংলার জন্ম দিয়ে গেছে তারা।

তোমরা একজন হোসাইনকে মাটির উপর থেকে
সরিয়ে দিয়ে ভেবেছ নিরাপদ হয়ে গেলাম!
মনে রেখ কিয়ামত পর্যন্ত নবীর প্রত্যেকটা গোলামের কলিজায়
একেকজন জীবিত হোসাইন আছে।

ইয়া আল্লাহ্ নূরুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর উসিলায়
হুযুরকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন, আমিন!

[উপজেলা: ফটিকছড়ি
ইউনিয়ন ছাত্রসেনার সহ প্রচার সম্প্রাদক]

তালেবানী ইসলাম এবং নৃশংস জঙ্গিবাদ!

ডক্টর আব্দুল বাতেন মিয়াজী

[শহীদ আল্লামা ফারুকী রহঃ সুফিবাদি আদর্শ ধারণের কারণে যে বছর কট্টর নব্য সালাফীদের হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন, ঠিক সে বছরই, অর্থাৎ ২০১৪ সালে পাকিস্তানের পেশওয়ারে সেনাবাহিনী পরিচালিত একটি স্কুলে তালিবান জঙ্গিরা হামলা করে প্রায় দেড়শ স্কুলছাত্রকে হত্যা করে। এ হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ নেয়া। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তালিবানদের নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ পরিচালনা করছিল। তাদের সাথে পেরে না উঠে তালিবান যোদ্ধারা এই শিশুদের খুব কাছ থেকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। ইসলামের নামে মানবিকতার এমন অবক্ষয় বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে সেদিন। শহীদ ফারুকী রহঃ সমগ্র জীবন সৌদি-নজদীপন্থী কট্টর ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। অবশেষে এদের হাতেই তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। এই হামলা শহীদ ফারুকীর সুফিবাদি অহিংস ইসলামের জন্য আমরণ সংগ্রামকে মনে করিয়ে দেয়।]

যখন এই লেখা লিখছি তখন পাকিস্তানের পেশাওয়ারে একটি স্কুলে মানবতা বর্জিত পশু, মুসলমান নামধারী, দাড়ি-টুপি ওয়ালা, নামাজী, সালাফী তালেবানদের গুলিতে প্রায় দেড়শ স্কুল ছাত্র নিহত হয়। পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণে দিশেহারা, মুসলিম পরিচয় বহনকারী সমাজবিবর্জিত এই সন্ত্রাসী গ্রুপ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি স্কুলে ঢুকে অস্ত্রের মাধ্যমে একে একে নিরীহ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রদের গুলি করে মারতে থাকে। খুব কাছ থেকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হিংস্রতার সাথে এসব পশুগুলো মাথায় গুলি করে মারে ওই শিশুদের। তাদের এ কর্মকাণ্ড যে কোন হায়েনার হিংস্র ছোবলকেও হার মানায়। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসেবে তারা এই কাণ্ড ঘটায়। সেনাবাহিনীর সাথে কুলিয়ে

উঠতে না পেরে তারা এ ঘৃণ্য পথ বেছে নেয়। যা ইসলাম সমর্থন করা তো দূরের কথা, কোন পশুর কাছ থেকেও প্রত্যাশিত নয়। আমরা প্রায়ই ভিডিওতে দেখি, বনের বাঘিনী কিংবা হিংস্র প্রাণীও মা-হারা অন্য কোন প্রাণীর অনাথ বাচ্চাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। যে বাঘ হরিণ শাবককে জীবন্ত ছিঁড়ে খাবার কথা, সে বাঘও সেই বাচ্চাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। অথচ মানুষ নামের এসব নরপশু তালেবানদের এ কেমন হামলা? তাদের লক্ষ্যবস্তু হল অসহায় শিশু এবং স্কুলছাত্র। এই তাদের ইসলামের নমুনা! এই ইসলামের আদর্শ! এই তাদের ইসলাম!

তাদের ইসলামের কাছে সব মানবতা পরাজিত হয়ে গেল। তাদের চোখে অন্য কোনও মানুষ মানুষ নয়। একমাত্র তারা ব্যতীত অন্য সব মুসলমান মুশরিক আর কাফের। ফলে অন্যকে হত্যা করতে এদের একটুও বুক কাঁপে না। হোক সে মুসলমান কিংবা অন্য ধর্মের অনুসারী। ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এরা প্রতিষ্ঠা করে চলেছে অন্য এক ইসলাম যেখানে মানবতা কুঁকড়ে কুঁকড়ে মরে। যেখানে নবী [ﷺ] তাদের মতো সাধারণ মানুষ ব্যতীত কিছুই নন। নাউজুবিল্লাহ! নবী [ﷺ] তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতই সাধারণ যে তাঁর ইলমে গায়েব, অতি মানবিক গুণাবলী বলতে কিছুই নাকি ছিল না। নাউজুবিল্লাহ! এদের পূর্ব পুরুষেরাই কারবালার প্রান্তরে নবীদৌহিত্র ইমাম হুসেইন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'লা আনহু) সহ আহলে বায়েতের ৭২ জনকে শহীদ করে। আর এরাই আবার এজিদের নামের শেষে "রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু" বলে। এরাই এজিদকে ন্যায়সঙ্গত শাসক মনে করে। আর ইমাম হুসেইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে মনে করে রাষ্ট্রদ্রোহী। এরা মানুষ মেরে খুশী হয়। আর ঈদে মীলাদুন্নাবী [ﷺ] এলে এরাই সবচে' বেশী নারাজ হয়। নবী [ﷺ] আর আল্লাহ্ ওলীদের শান ও মানের কথা শুনলে এরা অনেক কষ্ট পায়। তাদের আমল দেখলে মানুষ মনে করে এরা না জানি কতই ধর্মপ্রাণ। এদের আমলের কাছে সাহাবা (রাঃ) ও নিজদেরকে অসহায় মনে

করতেন। এরাই বর্তমান যুগের খারেজী। যারা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে শহীদ করেছিলো। ১৪শ বছর ধরে চলে আসা ইসলামকে পরিবর্তন করে এরা কায়েম করতে চায় নতুন এক ইসলাম যেখানে কোন মানবতা অবশিষ্ট থাকবে না। কেউ কোন ভুল করলেই কতল করে প্রতিশোধ নেয়াই এদের স্বভাব। ক্ষমা বলতে এদের কাছে কিছু নেই। এদের হাতে কোন মানুষই নিরাপদ নয়।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনুল কারিমে অন্যায়ভাবে হত্যা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধ সম্পর্কে ইরশাদ করেন- 'যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন পুরো মানবজাতিরই প্রাণ রক্ষা করল (৫:৩২)।' অন্যায়ভাবে হত্যার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা ইরশাদ করেন- কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন (৪:৯৩)। ইসলাম কোনোভাবেই অন্যের জানমালের ক্ষতিসাধন সমর্থন করে না। যারা মানুষের জানমালের ক্ষতি করে ইসলাম তাদের প্রকৃত মুমিন বলে স্বীকৃতি দেয় না। রসুলুল্লাহ [ﷺ] ইরশাদ করেন- 'প্রকৃত মুমিন সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ।' সুতরাং একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনো অন্য মুসলমানের জানমালের ক্ষতি করতে পারে না।

তালেবানী শয়তানীর কিছু নমুনা

লেবাসে মুসলমান হলেও ইসলাম থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে এরা। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে আমেরিকা, পাকিস্তান আর সৌদি ওহাবীপন্থীদের আর্থিক এবং সামরিক সহযোগিতায় এদের প্রবর্তন। আফগানিস্তানে একসময় বিধবা স্বামী-সন্তানহারা নারীগণ তৎকালীন

সরকারের বিশেষ দয়ায় চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা সেসব নারীদের ইসলামের ধোঁয়া তুলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। ফলে সেসব বিধবা স্বজনহারা অসহায় নারীরা বাধ্য হয় রাস্তায় রাস্তায় বসে কুরআন তেলাওাতের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে। কিন্তু সেসব অভাগা নারীদের কপালে তাও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ওসামা বিন লাদিনকে ধরার নাম করে পশ্চিমা শক্তি গুলি, মর্টারসেল, ট্যাঙ্ক নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে আফগানদের উপর। লক্ষ্য লক্ষ্য নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়, আর ঘরবাড়ী ছাড়া হয় আরও কয়েক লাখ। আফগানিস্তান পরিণত হয় একটি ধ্বংসস্তূপে।

ইহুদী খৃষ্টান আর ইসলামের শত্রুদের সাহায্য নিয়ে এসব ওহাবীপন্থী, সালাফী, লা-মাজহাবী গোষ্ঠী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ইসলামকে কলংকিত করে চলেছে। এদের বিরুদ্ধে সবাইকে একতা বদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। এদের কারণে মানুষ ইসলামকে ঘৃণা করে আর আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী [ﷺ] কে বিধর্মীরা গালি দেয়। মানুষ কুরআন হাদিস পড়ে ইসলামকে জানতে চায় না। মানুষ দেখে মুসলমানের আচরণ। আর তাদের এ হিংসাত্মক আচরণ প্রকাশ করে এমন এক ইসলামের যার সাথে ১৪০০ বছর আগের ইসলামের কোনই সংস্রব নেই।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাদ্বিয়াল্লহু আনহু) ইস্তাম্বুলে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে ইস্তাম্বুলে রোমানদের দুর্গের দ্বারপ্রান্তে শায়িত করা হয়। আর শত্রুকে এই বলে হুশিয়ার করে দেয়া হয় যে, "তোমরা মহানবী [ﷺ]-এঁর এই সাহাবীর কবরকে অসম্মান করলে মুসলিম আরবে তোমাদের খৃষ্টানদের একটি চার্চও অক্ষত থাকবে না।"

এই হুঁশিয়ারির পর খৃষ্টানজগত হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর মাজারকে সম্মান করতে থাকে। যা ইস্তাম্বুলে আজো বিদ্যমান রয়েছে। এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হল যে, বর্তমান বিশ্বে মুসলিম

অমুসলিম এমন এক সূত্রে বাঁধা, হাতের কাছে পেয়ে শত্রুকে বদ করতে যাওয়া মানে অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য বিপদ ডেকে আনা। তালেবান বা জংগী গোষ্ঠী পশ্চিমা বিশ্বের কাউকে হাতের কাছে পেলেই জিম্মি করে নিয়ে জবাই করে বসে। এরপর তারা এর ভিডিও চিত্র আবার গর্ব ভরে নেটে ছেড়ে দেয়। অথচ তারা একবারও চিন্তা করে না, তাদের অন্য মুসলমান ভাইদের কি হবে যারা পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করছে? তারা হয়তো ৫ জনকে হত্যা করছে। অপরদিকে পশ্চিমা বিশ্ব ইরাক, আফগানিস্তান, লেবানন, সিরিয়া, লিবিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কৌশলে হত্যা করছে লক্ষ লক্ষ মুসলমান। কাজেই এখনই প্রকৃত সময় এসব জংগীদের প্রতিহত করা। শহীদ ফারুকী রহঃ ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জীবন লড়ে গেছেন। আসুন আমরা সত্যিকারের ইসলামী আদর্শে ফিরে যাই। এসব জংগী আর সন্ত্রাসীদের পরিত্যাগ করি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মুসলিম নামধারী এসব নরপশুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুক। আমীন।

কান্ডারী হুঁশিয়ার!

আবছার তৈয়বী

সারা দেশে আজি বহে নিরবধি জঙ্গিবাদের ঝড়,
আলীর শক্তি দিলে নিয়ে বল- আল্লাহু আকবর।
সুউচ্চ রবে তোমরাই সবে বলো রিসালাত ধ্বনি,
দাও নিজে সঁপে নবী নাম জপে সে নামে মধু-খনি।

যুগের এজিদ বিছিয়েছে আজি জঙ্গিবাদের ডালা,
হোসাইনী সৈনিক ডাকে দৈনিক বাংলার কারবালা।
মুনাফিক সব করে কলরব তুমি কি থাকিবে চুপ?
তোমাদের দিকে ফিরে আছে দেখো ঐ মৃত্যুকূপ।

জেগে উঠ তুমি নবী নাম চুমি হাতে নাও তরবারি,
পীর-দরবেশ নাও রণ-বেশ যতো আছো দরবারী।
দরবার ছাড়ো রাজপথ ধরো হাঁকো হায়দরী হাঁক,
কুম্ভকর্ণের কানের পর্দা সে হাঁকেই ফাটিয়া যাক।

গদিতে বসিয়া হেলিয়া দুলিয়া করিবে দিবস পার?
ওরে বেখবর! দেহ অজগর তোর নাই কোন ছাড়।
বে-আমল সূফি! বসে চুপিচুপি দীনটা করেছো শেষ,
তেজহীন আলেম জানো হে জালেম বাতিলে ভরেছে দেশ।

মিঁউ মিঁউ রবে কী যে আর হবে মাথায় ঢুকে না কিছু,
যারা তোষামোদে- আছে খোশামোদে তারা পড়ে রয় পিছু।
খানকায় বসে আরাম আয়েশে টিপিবে তসবীহ দানা?
সালাফী শাপে পুরো দেশ কাঁপে করিবে তোদের ফানা।

মরেও অমর হইতে চাহিলে নাও ফারুকীর পিছু,
জানো তুমি তবে শাহাদাতের চে' বড় আর নাই কিছু।
বাতিল এসেছে কাতিল বেশে যে কান্ডারী হুঁশিয়ার,
পীর যার যার জানো তবে তুমি সুন্নিয়ত সবার।

উৎসর্গ: বাংলাদেশের জাতীয় কবি, সাম্যের কবি, বিদ্রোহী কবি, জন-মানুষের কবি, ইসলামী রেনেঁসার কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং শহীদে মিল্লাত আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহ.) এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

তারিখ: ২৭ আগস্ট, ২০১৬ খৃ.
আবুধাবি, ইউ.এ.ই।

আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা] একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র

মাওলানা আব্দুল আজিজ মিরপুরী

[আলহামদুলিল্লাহ। আল্লামা শহীদ নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] জনকল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগ-এ দেশের বরেণ্য উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, আমাদের সবার প্রিয় আলোচিত মানুষ শহীদে মিল্লাত আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকীর শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি "স্মারক গ্রন্থ" প্রকাশের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। শহীদে মিল্লাত আল্লামা ফারুকী (রঃ) স্মারকগ্রন্থে আমাকে দু'কলম লেখার সুযোগ প্রদানের জন্য উক্ত ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।]

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের। আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত, সুচিন্তিত, সুদুর প্রসারী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, মেধা ও মননশীল, ইসলামের মূল আক্বিদায় বিশ্বাসী। সদালাপ হাস্যোজ্জ্বল মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা আমার নেই। এই মুক্ত চিন্তা চেতনার মানুষটি অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেক পথ পেরিয়ে হয়ে উঠেছিলেন সবার প্রাণপ্রিয়, অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ফারুকী। স্থান করে নিযেছিলেন প্রতিটি মানুষের হৃদ-মাজারে। দ্বীনদার ও তাক্বওয়াশীল এই মানুষটি ছিলেন সচেতন ও তথ্য-উদঘাটনে অনুসন্ধানী। তাই প্রিয় নবী মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এঁর বিচরণ ক্ষেত্র সহ অসংখ্য ঐতিহাসিক স্থান, অজানা ইতিহাস জনসম্মুখে তুলে ধরে যে মহান দায়িত্ব পালন করে যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা তুলনাহীন। তাঁর সাবলিল উপস্থাপনা, মার্জিত বাচনভঙ্গী, সুমধুর কণ্ঠস্বর ও সঠিক ব্যাখ্যা-

বিশে-ষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অনেক গুনে গুনান্বিত। তিনি সার্বজনীনভাবে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন আক্বিদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। কোরআন ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এঁর প্রতি ভালবাসা। সময়ের সাহসী সৈনিক, অকুতোভয়, স্পষ্টবাদী ফারুকী একটি চেতনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ফারুকী [রহঃ] কর্তৃক চালুকৃত "কাফেলা" জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিলো। আজও এদেশের মানুষ প্রতি রমজানে এবং রমজানের বাইরে অন্যান্য সময়ে "কাফেলা" দেখে চোখ ও অন্তর শীতল করে। ফারুকীকে খুঁজে ফেরে 'কাফেলা'-র মধ্যে। উন্মুক্ত ও স্বাধীন চেতনা কাফেলার মধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। তিনি তাঁর শিক্ষা ও দর্শন থেকে কখনও বিচ্যুতি হননি। তিনি সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালিত করেছেন। তিনি পৌঁছেছিলেন সাফল্যের সোপান পেড়িয়ে শেকড় থেকে শিখরে। হয়ে উঠেছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন, স্নেহভাজন ও ভালবাসার পাত্র।

ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে বেরিয়ে এসে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এঁর সুন্নতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর জীবনের আলোকপাত করতে গেলে অল্প পরিসরে শেষ করা যাবে না। দরকার গবেষণা, ধৈর্য্য, একাগ্রতা ও সময়। তাঁকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যতদুর দেখেছি তাতে তাঁর চলনে-বলনে, আচার-আচরণে ছিল যেন পরশ পাথরর আদল। যার স্পর্শে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক জীবন সুন্দর থেকে সুন্দর হত। সেই পরশ পাথরকে কি করে ভুলি, ভোলা যায় না।

তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল, জানার ছিল, পাওয়ার ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের কাঁদিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছেন। হয়ত আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর সৃষ্টি ও

কর্মের মধ্যেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। মানুষের মৃত্যু হলেও তাঁর শিল্পকর্মের কোনদিন মৃত্যু হয় না।

যে কোন মহৎ যাত্রাপথেই বাঁধা আসে। ফারুকীর বেলায়ও তাই হয়েছিলো। যখন অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস হয়ে চলেছে, যখনই মুসলমান বিভিন্নভাবে ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করল, সত্য-মিথ্যার বেড়াজালে ধর্মপ্রাণ মুসলমান দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দিশেহারা এক বলয়ে ঘুড়পাক খেতে লাগল, তখনই ফারুকী সত্য সুন্দর পথ প্রদর্শক হিসাবে সঠিক তথ্য উপাত্ত নিয়ে হাজির হলেন। দেখাতে থাকমেন আল্লাহ্ ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এঁর নৈকট্য লাভের সঠিক নির্দেশনা। ঠিক তখনই গোমরাহ, কাপুরুষ মিথ্যাবাদী ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা ঢাকতে বেছে নেয় নোংরা পথ। তাঁকে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে না পেরে ব্যর্থতায়, লজ্জায় অপমানে চিরতরে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিতে ঘৃণ্যপথ বেছে নেয়। রাতের অন্ধকারে এই দীপশিখা চিরতরে নিভিয়ে দেয়। কিন্তু তারা জানে না নক্ষত্রের আলো কখনও নিভানো যায় না। লক্ষ প্রদীপের আলো প্রজ্জ্বলিত থাকবেই। সুন্নিয়তের অগ্রযাত্রাকে আরো বেশী প্রবাহমান করতে ও ফারুকীর চেতনাকে সমুন্নত রাখতে কাজ করে যাবে ফারুকীর আদর্শের সৈনিকেরা। সেই প্রত্যাশা করছি।

পরিশেষে শহীদে আল্লামা ফারুকীর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁকে বেহেশতবাসী করুক। আমিন ছুম্মা আমিন।

শহীদে মিল্লাত [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]

আল্লামা মিরাজী

শহীদে মিল্লাত আল্লামা শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকী রহঃ একটি নাম, একটি প্রতিষ্ঠান। যাই বলি না কেনো কোনো কথা দিয়েই শহীদে মিল্লাত আল্লামা শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকী রহঃ 'র কথা শেষ করা যায় না।

নিখিল বিশ্বের শিল্পীর, কুল-কায়েনাতের শিল্পীর, নিজ কুদরতি হস্ত তুলির পরশে মাটি, আগুন, পানি ও বাতাসের সমন্বয়ে আশরাফুল মাখলুকাতের আদি পিতা হযরত আদম আঃ সৃজিত, তাঁরই হাবীবের সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রেমে। সেই প্রেমের ধারায় নূরের জ্যোতিই ওই চারে এই শরীয়াত, তরিকত, মারেফত ও হাকিকত। চারই ধারণকারী শহীদে মিল্লাত হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কদমে হায়াতে রিজিক প্রাপ্তিতে প্রজ্জ্বলিত।

শুধু আমাদের অন্তর চক্ষু অন্ধ তাই দেখিনা। তবুও অন্ধত্বে অনুভবে ৪ জিনিষে সৃষ্টি মানব, ৪ পন্থার প্রেমিকরা দেখে, বোঝে ও অনুভবে সিক্তই হয়, অংগারিত নবীর দঃ প্রেমে। প্রেমেই জীবন, জীবনে ওনি ওনাতেই নবীর কদম মুবারক সেখানেই রবের প্রেমিক প্রস্ফুটন উজ্জ্বল তারকা।

এই তারকারাজিরাই উড়াবে সুন্নীয়াতের বিজয় নিশান এ বাংলায়।

শহীদে মিল্লাতের ভিত্তিতে ইন্ শা আল্লাহ্। আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামীন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

দেখালেন পথ ফারুকী (রহঃ)

আল্লামা মিরাজী

আল্লাহ্ আমার সৃষ্টিকর্তা,
বান্দা আমি তারি (তারই)
তাঁর হাবীবের জন্যি সবি (সবই),
সৃজিলেন আমারি (আমারই)
দেখালেন পথ ফারুকী (রহঃ)

আল্লাহ্ আমার সৃষ্টিকর্তা,
বান্দা আমি তারি।

আমি উম্মতে মুহাম্মদী,
আশেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)
পড়ি ছল্লি আলা মুহাম্মাদীন,
পড়ে সৃষ্টিকূল
কূলহারা এই পথিকেরে দেখালেন পথ ফারুকী (রহঃ)
দেখালেন পথ ফারুকী

আল্লাহ্ আমার সৃষ্টিকর্তা,
বান্দা আমি তারি
তাঁর হাবীবের জন্যি সবি,
সৃজিলেন আমারি।

তুমি রবে নীরবে, নিভৃতে...
সাহস যোগাবে যুগে যুগে, কালে কালে

মুহাম্মদ জাবেদ হোছাইন

[মুহাম্মদ জাবেদ হোছাইন। ছাত্রজীবনের প্রতিটি ধাপেই প্রথম স্থান অধিকার করে মেধার স্বাক্ষর অব্যাহত রাখেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ. অনার্স (২০১৩) ও মাস্টার্স (২০১৪) উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সর্বোচ্চ ডিগ্রিতেও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এলএলবি শেষ বর্ষের পরীক্ষার্থী। ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি প্রবল ঝোঁক। সেই সুবাদে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সাহিত্যিক পুরস্কারপ্রাপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন দেশের বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিক কালের কণ্ঠে (২০১০) পত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। সেই থেকে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে সমসাময়িক জাতীয়-আন্তর্জাতিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক নানা ইস্যু নিয়ে লেখালেখিতে সিদ্ধহস্ত।]

২৭ আগস্ট, ২০১৪। বুধবার। রাত তখন মাত্র ন'টা ছুঁই ছুঁই করছে। আর তখুনি পূর্ব চরণদ্বীপ নিবাসী মাওলানা ওসমান রেজা আমাকে আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃসংবাদটি দিলেন। আমি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারিয়ে অশ্রুসজল নয়নে বিষয়টি মাস্টার আবু তাহের মো. ফারুকের সাথে শেয়ার করলাম। তিনিও আমাকে একই কথা জানালেন। আমার তখন মনে হয়েছিল আমার পিতার মৃত্যু সংবাদটিই যেন আমি গায়ে মাখলাম। হ্যাঁ, আমি সুন্নিয়তের এক কিংবদন্তির মর্মান্তিক শাহাদাতের কথাই বলছি। তিনি মাওলানা শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। গোধূলি লগনে পশ্চিমা গগনে সেদিন নতুন চাঁদ উঠেছিল। জিলক্বদের (এটি নিষিদ্ধ মাসসমূহের একটি)। ইসলাম

ধর্মমতে যেখানে এ মাসে রক্তপাত তো বটেই; সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও নিষেধ, সেখানে জিলক্বদের মতো একটি পবিত্র ও নিষিদ্ধ মাসে ঘাতকদের এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ বিশ্ববিবেককে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

চট্টগ্রামের জনপ্রিয় দৈনিক পূর্বদেশের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, একজন ধর্মীয় পন্ডিত, সুবক্তা ও টেলিভিশনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে মাওলানা শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকীর পরিচয় শুধু দেশে নয়, বিদেশেও ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তিনি দেশের জনপ্রিয় টেলিভিশন "চ্যানেল আই"-এর ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে', 'শান্তির পথে' ও 'কাফেলা'র উপস্থাপক ছিলেন। বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী শাইখ ফারুকীর ধর্মীয় বক্তব্যগুলো ছিল নিরেট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বক্তব্য, তথ্য ও উপাত্ত বিভ্রান্ত মানুষকে সত্যের দিশা দিত নিঃসন্দেহে।

একেবারে সহজ-সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত অথচ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি অবিচল এমন একজন ইসলামী চিন্তাবিদকে সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় কায়দায় বর্বরোচিতভাবে জবাই করে হত্যা করা কোনো মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন সভ্য মানুষের কাজ হতে পারে না। এমন নির্মম হত্যাকান্ডের সংবাদ শুধু তাঁর অনুসারীদেরই নয়, দেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে মর্মাহত করেছে। সভ্যতার চরম উষালগ্নে এমন বব্বরতা জাতির বিবেককে দংশন করেছে দারুণভাবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের এদেশে একজন বিশ্ববরেণ্য খ্যাতিমান আলেমকে নিজ বাসভূমে ঢুকে যেভাবে হাত-পা বেঁধে ছুরি চালিয়ে ও পশুর মতো জবাই করে হত্যা করা হয়েছে তা দেশের শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরাত্মায় রক্তক্ষরণ করেছে। মানুষ চোখের পানি আর প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে রাস্তায় নেমেছে।

৩১ আগস্ট দেশব্যাপী হরতাল ডেকেছে অহিংস ছাত্ররাজনীতির মডেল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা। পরদিন দেশের জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকগুলোতে সংবাদ বেরিয়েছে: জ্বালাও-পোড়াও-আতংক নেই, বিস্ফোরণের শব্দ নেই, নেই গাড়ি ভাঙচুর, কোথাও কোনো ধরণের আতংকের লেশমাত্র নেই। গতকাল রবিবার (৩১ আগস্ট, ২০১৪) এমন এক হরতাল দেখেছে দেশের মানুষ।

পূর্বদেশের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আমরা সাধারণত হরতাল বলতে বোমাবাজি, ককটেল নিক্ষেপ, গাড়ি পোড়ানো মার্কেট ভাঙচুর, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট, গ্রেফতার, আতংকিত মানুষের দিগ্বিদিক ছুটোছুটি, দৃশ্য ধারণের জন্য টিভি ক্যামেরাম্যান আর ফটো সাংবাদিকদের প্রতিযোগিতা এসব দৃশ্যের সঙ্গেই পরিচিত। কিন্তু গতকালের সর্বাত্মক হরতালে এসব দৃশ্যের কিছুই ছিল না। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন আমেজ ছিল এই হরতালের। অন্য হরতালে নগরীর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সড়কে স্বাভাবিক গাড়ি চলাচল করলেও গতকালের হরতালে তা ছিল না। সাধারণ লোকজনের সঙ্গে আলাপকালে বুঝা গেছে, হরতালের ভোগান্তির চেয়ে মাওলানা ফারুকীর হত্যাকান্ড তাদের বেশি ব্যথিত করেছে এবং তারাও হরতালকে একধরনের নীরব সমর্থন দিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে হরতালের নতুন এক সংজ্ঞা দিল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা।

পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়া এই নির্মম মুহূর্তেও সুন্নি জনতা সেদিন ধৈর্য্যের যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিল, তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। মুখে ক্ষোভের আগুন ও চোখে জল নিয়ে পিকেটাররা সরব ছিল রাস্তায়। হাতে লাঠিসোঁটা মোটামুটি দেখা গেলেও মারমুখী আচরণের লেশমাত্র ছিল না পিকেটারদের। কেননা ২০১২ সালের ১৭ ডিসেম্বর চট্রগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ ময়দানে অনুষ্ঠিত

তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে প্রদত্ত ফারুকীর সেই জ্বালাময়ী ভাষণটিই তাঁদের কানে বাজছিল যেন!

'প্রয়োজনবোধে আমাদের পিঠ যদি কোনো সময় দেয়ালে ঠেকে যায়, গোটা বাংলার অলি-আল্লাহ্ মাটির নিচে-ওপরে আমরা একত্রিত হয়ে যাবো। তোমরা চিন্তা করে কথা বলো সেদিনের। মাঠে-ময়দানে মুখে যা আসে তাই বলে দিচ্ছ; এই কথা মনে করবে না, আমরা বুঝতে পারছি না, আমরা ভয় পাচ্ছি তা নয়। সুন্নিরা জঙ্গিবাদের গোষ্ঠী নয়। সুন্নিরা বিশৃঙ্খলবাদীর গোষ্ঠী নয়। সুন্নিরা মারমুখী নয়, সুন্নিরা কারবালার ভূমিকায় ইয়াজিদের গোষ্ঠী নয়।

'তোমরা ইয়াজিদের গোষ্ঠী, তোমরা বিশৃঙ্খলবাদীর গোষ্ঠী, জঙ্গিবাদের গোষ্ঠী; কথা বলার আগেই লাঠি বের কর, টস করার আগেই লাঠি বের কর। সুন্নিরা সবুর করে, ধৈর্য্য ধরে। ...নবীর গোলাম যারা আমাদের আত্মাও জ্ঞানে ভরপুর, সবুরে ভরপুর। আমরা ধৈর্য্য ধরতে পারি। আমাদের শেরে বাংলাকে তোমরা মেরে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিলে। তোমরা আরো অলি-আল্লাহ্কে মেরেছো; কিন্তু তাঁরা পৃথিবী থেকে একজন চলে গেছেন লক্ষ শেরে বাংলার জন্ম দিয়ে গেছেন তাঁরা। তোমরা একজন হোসাইনকে মাটির ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে ভেবেছো নিরাপদ হয়ে গেলাম! মনে রেখো, কিয়ামত পর্যন্ত নবীর প্রত্যেক গোলামের কলিজায় একজন করে জীবিত হোসাইন আছে।'

এই মহাবাণীগুলোই আড়ালে থেকে ফারুকী নিজেই যেন প্রতিটি পিকেটারের কানে কানে বলে যাচ্ছিলেন। তাই সাধারণ পথচারীও সেদিন ফারুকীর সম্মানে মাথা হেঁট করেছিল। গাড়ি-ঘোড়া তো বটেই, অন্য হরতালে 'রাস্তার রাজা' বনে যাওয়া রিকশাও চোখে পড়েনি সড়কে। ভোর ছ'টা থেকে আমি কালুরঘাট এলাকায় ছিলাম। নিজ চোখেই দেখেছি, কোনো রকমের বাধা না দেওয়া সত্ত্বেও বাই-সাইকেল

চালক সাইকেল থেকে নেমে পায়ে হেঁটেই ব্রিজ পার হয়েছেন। দুর্লভ এই দৃশ্য ফারুকীর জন্য মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসারই দলিল।

আল্লামা ফারুকীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর সহকর্মী ও বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেন, নবী-অলিদের স্মৃতিধন্য স্থান ও বস্তুগুলো ধারণ করার জন্য ফারুকী যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে আমার কাছে এক অন্য গ্রহের মানুষ মনে হতো। আর ক্যামেরাবন্দি ছবিগুলো উপস্থাপনের জন্য নাতিদীর্ঘ যে গ্রন্থনা তিনি প্রস্তুত করতেন, সেগুলো আঠা দিয়ে দর্শকদের মনে বসিয়ে দেওয়ার মতো করে তৈরি করতেন। সে কারণে যে ক্যামেরা নিয়ে তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন, তিনিও হয়ত জানতেন না, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো তাঁর ঐ ক্যামেরার পেছনে কোটি কোটি দর্শকও ঘুরে বেড়াতেন।

শ্রীলংকায় হজরত আদম (আ.)-এঁর পদচিহ্ন ক্যামেরায় ধারণ করার জন্য ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে গা এলিয়ে তিনি যখন শুয়ে পড়লেন, কোটি কোটি দর্শক তখন যে কষ্ট অনুভব করছিল, তা নিজের মা-বাবা অসুস্থ হওয়ার কষ্ট থেকে কম নয়।

২০১১ সালে অনুষ্ঠিত চরণদ্বীপ দরবার শরীফের মিলাদুন্নবীর মাহফিলে আল্লামা ফারুকী বক্তব্য রেখেছিলেন। সেদিন তাঁর সাথে তাঁর ছোট ছেলে ফয়সাল ফারুকীও ছিলেন। তিনি সুললীত কণ্ঠে মিলাদ-কিয়াম পরিবেশন করেছিলেন। ফয়েজ নেয়ার জন্য সঙ্গে ছোট ছেলেকে নিয়ে এসে সেদিন তিনি শাহে চরণদ্বীপের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছিলেন। মাহফিল শেষে শাহে চরণদ্বীপের রওজা জিয়ারতের পর এক আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি জানি আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না'।

২ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক লালদীঘির ময়দানে আল্লামা ফারুকী হত্যার প্রতিবাদে মহাপ্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভরা দিবাকরের কিরণজ্বালা সহ্য করে মনে গভীর ক্ষোভ ও চোখে জল নিয়ে লাখো মানুষ প্রতিবাদ জানাতে আসে। তখন সমাবেশের মাঝখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। গত বছর জশনে জুলুসের মাহফিলে জামেয়ার ময়দানে লক্ষ লক্ষ নবীপ্রেমিকের উত্তাল সমুদ্রে প্রদত্ত শাইখ ফারুকীর বক্তব্যের কিছু অংশ যখন শোকাবহ প্রতিবাদ মহাসমাবেশের মাইকে প্রচার করা হয়, তখন মাঝমাঠে হঠাৎ কান্নার সুর। কেউ কেউ হু হু করে কেঁদে উঠছেন, আবার কেউ কেউ বুকের ভেতর জমে থাকা কষ্ট প্রকাশ করছিলেন। এ অডিও বার্তাটি যতক্ষণ বাজছিলো ততক্ষণ যুবক থেকে শুরু করে অশীতিপর বৃদ্ধ সবার মাঝে এক শোকাবহ প্রতিবাদের সুর ভেসে উঠে। এক পর্যায়ে সাখাওয়াত উল্লাহ নামের এক সেনাকর্মী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন অসংখ্য ভক্ত। এ সময় উপস্থিত অনেকের চোখে পানি যেন ছল ছল করছিলো। আল্লামা ফারুকী যেন মৃত্যুর মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ ভাষণটি দিচ্ছিলেন (দৈনিক আজাদী, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪)।

কী ছিল সেই ভাষণে? আল্লামা শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকী অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন, 'এ যাবৎ প্রায় তিন বছর ধরে আমাকে বহুবার হুমকি দেওয়া হয়েছে: তোমাকে ব্ল্যাক লিস্ট করা হবে, সৌদি আরব যাওয়া বন্ধ করা হবে। তোমরা আমার সৌদি আরব যাওয়া বন্ধ করবা! তার আগেই আমার দয়াল নবী পঁচিশবার হজ করাইছে আমারে। বন্ধ করে দাও, তোমার দেশে আমি না গেলাম, অসুবিধা নাই। আপনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে মামলা হতে পারে। আরে আন্তর্জাতিক মামলা কেন, আমি আরো খুশি আমাকে জেলে রেখে দিন।

'আমি আন্তর্জাতিক মামলা কেন, আমি গোটা দুনিয়া ছাড়তে পারি, চাকরি ছাড়তে পারি, মান-সম্মান ছাড়তে পারি; যদি আমাকে জঙ্গলের

কোনো গর্তেও বসবাস করতে হয় তাতেও আমি রাজি আছি। কিন্তু আমার রাসূলকে আমি আমার বুক থেকে সরাতে পারবো না। তোমরা যতই যা কর, আমি রাসূলকে ভুলতে পারবো না।

'আমি মনে করি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম, পৃথিবীর সবচাইতে বড় আলেম, পৃথিবীর সাত শত কোটি মানুষের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি, আলেম ব্যক্তি; তার ভিতরে যদি আমার নবীর প্রেম না থাকে, তার ভিতর যদি নবীর আদব না থাকে; আমি তাকে আমার পায়ের জুতার সুকতলা মনে করি। এর বেশি কিছু মনে করতে পারি না। রাস্তার মুচি, রাস্তার চামার, রাস্তার একটা সুইপার, যদি তার কলিজায় নবীর প্রেম থাকে, নবীর আদব থাকে; আমি আমার মাথার তাজ তাকে আমি মনে করি।'

কান্নাজড়িত ফারুকীর এই বক্তব্য শুনে আমি হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললাম। রোদ-চশমা বেয়ে জামা ভিজিয়ে দিচ্ছিলো স্রোতের অশ্রুধারা। আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের চোখেও আমি বেদনার অশ্রু দেখেছি। ফারুকীর জন্য সর্বস্তরের মানুষের এই বিয়োগবেদনা নিঃসন্দেহে তাঁরই নিষ্কলুষ জীবন-যাপনের একখানা প্রামাণ্য দলিল।

পথহারা মানুষকে যিনি 'কাফেলা'র আশ্রয়ে পৌঁছে দিতেন, তাঁকে জবাই করা হলো। সাধনার পথে শত্রুর বহুমুখী আঘাতকে আঘাত মনে না করে যিনি তাদের 'শান্তির পথে' ডাকতেন, তাঁকে জবাই করা হলো। সারাটি জীবন যে মানুষটি জাতিকে ভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্য 'সত্যের সন্ধানে' দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁকে জবাই করা হলো। মানুষ মরণশীল। কিন্তু কিছু মানুষ মরণকে বরণ করে নেয় অমরত্বের সুধা পানে। ফারুকী সেই অমৃত সুধা পান করেছেন। তাইতো উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম ও কবি মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর লিখেছেন,

'কাতলে হোসাইন আসল মে মুর্গে ইয়াজিদ হ্যায়,

ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বাদ'।

২০১৪ সালের ২৮, ২৯, ৩০ আগস্ট প্রকাশিত দেশের শীর্ষ দৈনিকগুলোর খবরে প্রকাশ, যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত দল হিসেবে জামায়াতের সংশ্লিষ্টতার পক্ষে আল্লামা ফারুকী ছিলেন প্রধান সাক্ষী। ইতিপূর্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অনেক সাক্ষীর হতাহতের ঘটনাও ঘটিয়েছে মানবতাবিরোধী এই চক্রটি। কাজেই একই আদলে ফারুকীকে হত্যা করাও তাদের ওপর যেন 'ওয়াজিব' হয়ে পড়েছিল! তাছাড়া ফারুকী হত্যা মামলার প্রধান আসামী একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের ইসলামী বক্তার আইএস-সামঞ্জস্যতাও রহস্যজনক। ওই বক্তার মতে ইসলাম ধর্মের পবিত্র বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' একসঙ্গে পাশাপাশি লেখা যাবে না। 'লা-ইলাহা...' ওপরে এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নিচে লিখতে হবে। একই দৃষ্টিভঙ্গি আইএসের! আপনি আইএসের ব্যবহৃত পতাকা লক্ষ্য করলে বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। তারা বাক্যটির প্রথমাংশ ওপরে এবং দ্বিতীয়াংশ নিচে লেখে, তা-ও সিলমোহর আকারে।

ফারুকী হত্যার বিচার নিয়ে দেশে দুই বছর ধরে আন্দোলন-সমাবেশ-মানববন্দন অনেক কিছু হয়েছে। 'শান্তির পথে'র দর্শকরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে জঙ্গিবাদের লালনাকারী পিস টিভি ও জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচনপূর্বক তাঁকে নিষিদ্ধ করার জোর দাবি জানিয়েছিল সেসময়। কিন্তু তাতে সরকারের টনক নড়েনি। সরকারের এমন 'গোয়ারের চামড়া'র ভুমিকার কারণেই ততদিনে মহীরুহে ফিরে এসে নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দিতেই দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম ও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করে জঙ্গিগোষ্ঠী। সেই সঙ্গে হলি আর্টিজানে আমাদের নির্বিকার চোখে দেখতে হয় নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের সারি সারি লাশ।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, লোমহর্ষক এই হত্যাকান্ডের চার বছর পূর্ণ হয়ে গেল; কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ছয়জনের নামে মামলা করা হলেও মূল কোনো আসামিকেই গ্রেফতার করতে পারেনি সরকার। এরই মধ্যে একের পর এক ব্লগার হত্যাকান্ডের পর তদন্তকারী সংস্থা কয়েকটি ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করলেও বিগত চার বছরে ফারুকী হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত আসামিদের গ্রেফতারে সরকার কিংবা তদন্তকারী সংস্থার সদিচ্ছার অভাবের অভিযোগ সবার মুখে মুখে। আসামিরা বীরদর্পে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে প্রশাসনের ছত্রছায়ায়। তাই 'কচ্ছপ দৌড়ে' বিচারের উদ্যোগ সরকারের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, জঙ্গিদের সব হত্যাযজ্ঞের পূর্বপরিকল্পনার প্রায় একই ঘরানার। খুনিরা শাইখ ফারুকীকে হত্যার পূর্বে তাঁর সঙ্গে হজে যাওয়ার বাহানা নিয়ে সপ্তাহব্যাপী রেকিং করে। তবে পরিতাপের বিষয়, ব্যক্তি ফারুকীর হত্যা-রহস্য উদ্ঘাটনে গোয়েন্দা সংস্থার অবহেলার খেসারত আমাদেরই এখন দিতে হচ্ছে বৈ কি। বিশ্লেষকরা বলছেন, শাইখ ফারুকীর মতো একজন বিশ্ববরেণ্য মিডিয়া ব্যক্তিত্বের এই নির্মম হত্যাকান্ডের বিচারহীনতাই আজকের জঙ্গি-উত্থানের মূল কারণ।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক
mjhossain1993@gmail.com

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে গাইডলাইন

ডক্টর আব্দুল বাতেন মিয়াজী

ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ নতুন কিছু নয়। আগেও ছিল, এখনো আছে, থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। তবে বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা যেহেতু বলীর পাঁঠা, কোথাও সন্ত্রাসের কোনো ঘটনা ঘটলেই আগপিছ না ভেবেই এর সাথে মুসলমানদের জড়িত থাকার কথা ঘোষণা দেয়া হয়। নরওয়েতে এক কট্টরপন্থী খৃষ্টান সন্ত্রাসীর মাধ্যমে ৮৬ জনকে হত্যার পর কিছু কিছু মিডিয়া কোনও কিছু না ভেবেই ওই ঘৃণিত কাজ মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে প্রচার করতে থাকে। এর কয়েক ঘণ্টা পরই আসল সন্ত্রাসী ব্রেইভিক যখন নিজেই পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে তার কৃতকর্মের কথা প্রকাশ করে, তখন মুসলমানরা এ অপবাদ থেকে রেহাই পায়। আমেরিকার টুইন-টাওয়ার ধ্বংসের জন্য মুসলমানদের দায়ী করে ইরাক ও আফগানিস্তানে প্রায় ২০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়। দুটো দেশ ধ্বংসের সাথে সাথে আরো অনেক মুসলমান দেশ ধ্বংসে নীলনকশা করা হয়। অথচ টুইন-টাওয়ার ধ্বংসের ব্যাপারে খোদ আমেরিকাতেই দ্বিমত দেখা দিয়েছে। মাইকেল ম্যুর নামে এক খৃষ্টান এ ব্যাপারে আসল তথ্য উদ্ঘাটন করে একটি মুভিও তৈরি করেছিল। এতে খোদ আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ছোট্ট বুশ এবং তার সাথে কিছু রাঘব বোয়ালদের সংশ্লিষ্টতা দেখানো হয়। ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড এবং বিভিন্ন অমুসলিম দেশে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেগুলো নিয়ে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ঢালাও ভাবে এসবের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা হয় এবং অনেককে শাস্তিও দেয়া হয়।

মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদের প্রসার, ধ্বংসলীলা, যুদ্ধ, আত্মঘাতী হামলা, বোমা-হামলা, গাড়ি-বোমা এসবই পশ্চিমাদের অবদান। হয় তারা সরাসরি এর যাথে যুক্ত, না হয় তারা এসবের পেছনে

কলকাঠি নাড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর মিডিয়ায় কোনও রাখঢাক না রেখেই বিশ্বের এ যাবতকালের সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএসের মূল মাস্টার-মাইন্ড বলে নিজেদের কথা উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমা দেশে নির্বাচন এলেই কোথাও না কোথাও আত্মঘাতী হামলা করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশেই এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। ফলে কট্টর খৃষ্টান-ইহুদী পন্থী এবং ডানপন্থী দলগুলো খুব সহজেই নির্বাচনে জয় লাভ করে থাকে। আমেরিকার নির্বাচন, যেখানে বুশ এবং সাম্প্রতিককালের ট্রাম্পের ক্ষমতা লাভ, সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তাছাড়া স্পেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশের নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে বিভিন্ন হামলাও লক্ষণীয়। আরো লক্ষণীয়, এসব হামলার ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আফগানিস্তানের সেই তোরাবোরা পর্বতের গুহা থেকে হয় তালিবান এর দায় স্বীকার করতো, না হয় আল-কায়দা আর না হয় অন্য কোনও ইসলামী চরমপন্থি গোষ্ঠী নিজেদের ঘাড়ে এর দায় নিয়ে বিবৃতি দিতো। এমন সব গোষ্ঠীর নাম উঠে আসে যাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া অনেক সময় অসম্ভব হয়ে উঠে। যেমন এপ্রিলে শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাসী হামলা। কোথাকার কোন জামাত আল-তাওহিদ আল-ওয়াতানিয়া এর দায় স্বীকার করে নিয়েছে। এ সিলসিলা এখনো বহাল রয়েছে। এখন আল-কায়দা, তালিবান, বুকো হারামের সাথে নতুন করে যোগ হয়েছে আইএস। সিরিয়া ও ইরাকে যদিও এদের দিন শেষ, পশ্চিমা অনেক দেশে সন্ত্রাসী হামলার পর এদের নামে দায় স্বীকার অব্যাহত থাকবে আরো কয়েক কাল।

ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ সেই আদি কাল থেকেই ছিল। তবে মুসলমানদের কপাল খারাপ যে এর সম্পূর্ণ দায়ভার তাদের উপর এসে পড়ছে। বিভিন্ন দেশে খৃষ্টান চরমপন্থী দল ছিল এবং এখনো আছে। খোদ ব্রিটেনে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি নামে একটি সংগঠন অনেক

যুগ ব্রিটেনের মাটিতে রক্ত ঝরিয়েছে। স্পেনের চরমপন্থী খৃষ্টানদলটি সেখানেও অনেক সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছে। ইউরোপের মধ্যখানে বসে সন্ত্রাসবাদের চর্চা করেছে যুগোস্লাভিয়া। তারা বসনীয় মুসলমানদের উপর ৯০ এর দশকে কি অত্যাচারই না করেছে তা বিশ্ববাসি দেখেছে। ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, স্পেন, পর্তুগাল কীভাবে বুর্জোয়া সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি করেছে তাও সবার জানা। এদের কারণেই দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে ছিল। অথচ এর দায়ভার এসে পড়েছিল মুসলমানদের উপর, ফলে তুরস্কের উসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ে। ফিলিস্তিনসহ অনেক মুসলিম দেশ মুসলমানদের হাতছাড়া হয় এবং ফিলিস্তিন সহ অনেক দেশের নিরীহ মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত, নিগৃহীত এবং হত্যাযজ্ঞের স্বীকার হচ্ছে। ভারতের হিন্দু এসএসআর ও বিজেপি, মায়ানমারের বৌদ্ধ সন্ত্রাসী, কাশ্মীর, সেন্ট্রাল আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশে মুসলমানদের উপর অত্যাচারের কথা নাই বললাম।

সন্ত্রাসবাদ এখন সমগ্র পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছে। চারিদিকে বোমার আতংক। নিউজিল্যান্ডের সাম্প্রতিক ঘটনা, শ্রীলংকার চার্চে ও হোটেলে সন্ত্রাসী হামলা, মিশরে আইএসের হামলা এসবই এক ভয়ংকর ও অস্থিতিশীল পৃথিবীর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এর প্রতিরোধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে এর কোনও তড়িৎ সমাধান হচ্ছে না। শহীদে মিল্লাত আল্লামা ফারুকী রহঃ এ নিয়ে অনেক কথা বলতেন, বক্তৃতা দিতেন এবং টিভিতে এ নিয়ে আলোচনা করতেন। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামিক স্কলার এবং শায়খুল ইসলাম প্রোফেসর ডঃ মুহাম্মদ তাহিরুল কাদরী, আমেরিকার নব-মুসলিম শায়খ হামজা ইউসুফ, পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত শায়খ ইমরান হুসাইন এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী সুফিবাদী স্কলার এবং সাধারণ নিরীহ মানুষমাত্রই

ইসলামের নামে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো ইসলামের নামে যে সন্ত্রাসবাদ দেশে দেশে ছড়ানো হয়েছে এর পেছনে যে ধর্মীয় উগ্রতা কাজ করছে এর সূতিকাগার খোদ সৌদি আরবে। যার সাথে আমাদের আবেগ ও অনুভূতি জড়িয়ে আছে। কূটবুদ্ধি ইজরাইলের, ট্রেনিং আমেরিকার আর এসবের বলীর পাঁঠা নিরীহ মানুষ যাদের বেশিরভাগই মুসলমান। সৌদি-নজদী ওহাবীবাদের ভয়ংকর ছোবলের ধুম্রজালে বিশ্বের প্রতিটি দেশের তরুণ, যুবা, স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরা আটকা পড়ছে। একেক দেশে এদের একেক নাম, তবে এদের ধর্মীয় আক্বীদা এবং আদর্শ একই। সৌদি-নজদী ওহাবীবাদ। আল-কায়দা, তালিবান, বুকো হারাম, নুসরাহ ফ্রন্ট, আইএস, বাংলাদেশের জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ, আহলে হাদিস, লা-মাজহাবি এরা সবই একই সূত্রে বাঁধা। সবার মূল এক জায়গায়।

এদের সবাই সুফিবাদি ইসলাম পরিত্যাগ করে কট্টরপন্থী ও অসহনীয় ধর্মীয় উগ্রবাদকে গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এদের সবাই সূফীবাদকে শিরক আখ্যা দিয়ে থাকে। এদের কাছে শবে মে'রাজ বিদআত, শবে বরাত তথা শা'বানের মধ্য রাত্রির এবাদত জাহান্নামে নেবার জন্য যথেষ্ট, নামাযের পর হাত তুলে মোনাজাত হারাম, মৃত বাবা-মায়ের জন্য দোয়ার আয়োজন করলে তাদেরকে জাহান্নামে স্থায়ী করা হয়, মৃত ব্যক্তির জানাযার পর দোয়া করতে পারবেন না। যে নবীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম] জন্য ইসলাম পেলাম সে নবীর আগমনে খুশি হতে পারবেন না। হলে শিরক করলেন। কুরআনে সেই নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ বাধ্যতামূলক করা হলেও আপনি যখন তখন তা করতে পারবেন না। তারা সেখানেও আপনাকে বাধা দেবে। দাঁড়িয়ে নবীকে সালাম দিলে এদের কলিজায় আঘাত লাগে। এদের মতে আপনার ধর্ম হবে কালো আর সাদার মতো পরিষ্কার। এর

একটু হেরফের হলেই ধর থেকে কল্যা পড়ে যাবে। আইএস, তালিবান, আল-কায়দা তাই করেছে বছরের পর বছর। ইহুদি-খৃষ্টান আর মুসলিম নামধারী নজদী-ওহাবী, নব্য সালাফী, লা-মাজহাবী, তথাকথিত সহীহ হাদিসের অনুসারীরা ইসলামকে হাইজ্যাক করে নিয়েছে। সাধারণ মুসলমান সেখানে অসহায়।

বাংলাদেশের তরুণ-তরুণী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ শিক্ষিতদের কীভাবে এই ভয়ংকর ভাইরাস থেকে রক্ষা করা যায় এবং ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সে ব্যাপারে কিছু গাইডলাইন দেয়া হয়েছে এই লেখায়। শহীদ ফারুকী রহঃ এসবের বিরুদ্ধে মিডিয়ায় সাহসী ভুমিকা নিয়েছিলেন বলেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তিনি প্রতিনিয়ত এদের বিরুদ্ধে তথ্য ও প্রমাণ ভিত্তিক বক্তৃতা, বয়ান এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তিনি তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী লোকদের সামনাসামনি বাহাসেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন। চ্যানেল আই-এর মতো টিভিতে তিনি লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ দেবার পরও সন্ত্রাসের লালনকারী দলগুলো সামনাসামনি বসতে সাহস পায় নি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে শহীদ করা হয়। শহীদ ফারুকী যে বিষয়ে কথা বলতেন, সেসব বিষয়ের আলোকে এই গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। কীভাবে ইউটিউব, অনলাইন এবং পীস টিভি-শায়খদের মিথ্যাচার থেকে জাতিকে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে এই গাইডলাইন! কি কি ব্যবস্থা নিলে স্কুল-কলেজের উঠতি যুবক-যুবতীরা আর সাধারণ উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানগণ সালাফী নামধারী সহীহ কট্টরপন্থী আদর্শের ফাঁদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে এই লেখায়, ইনশা আল্লাহ্, আল্লাহ্র কুদরতে এবং দয়াল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী সাল্লামের রহমতে!

একঃ ইসলামের নামে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

ওহাবী/সালাফী নামধারী কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলোর অপতৎপরতায় আর ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের কৌশলগত এবং সামরিক সহায়তায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী এখন চলছে ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ। পূর্বে যেমনটি বলেছি, এর দায়ভার এসে পড়ছে সাধারণ মুসলমানের উপর। কলঙ্কিত হচ্ছে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। উইকিলিকস আর পশ্চিমা দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্টেই এখন জানা যাচ্ছে কিভাবে তারা নিজেদের স্বার্থে কট্টর মুসলিমদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দ মত দল তৈরি করে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ইরাকে ১৫ লক্ষ মুসলমান হত্যা করে এরা ক্লান্ত। আফগানিস্তানে কত লক্ষ মুসলমান হত্যা করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি। সৌদি সরকারের সরাসরি আহ্বান এবং আর্থিক সহায়তার আশ্বাসেও পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় নিজেদেরকে প্রত্যক্ষভাবে জড়াতে চায়নি। পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্র আর ইজরাইলের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ আর সামরিক সরঞ্জামাদি যোগানের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে "দায়েশ" আর "ইসলামী খেলাফত"-এর মতো এযাবৎকালের সবচে' ধনী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। পশ্চিমাদের ত্রিমাতৃক সহায়তার পাশাপাশি রয়েছে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার আর জর্ডানের আর্থিক সহায়তা। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সালাফী ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদের একটি মহীরুহ - বিষবৃক্ষ।

এই বিষবৃক্ষ ইসলামের নামে ধ্বংস করে চলেছে শহর, বন্দর, নগর, ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঐতিহ্য। দখল করছে নতুন নতুন অঞ্চল আর জবাই করছে মুসলমান, খৃষ্টান, উপজাতি - যাদেরকেই তাদের কাছে হুমকি মনে হচ্ছে - তাদেরকে। এদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি নবী (আলাইহিমুস সালাম) দের পবিত্র মাজার শরীফ, সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম), তাবেঈ এবং আল্লাহ্‌র ওলীগণের (রাহিমাহুল্লাহু আজমাঈন) মাজার এবং মাজার সংলগ্ন মসজিদসমূহ। সৌদি আরব যেভাবে ইসলামী সব ঐতিহ্য ধ্বংস করে তৈরি করছে ৭-স্টার হোটেল আর শপিং-মল;

আল-কায়েদা, তালিবান, আল-শাবাব, বুকো হারাম, নুসরাহ ফ্রন্ট, দায়েশ, ইসলামী খিলাফত - এসব দল ও গোষ্ঠীও ধ্বংস করে চলেছে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এদের ধ্বংসলীলা দেখে বোঝা যাচ্ছে এদের নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও এদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ ইসলামকে ইতিহাস শূন্য করা। যাতে খুব সহজেই মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলা যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এরা এদের এই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, মুসলমানদের ঈমানী জজবা বিনষ্ট করার জন্য সম্প্রতি এরা এদের অনুগত কিছু লোককে নিয়োগ দিয়েছে সমকামী ইমাম হিসেবে। আসলে মুসলমানদের ছদ্মবেশে এরা হল ইহুদী-খৃষ্টানদের এজেন্ট। [উল্লেখ্য, বাংলাদেশেও মাঝে মধ্যে খৃষ্টান ইমামের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। মুসলমানদের ছদ্মবেশে ইমাম সেজে মানুষের ঈমান, আক্বীদা ও আমল বিনষ্ট করছে এরা।] কারণ কোন মুসলমান সমকামিতাকে প্রশ্রয় দেয়া দূরে থাক সমর্থনও করতে পারেনা। সমকামিতার কারণে আল্লাহ্ পাক একটি নগরী ধংস করে দিয়েছেন। এদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের কারণে একজন নবী (লুত আঃ) এর স্ত্রীকে পর্যন্ত শুকনো পাথরে পরিণত করে দিয়েছেন। আর এরা ইসলামের নামে চালু করছে সমকামী মসজিদ। আস্তাগফিরুল্লাহ! নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক!

লক্ষ্য করুণ, ইহুদী-খৃষ্টান চক্র অতি সুকৌশলে মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে সব দিক দিয়ে দুর্বল করে দিচ্ছে। আমাদের মনে থাকার কথা এই ব্রিটিশরা কিভাবে "উরারফব ধহফ জঁষব" অর্থাৎ "বিভাজন এবং শাসন" নীতি গ্রহণ করে পুরো মুসলিম ভারতকে প্রায় ২০০ বছর শাসন করেছে। গত কয়েক দশক আগে মিথ্যা মারণাস্ত্রের অজুহাতে এরা ধ্বংস করেছে ইরাক, তাদের গৃহপালিত ওসামা বিন লাদেনকে ধরার নামে ধ্বংস করেছে আফগানিস্তান। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে একে একে অকেজো করেছে মিশর, আলজেরিয়া,

ইয়েমেন, লিবিয়া, তিউনিসিয়া। আর সিরিয়াকেও তো পুরো ধ্বংসস্তূপেই পরিণত করেছে। ইরানকে শত চেষ্টার পরও তেমন কাবু করতে পারেনি। সবচে' আতংকের বিষয় হচ্ছে এই বিষবৃক্ষ এখন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে খোদ আরব মুল্লুকে, যেমন সৌদি আরব আর কুয়েতে। ইতোমধ্যেই এরা সৌদি আরব ও কুয়েতে বেশ কিছু হামলাও পরিচালনা করেছে। সবচে' অবাক করার বিষয় হচ্ছে এরা এখন মিশরের সিনাই উপত্যকায় মিশরীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এদের শক্তি এবং সামর্থ্য এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে এখন এরা শক্তিশালী মুসলিম দেশগুলোতেও হামলা করতে ভূক্ষেপ করছে না।

লিবিয়াতে পশ্চিমাদের আমৃত্যু শত্রু গাদ্দাফীর পতনের পর এরা এদের পছন্দের বিদ্রোহী দলগুলোকে হটিয়ে এখন আবার পথ করে দিচ্ছে ইসলামী খিলাফতের। ইসলামী খেলাফত এখন তাণ্ডব চালাচ্ছে খোদ রাজধানী ত্রিপলিতে। সম্প্রতি খবরে জানা যায়, লিবিয়াতে এখন চলছে গৃহযুদ্ধ। ঠিক যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে সিরিয়াকে, সেভাবেই খুব কৌশলে সুপরিকল্পিত ভাবে লিবিয়াকে এখন ধ্বংসের শেষ সীমানায় এনে ঠেকিয়েছে। এভাবে একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসের পর মুসলমানদেরকে নিজেদের অনুগত দাসে পরিণত করতে আর কোন বাঁধা থাকবে না। যেমন ইতোমধ্যেই সৌদি আরবসহ আরব বিশ্বের অনেক দেশই পশ্চিমা খৃষ্টানদের আর ইহুদী রাষ্ট্র ইজরাইলের আনুগত্য করে চলেছে। সৌদি তেল কোম্পানি অজঅগঈঙ- এর লভ্যাংশের অর্ধেক নিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সৌদি আরব তাদের সৌদি রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সব সয়ে যাচ্ছে।

মুসলমান যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য এরা মুসলমানদের মধ্য থেকে তৈরি করছে কট্টরপন্থী সালাফী/আহলে হাদিস কিংবা লা-মাজহাবীদের মতো গ্রুপ। গত বছর খোদ সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান নিজেই নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাথে সাক্ষাৎকারে স্বীকার

করেছেন যে পশ্চিমাদের আগ্রহে এবং সহযোগিতায় ওহাবীবাদকে বিশ্বব্যাপী প্রসার করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম প্রচারে ইহুদী-খৃষ্টানদের সহযোগিতা? অবাক হলেও সত্য। এতেই এদের দূরভিসন্ধি অনুমান করা যায়। ইসলামের নামে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে সংগঠিত হলেও এদের আদর্শ, ধর্মীয় মতবাদ এবং ধ্বংসযজ্ঞের চেহারা একই রকম। এদের লক্ষ্য হলো একদিকে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করা, অন্য দিকে অধিকৃত অঞ্চলে ইসলামী সব ঐতিহ্য ধ্বংসের মাধ্যমে ইসলামকে ইতিহাস-শূন্য করা।

দুইঃ মুসলিম প্রধান দেশে মুসলিমদের হালহকীকত

সকালে ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু চোখ বন্ধ রেখে বিছানায় শুয়ে আছি। কেন জানি প্রথমেই মনে পড়লো ৭১ চ্যানেলে দেয়া মিতা হকের ইসলাম আর পর্দা-বিরোধী বক্তব্যগুলো। ওই মহিলার ইসলাম আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ কথাগুলো আমার মনে এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে ঘুম ভাংতেই সেগুলোর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। তার মতে বাঙালি হতে হলে মেয়েদের পর্দা করা যাবে না। কাঁধ, ভুরি, বাহু খোলা রেখে শাড়ি পরতে হবে। কপালে থাকতে হবে হিন্দুয়ানী টিপ। মাথায় স্কার্ফ বা অন্য কিছু রাখা হবে অবাঙালীর বৈশিষ্ট্য। শরীর পুরোপুরি ঢাকে এমন কোন পোশাক পরিধান মানেই বাঙালিত্ব পরিহার করা। অর্থাৎ পরপুরুষের মনোরঞ্জনে বাঁধা আসে এমন কিছু পরিধান করাই অবাঙ্গালিত্বের বৈশিষ্ট্য। অর্ধ নগ্ন, কামোদ্দীপক পোশাকেই নাকি পুরোপুরি বাঙালিত্ব ফুটে উঠে। পুরুষের বেলায়ও নাকি দাড়ি কাটা, পাঞ্জাবী বা শার্ট পরিধান বাঙালিত্বের অপরিহার্য ভূষণ। মহিলা ইসলামকে কটাক্ষ করে বেশ কিছু সস্তা আর অযৌক্তিক কথা বলল যা কোন রুচিবান মানুষের পক্ষে শোভনীয় হতে পারেনা। কিন্তু মঞ্চে উপবিষ্ট কিছু অর্বাচীন (মামুনুর রশীদ এবং আরো একজন) কিছুই বলল না। মনে হল, এরাও ভয়

পেয়েছে, পাছে সত্য বলতে গিয়ে আবার নিজের বাঙালী পরিচয়টুকু জলাঞ্জলী দিতে হয়!

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ভাবছিলাম, কেন এমন ধারণা একজন শিক্ষিত মহিলার? শুধু সে একা নয়। আমাদের বাংলাদেশের বেশির ভাগ উচ্চ শিক্ষিত আধুনিকমনা সংস্কৃতিমনা মানুষগুলো এরকম ধারণা পোষণ করেন। তাদের কাছে ইসলাম মানে সেকেলে, পিছিয়ে পরা, গতানুগতিক কিছু ব্যাপার। যা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। তাদের চোখে মুসলমান মানেই দাড়ি-টুপী ওয়ালা চরিত্রহীন, লম্পট, ঠক, দেশদ্রোহী কিছু মানুষ। মামুনুর রশীদ কিংবা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের মতো কিছু লেখক-নাট্যকার স্বাধীনতা উত্তোর লেখনীতে এমনটিই ফুটিয়ে তুলেছেন।

কেন তারা এমনটি করেছেন? গ্রামের ধার্মিক মাতাব্বর মানেই কেন দাড়ি-টুপী ওয়ালা, পাঞ্জাবী-পরা একজন অমানুষ? এর কারণ হয়তো অনেকেই জানেন না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামাত-ই-ইসলামী আর মুসলিম লীগের বিরোধিতা এবং এদের নানা অসামাজিক কার্যকলাপ, মানবতা বিবর্জিত কার্যক্রম, ইসলামের নামে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন মানুষের মননে ইসলাম এবং মুসলমান সম্পর্কে এক ধরণের লোমহর্ষক, নিষ্ঠুর, অমানবিক, লম্পট, অধার্মিক চিত্র এঁকে দিয়েছে। সর্বশেষ স্বাধীনতার মাত্র দুদিন পূর্বে বুদ্ধিজীবী-হত্যা মানুষের মনে চিরস্থায়ী ইসলাম-বিদ্বেষ রোপণ করেছে। এদেশের বেশির ভাগ উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ইসলামকে জানে জামাত-ই-ইসলামীকে দেখে। উচ্চ শিক্ষিত মানুষদের খুব কমই কুরআন কিংবা হাদিস পড়ে বুঝতে পারে। মুক্তিযদ্ধকালীন জামাতের ভুমিকা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী জামাতের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি মানুষের মনে ইসলাম-বিদ্বেষকে আরো পাকাপোক্ত ও প্রকট করে তোলে। ফলে জন্ম নেয় উচ্চ শিক্ষিত মুক্তমনা নাস্তিক গোষ্ঠী। একদিনে এদের এই মনোভাব পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এর

জন্য সুষ্ঠু এবং নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কাজ করে যেতে হবে। জামাত, আহলে হাদিস কিংবা লা-মাজহাবীরা আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে মধ্য প্রাচ্যের ওহাবী-প্রভাবিত দেশগুলো থেকে। এতে তৈরি হচ্ছে জংগী, ইসলামের নামে সন্ত্রাস। কলঙ্কিত করা হচ্ছে ইসলামকে। আর সাধারণ মুসলমানের মুখে কালিমা লেপন করা হচ্ছে। পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, আন্তর্জাতিক বিশ্বে রয়েছে আল-কায়েদা, তালিবান, আল-শাবাব, বুকো হারাম, নুসরা ফ্রন্ট, দায়েশ, ইসলামী খিলাফত, হিজবুল্লাহ, হামাসসহ বাংলাদেশের অসংখ্য জংগী সংগঠন যাদের তৈরিতে সরাসরি হাত রয়েছে সৌদি ওহাবী, পশ্চিমা ইহুদি আর খৃষ্টানদের। লক্ষ্য করুণ এদের সবার আক্বীদা হলো সৌদি ওহাবী আক্বীদা। তথা ইসলামকে বিনাশ করার সব নীলনক্সা। অপরদিকে উদারপন্থী সুফিবাদি মুসলমানদের সেরকম কোন দাতা নেই। ফলে সঠিক আক্বীদা আর সূফীবাদ প্রচার এবং প্রসারের পথ খুবই কণ্টকাকীর্ণ।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে একদিকে রয়েছে ভুঁইফোঁড়ের মতো বুর্জোয়া ধর্ম-সন্ত্রাসী জামাত, সহীহ হাদিসের নামে ধর্মীয় ত্রাস আহলে হাদিস কিংবা লা-মাজহাবী, অন্য দিকে রয়েছে আধুনিক শিক্ষা বিবর্জিত কওমী তথা খারেজী গোষ্ঠী। এদের বিপরীতে রয়েছে উচ্চ শিক্ষিত নাস্তিক গোষ্ঠী। আর এ সকল গোষ্ঠীর উল্টোদিকে অবস্থানে আছে আহলে হক্ক বা সঠিক পথের দিশারী নবী-ওলী-সলফে সালেহীনদের পদাংক অনুসরণকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা সুফিবাদি সাধারণ মুসলমান। কিন্তু সঠিক এই দলটির অবস্থান এতই নড়বড়ে যে উপরের বর্ণিত কোন পক্ষেরই ধাক্কাই সামলানোর মতো কোন অর্থবল, লোকবল, কৌশল এদের নেই। তবে এদের রয়েছে জ্ঞানের ভাণ্ডার আর ঈমানী জজবা। এদের রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অগাদ ভালোবাসা। রয়েছে সলফে সালেহীন, ইমাম, মুজতাহীদ, মুফাসসসীর, মুহাদ্দীসীনে কেরাম এবং আল্লাহ্‌র ওলীগণের প্রতি

ভালোবাসা এবং অকুণ্ঠ ভক্তি-শ্রদ্ধা। এই হুসাইনী সৈনিকদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রেমের পাশাপাশি প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা, জ্ঞান চর্চা, সঠিক কর্মপন্থা এবং কৌশল।

তিনঃ জংগীবাদের উৎস এবং তা দমনে রাষ্ট্রের করণীয়

সন্ত্রাসবাদ রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তির জন্য একটি ঘোরতর সমস্যা। আর এ সমস্যা এখন দেশ এবং ভৌগলিক সীমা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। সন্ত্রাসবাদকে সাম্প্রতিককালে আবার ধর্মীয় মোড়কে বিভিন্ন রূপ দেয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসী যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন, তার পরিচয় ব্যক্তি হিসেবেই হওয়া উচিৎ। কিন্তু বর্তমানকালে মিডিয়া একে ধর্মীয় রূপ দিতে ব্যস্ত। বিশেষ করে সন্ত্রাসী বা অপরাধী যদি মুসলমান হয়, তাহলে তার নামের সাথে "ইসলামী" শব্দটি যোগ করে ধর্মীয় মোড়কে সে সন্ত্রাসীকে উপস্থানপন করা হয়। এটা নিতান্তই ভুল এবং মুসলমানদের প্রতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি অপবাদ যা সমষ্টিগত শাস্তির পর্যায়ে পড়ে। আর যারা জিহাদের অপব্যাখ্যা করে সন্ত্রাসকে ধর্মীয় রূপ দান করেন, তাদের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, এরা ধর্মকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করে।

এর উৎস কোথায়?

জংগীবাদের উৎস খোঁজার আগে দেখতে হবে এদের আদর্শ কি! খুঁজে বের করতে হবে কোন আদর্শ বা মতবাদের অন্ধ বিশ্বাসে এরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। এরা কি কোন রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, নাকি কেবল ধর্মীয় আদর্শেই নিজেদের বিলীন করছে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একটু দেখে নেই বাংলাদেশে এযাবৎ কালের জংগী হামলা এবং এর প্রকার ভেদ। চলতি শতাব্দীর আগে এই জংগীবাদের ব্যাপারে তেমন কিছু শোনা যায়নি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শুরুতে হঠাৎ করেই যেন জংগীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

উত্তরবঙ্গে জংগীবাদের প্রাণপুরুষ সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে "বাংলা ভাই"-য়ের কথা অনেকেরই মনে থাকার কথা। পুরো উত্তরবঙ্গে সে চালিয়েছিল সন্ত্রাসের তাণ্ডব। তার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপত না এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। ইসলামের নামে সে লালন করেছে সন্ত্রাস। আর জিম্মি করেছিল অগনিত মানুষকে। সে মউদুদিবাদী সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবিরের সাথে জড়িত ছিল। তার ধর্মীয় গুরু ছিল শায়েখ আব্দুর রহমান। যে এককালে জামাতের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

আপনাদের আরো মনে থাকার কথা জেএমবি (জমিয়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ) এবং হুজি'র (হরকাতুল জিহাদ) তাণ্ডব। ২০০৫ সালে এ সংগঠন দু'টি সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৬৩টি জেলায় একযোগে মাত্র আধা ঘণ্টার ব্যবধানে বোমা হামলা চালিয়ে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের নতুন রেকর্ড গড়েছিল। সেটি ছিল নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচে' অবাক করা এবং অভূতপূর্ব একটি ঘটনা। এ সংগঠন দু'টির মুল বাণী ছিল, তারা আল্লাহ্ ব্যতীত মানুষের তৈরি আইন মানে না। ফলে এদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল সরকারী ভবন, বিশেষ করে আদালতসমূহ। তাদের এ হামলায় কয়েকজন জজও নিহত হন। এই সংগঠনগুলোর কর্তাব্যক্তি ছিলেন বাংলাদেশের আহলে হাদিসের প্রধান এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আসাদুল্লাহ গালিব। বিএনপি সরকার একে গ্রেপ্তার করলেও তত্বাবধায়ক সরকার আসার পর তিনি ছাড়া পান।

নামে-বেনামে এ সময়টিতে গড়ে উঠে প্রচুর জংগী সংগঠন। রেপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এদের বিরুদ্ধে খুব চৌকস এবং আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিলে এদের বেশ কিছু সদস্য নিহত হয়, কেউবা আইনের আওতায় আসে এবং পরে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলে। তবে অনেকেই আত্মগোপন করে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় কিংবা অন্য

কোন নতুন সংগঠনের অধীনে নতুন করে নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। এদেরই শাখা-প্রশাখা হিসেবে আমরা কখনো নাম শুনি "আনসারুল্লাহ বাংলা টীম", "হিযবুত তাহরীর", "হিযবুত তাওহীদ" সহ নামে-বেনামে আরো অনেক সংগঠন। যাদের লিস্ট হয়তো দেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে রয়েছে। এরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল-কায়েদা, তালিবান এবং বর্তমানকালের সবচে' আলোচিত সন্ত্রাসী বাহিনী "আইএসআইএল" বা সংক্ষেপে "আইএস" কিংবা ইসলামী খিলাফতের ইসলামের নামে জিহাদ ও জংগীবাদের আদর্শ দ্বারা ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ। ফেসবুকে এদের স্ট্যাটাস দেখলেই অনুভব করা যায় এদের মূল মডেল। অথচ অল্প কিছু আরব দেশ ছাড়া পুরো মুসলিম বিশ্ব এদেরকে মুসলমানই গণ্য করে না।

এদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মসজিদ, মাজার, ঐতিহ্য, ইতিহাস কিছুই রক্ষা না পেলেও অবাক হবার ব্যাপার হচ্ছে যে, তারপরও এদেশের জংগীবাদের হোতা আহলে হাদিস আন্দোলন, জামাত-শিবিরের সদস্য বা এদের অনুগতরা ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে পরিচয় দানকারী আইএসের অগ্রগতিতে উল্লাস প্রকাশ করে থাকে। তাদের মতে হাদিসে বর্ণিত গাযওয়া-এ-হিন্দ এদের মাধ্যমেই সংগঠিত হবে। এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে এরা রোল-মডেল হিসেবে বিবেচনা করে এবং সত্যিকারের মুজাহিদ মনে করে। শুধু তা-ই নয়, আহলে হাদিস বা লা-মাজহাবী আন্দোলন প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আইএস এবং বিভিন্ন দেশের মুজাহিদদের পক্ষে সদস্য সংগ্রহের কাজ করে থাকে। গত বছর ডঃ বিলাল ফিলিপ্স বাংলাদেশে এসেছিলেন এ ধরণের গোপন এজেন্ডা নিয়ে। কিন্তু সরকারের তড়িৎ পদক্ষেপে ফিলিপ্সকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হয়। ফলে এদের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কিন্তু থেমে থাকেনি এদের কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশের অনেক তরুণী এদের

মিথ্যা প্ররোচনায় সিরিয়ায় মুজাহিদদের যৌন সেবক হতে প্রস্তুত। এমনি একজনকে তুরস্ক থেকে ফেরত আনা হয়।

এরা কাদেরকে টার্গেট করে?

দেশের ভেতরে থাকা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো প্রাথমদিকে টার্গেট করতো মাদ্রাসা পড়ুয়া গরীব ছাত্রদেরকে। তাদেরকে আর্থিক সহায়তার প্রলোভন দেখানো হতো। জিহাদের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এদের মগজ ধোলাই করে বিভিন্ন স্থানে হামলার জন্য তৈরি করা হতো। এদেরকে ধারণা দেয়া হতো, "মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী!" জান্নাতের হুর গেলমান সম্পর্কে এমন সব আয়াত এদের শোনানো হতো যে এরা এক অতীন্দ্রিয় সুখের জগতে বিচরণ করতো। ফলে এদের দ্বারা ইসলাম ও জিহাদের নামে যে কোন সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করা অতি সহজ হতো। তরুণ অল্প শিক্ষিত গরীব বাবা-মায়ের সন্তানেরা এদের লোভনীয় ফাঁদে সহজেই আটকা পড়তো। প্রয়াত তারেক মাসুদের "রান-ওয়ে" ছবিটি এ পন্থায় অসহায় কম বয়সীদের সন্ত্রাসী দলে নিয়োগ দেবার উপর প্রামাণ্য চিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কিন্তু অতি সম্প্রতি আহলে হাদিস আন্দোলন এদের কৌশল পরিবর্তন করে। গরীব অল্প শিক্ষিত মাদ্রাসা ছাত্রদের টার্গেট করার পরিবর্তে এরা এখন লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে দেশের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ুয়াদের। যাদের আবার বেশির ভাগই স্বচ্ছল পরিবারের এবং শিক্ষিত বাবা-মায়ের সন্তান। এমনই একজন তরুণ সিআইএ কর্তৃক সাজানো এক ফাঁদে ধরা পড়ে এখন আমেরিকার জেলে সাজা ভোগ করছে।

অধুনা এই মগজ ধোলাইয়ের কাজটি হয়ে থাকে অতি সূক্ষ্মভাবে এবং সুকৌশলে। দেশের বুর্জোয়া ধর্মীয় গোষ্ঠী জামাত-শিবির আর ধর্মত্রাস আহলে হাদিস পরিচালিত টিভি চ্যানেলগুলো এই দায়িত্ব পালন করছে। সাধারণ শিক্ষিত আধুনিক নাগরিকদের এরা "সহীহ হাদিসের" মারপ্যাঁচে

আটকে ফেলছে। খুব চাতুরতার সাথে সাধারণ মুসলমানের মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে, বাবা-দাদার অনুসৃত ধর্ম অনুসরণ করলে মুশরিক হয়ে মরতে হবে। আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম।" এরা এদের এই চাতুরতায় যেসব আয়াত ব্যবহার করে থাকে সেসব আয়াত আরবের কাফের, মুশরিক আর মুনাফকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলো। অথচ এরা এগুলো নির্দ্বিধায় মুসলমানের ক্ষেত্রে চালিয়ে দিচ্ছে। কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে সবার পরিষ্কার ধারণা না থাকার কারণে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই এই "সহীহ হাদিসের" ফাঁদে পা দিচ্ছে। তেমনি একটি আয়াত আবুল 'আলা মউদুদি তার "ইসলামের হাকীকত" প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে?" (সুরা মায়েদাঃ ১০৪)। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এ আয়াতটি কাফির আর মুশরিকদেরকে তাদের বাপ-দাদার অনুসৃত পথ ছেড়ে আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম ইসলাম অনুসরণ করার কথা বলা হচ্ছে। কেননা কোন মুসলমান ইসলাম এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিধান বাদ দিয়ে বাপদাদাকে অনুসরণ করে না। কিন্তু মউদুদি-পন্থী এবং আহলে হাদিসের লোকেরা মনে করে সাধারণ মুসলমান মাজহাব অনুসরণ করে প্রকৃত ইসলাম বাদ দিয়ে বাপ-দাদার পথ অনুসরণ করছে। তাদের মতে মাজহাব মানা শিরক। এরা প্রায়ই বলে থাকে, "আল্লাহ্ এক, নবী এক, ধর্ম এক। আমরা কি মুহাম্মাদী ইসলাম অনুসরণ করবো, নাকি আবু হানিফার ইসলাম অনুসরণ করবো?" নাউজুবিল্লাহ! ডাক্তার জাকির নায়েকও এসব আয়াতের রেফারেন্স দিয়ে

মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেন। তার লেকচার শুনলেই এর সত্যতা মিলে।

আমাদের ভারতবর্ষে আল্লাহ্‌র ওলী (রাহিমাহুমুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) গণের মাধ্যমে ইসলাম এসেছে। তাঁদের সবাই ছিলেন সঠিক ও সত্য পথের উপর। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ছিলেন যুগের মুজাদ্দিদ। তাঁদের পরে এই ভারতে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক মুহাদ্দিস এবং মুজতাহিদের আগমন ঘটেছে। ফলে এখানকার মুসলমানগণ ধর্ম সম্পর্কে গাফেল নন। কিন্তু আরবের নজদে নতুন ফেরকার প্রবর্তনের পর এদের দৃষ্টিতে এরা ব্যতীত অন্য সবাইকে মুশরিক মনে করা শুরু হয়। ফলে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। নজদি ওহাবী মতবাদের প্রচার প্রসারের ফলে গড়ে উঠে যতসব জংগী সংগঠন। আগেও উল্লেখ করেছি যে, আল-কায়েদা, তালিবান, আল-শাবাব, বুকো হারাম, নুসরা ফ্রন্ট, দায়েশ, ইসলামী খিলাফতসহ বাংলাদেশের অসংখ্য জংগী সংগঠন তৈরিতে সরাসরি হাত রয়েছে সৌদি ওহাবী, পশ্চিমা ইহুদি আর খৃষ্টানচক্রের। লক্ষ্য করুণ এদের সবার আক্বীদা হলো সৌদি ওহাবী নজদী আক্বীদা। তথা ইসলামকে বিনাশ করার এক ভয়ংকর নীলনকশা। আর সে নীলনকশা বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে মউদুদিবাদ এবং আহলে হাদিস তথা লা-মাজহাবী চক্র। কেননা এদের নাম ও সংগঠন ভিন্ন হলেও এদের আক্বীদায় কোন পার্থক্য নেই।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো যে আহলে হাদিস এবং মউদুদি মতবাদের বাহকগণ দেশের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোমলমতি যুবকযুবতিদেরকে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে। আর কৌশল হিসেবে বেছে নিচ্ছে কোট-টাই পড়া ডাক্তার জাকির নায়েকের ভিডিও। পীস টিভিতে এবং অনলাইনে এসব মাল-মশলার ব্যাপক প্রসারের ফলে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল আর্থিক অনুদানের ফলে এরা এদের লক্ষ্যে

পৌঁছে যাচ্ছে অতি সহজে। আর যেহেতু এর প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না, এরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রের করণীয়

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাঝে মধ্যেই জংগীদের আস্তানায় হামলা করে কিছু জংগী গ্রেফতার করছে তবে অনেকেই থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এরা যে আদর্শ এবং মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জান ও মালের তোয়াক্কা না করে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে এর প্রতিকার কেবলমাত্র গ্রেফতার আর আইনের প্রয়োগ দিয়ে সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন এর উৎস খুঁজে দেখা এবং সে উৎসকে রোধ করা। রোগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ অনেক বেশি জরুরী। দু'একজন বিপথগামী যুবক বা যুবতীকে গ্রেফতার করলেই বাকীরা এ পথ ছেড়ে পালাবে না। বরং এর উল্টোটা হবার সম্ভাবনা। নদীর স্রোতে যত বেশি বাধা আসে, স্রোতের গতি ততই বেড়ে যায়। এদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। বাধা আসলে এদের ভেতরের জিহাদী মনোভাব আরো চাঙ্গা হয়ে উঠাই স্বাভাবিক। এরা যে গোলকধাঁধায় আবর্তিত হচ্ছে, সে গোলকধাঁধার চক্রকে ভেঙ্গে দিতে হবে। যাতে তারা তাদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেরাই সেপথ থেকে ফিরে আসতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং উপযুক্ত-দক্ষ জনবল। এর জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা। আর রাষ্ট্রকেই এ নিয়ে ভাবতে হবে। রাষ্ট্র সঠিক, যোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

কি কি করণীয়?

১। রাষ্ট্রকে আন্তরিক হতে হবে। রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় জংগীবাদকে সামনে নিয়ে আসা এবং এর প্রতিকার না করে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করলে সব পদক্ষেপই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

২। প্রথমেই আসে আক্বীদার বিষয়। কারণ আক্বীদার বিভ্রান্তির কারণেই যুবসম্প্রদায় খুব সহজে ভুল পথ বেছে নিচ্ছে।

৩। জিহাদের ভুল ব্যাখ্যার জবাবে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা।

৪। জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় বিতর্কিত বিষয়ের উপর বাহাস তথা বিতর্কের আয়োজন করা। যেসব বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়, সেসব বিষয়ের উপর কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক আলোচনা হলে সঠিক ও সত্য বেরিয়ে আসবে। ফলে এ নিয়ে বিভ্রান্তি দূর হবে। মাজহাব, শরী'আর উৎস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত যেসব বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় সেগুলো এই আলোচনায় আনা প্রয়োজন।

৫। এসব আলোচনার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়ন জরুরী। যাতে এই নীতিমালার বাইরে কোন আলেম বা বক্তা কোন মিডিয়ায় নিজেদের বক্তব্য প্রচার করতে না পারে। ফলে পীস টিভি কিংবা অন্যান্য মিডিয়ার অপপ্রচার থেকে যুবসমাজ তাদের ঈমান ও আক্বীদা রক্ষা করতে পারবে।

৬। প্রয়োজনে মিশর, তিউনিসিয়া, চেচেনিয়াসহ অনেক মুসলিম দেশের অনুকরণে জংগীবাদের উৎসাহব্যঞ্জক বই-পুস্তক নিষিদ্ধ করতে হবে।

৭। বিদেশি সংস্থা যেমনঃ আল-কায়েদা, ইসলামী খিলাফতসহ অন্যান্য সংগঠন যাতে এদেশে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা নেয়া। দেশের নাগরিকদের সচেতন করে তোলার জন্য সকল মিডিয়ায় জংগী গোষ্ঠীর ভুল ব্যাখ্যার জবাবে সঠিক ব্যাখ্যা প্রচার করা।

৮। বিদেশ থেকে আগত অর্থের ব্যাপারে আরো সচেতনতা গ্রহণ করা। এনজিও সম্পর্কিত কিছু আইন রয়েছে, কিন্তু এর সঠিক প্রয়োগ আছে বলে মনে হয় না। হলে দেশে জংগীবাদের এতো প্রসার হতো না।

সুফিবাদি সংগঠনের করণীয়ঃ

১। সুন্নী টিভির ব্যাপারে আমি তত আশাবাদি হতে পারিনা। কেননা সুন্নীরা মানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত - আমরা রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি ভাগে বিভক্ত। একটি সুন্নী টিভির জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী একটি সংগঠন যারা সব সময় বিপদে-আপদে, আর্থিকভাবে, মোরাল - অর্থাৎ সব বিষয়ে শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে যাবে। আমাদের কি তেমন কিছু আছে? উত্তর, না। এক আল্লামা ফারুকী রহঃ কে শহীদ করা হল, সুন্নীরা এখনো সরকারের উপর তেমন কোন চাপই সৃষ্টি করতে পারলো না যাতে তাঁর খুনিদের ধরা যায়। অথচ সরকার আন্তরিক হলে খুনিদের ধরা কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। কিছু কুলাঙ্গার খুন হলে সরকার আর আইইনশৃঙ্খলা বাহিনী মুহূত্রে মধ্যে সব তথ্য বের করে ফেলে। কিন্তু সুন্নীদের বেলায় কিছুই হয় না। কারণ আমরা দুর্বল।

২। একটি টিভি চ্যানেলের জন্য প্রয়োজন সঠিক উপস্থাপক। আমাদের অনেক উলামায়ে কেরাম আছেন যারা খুব ভালো ওয়াজ করেন এবং যাদের বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। কিন্তু টিভির জন্য প্রয়োজন কিছু প্রফেশনাল উপস্থাপক। ওয়েজিনে কেরামের ২ ঘণ্টার ওয়াজে মূল সারসংক্ষেপ বিষয় থাকে মাত্র ৫ মিনিটের। আর বাকি সময় থাকে অন্য কিছু, যেমন ১০-১৫ মিনিট দরুদ ও সূচনা, মাঝে মাঝে সোবহান আল্লাহ্, আল্লাহু আকবর আর দরুদ ৩০ মিনিট, আনুষঙ্গিক কথা আর উদাহরণ থাকে ৩০ মিনিট, বিভিন্ন গল্প থাকে বাকি ৪০ মিনিট বা তারও বেশি। টিভির জন্য প্রয়োজন অল্প সময়ে দলিল ভিত্তিক চুম্বকীয় আলোচনা। সেখানে কোন গালগল্প বা অন্যান্য খাতে সময় ব্যয় করার মতো পরিস্থিতি হবে না। সুন্নিদের এমন লোকের খুব খুব অভাব। আল্লামা ফারুকী রহঃ সাহস নিয়ে অনেক কিছু করতে গিয়েছিলেন, তাঁকে শহীদ করা হয়েছে। অন্য কেউ হয়তো সেভাবে সাহস নিয়ে এগিয়ে আসবেন না। খাঁটি সুন্নী মনমানসিকতার উপস্থাপক লাগবে।

৩। সুন্নী সংগঠনকে ভালো করে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আমরা খুবই দুর্বল। আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া এতো কম করে যে বাতিলের সামনে নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করে। প্রত্যেকটি সুন্নী কর্মী এবং নেতাকে হতে হবে একেক জন সুন্নী আলেম। তাহলেই কেবল সম্ভব এদেশে সুন্নিয়তের জয়নিশান উড়ানো। ফেসবুকে বাতিলদের গালি দিয়ে সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

৪। আমাদের অনেকগুলো দরবার রয়েছে। যারা খেয়ে দেয়ে বেশ মোটাতাজা হয়ে আছে। তাদেরকে মাঠে নামতে হবে। পীর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জামাতিরা, আহলে খবিসেরা আর দেওবন্দিরা মোটা মোটা ফতোয়া দেবে আর তার খণ্ডন করবো আমরা, দিনরাত পরিশ্রম করে। অথচ এর সুস্বাদু ফল ভোগ করবে সেই দারবারগুলো তা হবে না। এভাবে সুন্নীয়তের খেদমত হবে না।

৫। বাংলার জমীনে অসংখ্য ওলী শুয়ে আছেন। তাদের মাজারগুলো পবিত্র করতে হবে। সেখানে যাতে কোন অসামাজিক এবং আপত্তিকর কিছু না ঘটে সেদিকে নজরদারী বাড়াতে হবে। মাজারের পক্ষে দিনরাত আমরা বাহাস করবো, আর মাজারের দান বাক্স খুলে মাজারের খাদেমেরা নিজেদের শরীরকে মোটা তাজা করবে তা হবে না।

৬। সামনে আরও কঠিন দিন অপেক্ষা করছে। সুন্নীরা এক না হলে একেক জন করে জবাই করা হবে। কেউ কিছুই করতে পারবে না। না সরকার, না কোন সুন্নী সংগঠনো। যত গ্রুপ আছে, তাদেরকে নিজেদের স্বার্থেই এক হতে হবে। না হয় কারো পীঠ বাঁচবে না। বিলীভ মি!

যে কারণে আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকীকে জীবন দিতে হলো ফারুকী

এ এইচ এম আহসান উল্লাহ

পবিত্র কোরআন মাজীদের প্রথম সূরা হচ্ছে সূরাতুল ফাতিহা। অনেকে এটিকে "আলহামদু" সূরা বলে। এই সূরাখানার সাথে পরিচিতি নাই বা এই সূরা মুখস্থ নাই এমন মুসলমান বোধ হয় বিশ্বে খুব কমই আছে। হয়তো এ সূরার অর্থ বা ভাবার্থ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা না থাকতে পারে। এ সূরার ৫ম ও ৬ষ্ঠ আয়াতখানা হচ্ছে 'ইহদিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম, সিরাত্বাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম।' এ আয়াত দু খানার মধ্যে প্রথম আয়াতের অর্থ বা ভাবার্থ হচ্ছে- 'হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সহজ-সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন।' পরের আয়াতে আল্লাহ্ 'সিরাতুল মুসতাক্বীম' তথা সহজ-সরল-সঠিক পথ কোনটি তা বলে দিচ্ছেন এভাবে যে, 'সিরাতুল মুসতাক্বীম ওই পথ, যে পথ ও মতের উপর আমার (আল্লাহ্র) অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাগণ রয়েছেন।' অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাগণের মত ও পথই হচ্ছে 'সিরাতুল মুসতাক্বীম।' এখন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জাগে 'আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত' বান্দাগণ কারা। এঁদের পরিচয়ও আল্লাহ্ কোরআন পাকে অন্য এক সূরায় দিয়ে দিয়েছেন এভাবে যে, 'উলাইকা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিনা, ওয়া সিদ্দিক্বীনা, ওয়াশ শুহাদায়ে, ওয়াসসালেহীনা ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীক্বা।' [সূরা আন-নি ৬৯] এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত মহান বান্দাগণ হচ্ছেন : নবীগণ, সিদ্দিক্বীন তথা সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তি তথা আউলিয়া কেরাম। আর এঁরাই হচ্ছেন আল্লাহ্র উত্তম বন্ধু।' মহান রাব্বুল আলামীন নিজেই সার্টিফাই করে দিলেন কোন্ কোন্ শ্রেণীর বান্দাগণ আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত, কাদের উপর আল্লাহ্ রাজি এবং খুশি।

সুতরাং এঁদের পথই হচ্ছে সিরাতুল মুসতাক্বীম তথা সহজ-সরল-সঠিক পথ, যে পথে আমাদেরকে পরিচালিত করতে আমরা মাবুদের কাছে প্রার্থনা করি।

এখন আসা যাক আলোচ্য বিষয়ের উপর। আমি ভূমিকায় যে কথাগুলো অবতারণা করলাম তা আমার আলোচ্য বিষয়ের সাথে শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, মূল ভিত্তিই বটে। উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা হিসেবে যে ক' শ্রেণীর মহান বান্দাগণের পরিচয় জানলাম তার মধ্যে তৃতীয় স্তরের হচ্ছেন শহীদগণ। অর্থাৎ ঈমান এবং ইসলামের জন্য, শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে ভালোবাসার নিমিত্তে যিনি বা যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন। সে শাহাদাতের কাফেলা ইসলামের প্রথম যুগ তথা হুজুর [ﷺ]-এঁর সময় থেকেই চলে আসছে। আর সাইয়্যেদুস শুহাদা বলা হয় নবীজীর চাচা হযরত আমীর হামজা (রাঃ) কে। সেই শাহাদাতের পথ বেয়ে ৬১ হিজরী সনের মহররম মাসের ১০ তারিখে কারবালার প্রান্তরে ইমাম আলী মাক্বাম নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন [ﷺ]-এঁর কলিজার টুকরা ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সহ ৭২ জন ইমাম পরিবার তথা আওলাদে রাসূল শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন। এ ৭২ জন আওলাদে রাসূলের শাহাদাতের বিনিময়ে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে দ্বীন ইসলাম কায়েম থাকবে। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌র হাবীব [ﷺ]-এঁর আওলাদে পাকের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীতে ইসলাম আজো স্বমহিমায় টিকে আছে, কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারবালার শাহাদাতের ধারাবাহিকতা যুগ যুগ ধরে থাকবে। তাইতো উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম ও কবি মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর লিখেছেন,

'কাতলে হোসাইন আসল মে মুর্গে ইয়াজিদ হ্যায়,
ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বাদ'।

যুগে যুগে মৃতপ্রায় ইসলাম আবার স্বমহিমায় জিন্দা হবে একেকটি কারবালা সংঘটিত হওয়ার পর। সে শহীদী কাফেলার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নাম লিখালেন আল্লামা শায়খ নূরুল ইসলাম ফারুকী (রঃ)। তাঁর এ শাহাদাত স্রেফ ইসলামের জন্য। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে তিনি টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক মূলধারার যে বিষয়গুলো বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন, অসংখ্য মানুষকে নবীপ্রেমিক, অলিপ্রেমিক বানিয়েছেন এটাই তাঁর শাহাদাতের মূল কারণ।

এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়, মওদুদীবাদী, খারেজী (কওমী), ওহাবী-নজদীবাদী, আহলে হাদিস ও সালাফীসহ ভ্রান্ত মতাবলম্বীরা বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে, বিভিন্ন টিভিতে ইসলামী অনুষ্ঠানে ইসলাম এবং কোরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের যে ঈমান-আক্বীদা নষ্ট এসেছে, সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করছে তার বিরুদ্ধে আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী সোচ্চার ছিলেন। তিনি আপোষহীনভাবে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলসহ চ্যানেল আই, মাই টিভি, বিটিভিসহ বিভিন্ন টিভি মিডিয়ায় কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসকে সামনে রেখে ওইসব ভ্রান্ত মতবাদীদের বক্তব্য এবং মতামতকে ভুল ও কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা বলে প্রমাণ করতেন। তিনি তাদের প্রতি প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতেন। তিনি লক্ষ টাকা পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলতেন, টিভির পর্দায় বসে এভাবে কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস এবং সমাজে ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করে আসুন আমরা কোরআন এবং হাদীস নিয়ে বসি। যা সঠিক তা মেনে নেই। মর্দে মুজাহিদের মতো তাঁর এ চ্যালেঞ্জকে তারা গ্রহণ না করে তাঁকে তারা হত্যার পথ বেছে নিলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো ফারুকীকে মেরে ফেলে মিডিয়া জগত থেকে সুন্নী মতাদর্শের তথা সুফীজমের আলোচনা চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু ওই

নরাধমদের ইসলামের শহীদী কাফেলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানা নেই। ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সহ ৭২ জন আওলাদে রাসূলের শাহাদাতের বিনিময়ে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলাম সমহীমায় উদ্ভাসিত থাকবে। তেমনি আল্লামা ফারুকী (রঃ)-এর শাহাদাতের রক্তের বিনিময়ে এদেশে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আদর্শ বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ্। এ দেশের কোটি কোটি নবীপ্রেমিক অলি প্রেমিক সুন্নী মুসলমানদের ঈমানের দৃঢ়তা তাই এবং শান্ত্বনাও এখানে।

এখন হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন মওদুদীবাদী, ওহাবী, কওমী, আহলে হাদিস যাদেরকে বলা হচ্ছে তারাও তো মুসলমান এবং আলেম (নামধারী)। তাহলে মুসলমান হয়ে বা আলেম সম্প্রদায় হয়ে কীভাবে ভিন্ন মতের আরেকজন স্বনামধন্য আলেমকে জবাই করে হত্যা করতে পারে? তাও কি সম্ভব? সে ভাইদেরকে আমি কারবালার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ইমাম হোসাইন (রাঃ) সহ ৭২ জন আওলাদে রাসূলকে যারা শহীদ করেছে তারাও মুসলমান ছিলো। শুধু মুসলমানই নয়, তারা পাক্কা মুসল্লিও ছিলো। এজিদ বাহিনী ইমাম হোসাইন (রাঃ)'র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেও যুদ্ধের ময়দানে এজিদী বাহিনী নামাজ ত্যাগ করেনি। এমনকি ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর মস্তক মোবারক দেহ থেকে আলাদা করার পর তারা উল্লসিত হয়ে আজান, ইকামত এবং জামাতের সাথে আছরের নামাজ আদায় করেছে। ইতিহাস তা-ই বলে।

বিজ্ঞ পাঠক, শরীরের লোম শিউরে উঠে। এই নরাধম খুনি এজিদ বাহিনীকেও কি মুসলমান বলা যাবে? এ সমস্ত মুসল্লি তথা নামাজীদের জন্যই তো আল্লাহ্ বলেছে 'ফাওয়াইলুললিল মুসাল্লিন।' অর্থাৎ এ সমস্ত নামাজী মুসল্লিদের জন্যই তো 'ওয়াইল' নামক জাহান্নাম নির্ধারিত। সে এজিদের উত্তরসূরি তো এখনো আছে, যুগ যুগ ধরে থাকবে। তাছাড়া

নবীজীর পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেছে, নবীজীর সাথে ধর্মীয় যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এমন বাহ্যিক পাক্কা মুসলমানকেও তো আল্লাহ্ কোরআন পাকে মোনাফেক বলে সম্বোধন করেছেন। আর এ মোনাফেকদের সর্দার তো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। তার উত্তরসূরি তো এখনো আছে, কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুতরাং অবাক হবার কিছু নেই, বাহ্যিক মুসল্লি এবং নামধারী আলেমদের দ্বারা নূরুল ইসলাম ফারুকীর মতো মর্দে মুজাহিদ নবীপ্রেমিক সুন্নী আলেমরা খুন হবে। আল্লামা ফারুকী (রঃ) ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে আমাদের জন্য কী ম্যাসেজ দিয়ে গেলেন সেটিই এখন আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং বাস্তবে পরিণত করার বিষয়। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল (দঃ) আমাদের সহায় হোন। আমিন।

পরিকল্পিতভাবে খুন হন মাওলানা ফারুকী ॥ নূরুল সন্দেহের তীর উগ্র ও কট্টর ইসলামপন্থীদের দিকে

[আল্লামা ফারুকী নির্মমভাবে শাহাদত লাভের পর ২৯ আগস্ট ২০১৪ জামাতপন্থী দৈনিক সংগ্রাম নিচের রিপোর্টটি করে। জামাত নিজেই কট্টরপন্থী এবং ফারুকী রহঃ হত্যা মামলায় জামাতপন্থী কয়েকজন টিভি উপস্থাপকের নাম রয়েছে। ফলে পাঠকের জন্যে এতে কিছু তথ্য রয়েছে। তা বিবেচনায় নিয়ে সেই রিপোর্টটি হুবহু পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি। আশাকরি ভালো লাগবে।]

রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপক শাইখ মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকীর হত্যাকান্ডকে পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকান্ড হিসেবে উল্লেখ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বলছেন, মাওলানা ফারুকীর হত্যাকান্ডের সাথে আরও চারটি হত্যাকান্ডের মিল রয়েছে। ফারুকী হত্যাকান্ডসহ পাঁচটি হত্যাকান্ডের প্রেক্ষাপট এক ও অভিন্ন। এর আগে যে চারটি হত্যাকান্ড ঘটেছিল, সেগুলোর পুনরাবৃত্তিই ঘটেছে মাওলানা ফারুকীর বেলাতেও। তাদের ধারণা, ইসলামের নামে উগ্র ও কট্টরপন্থী গ্রুপের হাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে। তবে এ ধারণাই চূড়ান্ত নয়। তদন্তে আরও অনেক কিছু বের হয়ে আসতে পারে।

আর মাওলানা ফারুকীর পরিবারের সদস্যসহ স্বজনরা বলছেন, তার রাজনৈতিক কোন শত্রু ছিল না। কোন রাজনৈতিক দলকেও তাদের সন্দেহ নয়। ঘটনাকে ভিন্নখাতে নেয়ার উদ্দেশ্যেই কোন কোন মহল রাজনৈতিক দলকে জড়িয়ে অপপ্রচার চালাতে পারে।

এদিকে মাওলানা ফারুকীর হত্যাকান্ডের ঘটনায় তার দ্বিতীয় সংসারের ছেলে বাদী হয়ে রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় ৮ থেকে ৯ জনকে অজ্ঞাতনামা

আসামী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মাওলানা ফারুকীর লাশের ময়না তদন্ত হয়েছে। এরপর তার প্রথম নামাযে জানাযা হয় চ্যানেল আই অফিসের সামনে। এরপর সন্ধ্যায় দ্বিতীয় জানাযা হয় বাসার কাছেই পূর্ব রাজাবাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে। এরপর তার লাশ রাখা হয়েছে বারডেম হাসপাতালের হিমঘরে। আজ তার লাশ চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। সেখান থেকে লাশটি আনার পর জুমার নামায শেষে জাতীয় ঈদগাহে চতুর্থ পর্যায়ে নামাযে জানাযা হবে। এরপর তার লাশ নিয়ে যাওয়া হবে জন্মস্থান পঞ্চগড়ের পঞ্চগড়ে। সেখানেই তার দাফন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়।

মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রেসিডিয়াম সদস্য, মোফাসসিরে কুরআন, পূর্ব রাজাবাজার জামে মসজিদের সাবেক খতিব, ইসলামিক মিডিয়া জনকল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান, মেঘনা ট্রাভেলস (লাইসেন্স নং-২৯১) ম্যানেজিং পার্টনার, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আই-এর ধর্মীয় অনুষ্ঠান কাফেলার উপস্থাপক ও পরিচালক, রেডিও বাংলাদেশের ধারা ভাষ্যকার, সুপ্রিম কোর্ট জামে মসজিদের খতিব ও ফারুকী ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস-এর এমডি। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ইসলামিক সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলেন।

যেভাবে হত্যার ঘটনা ঘটেছে

নূরুল ইসলাম ফারুকীর ছেলে ফয়সাল ফারুকী জানান, সন্ধ্যার পর বাসায় দুইজন অতিথি আসেন। তারা তার (ফয়সাল) বাবার সঙ্গে হজ্বে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলেন। এ সময় তার বাবা ড্রয়িং রুমে বসা ছিলেন। পরনে ছিল লুঙ্গি আর সাদাকালো স্ট্রাইপের পাঞ্জাবি। গলায় ছিল পাগড়ি। এর পর ওই দুইজন জানান, তাদের আরও কয়েকজন বড়

ভাই আছেন, যারা হজ্বে যেতে চান। ফয়সাল বলেন, এর কিছুক্ষণ পর তারা দরজায় নক করে। আব্বা দরজা খোলার পর ৭-৮ জন লোক পিস্তল এবং রামদা, চাপাতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। ওই সময় পরিবারের ৫ জন সদস্য বাসায় ছিলেন। প্রথমে সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এবং পরে সবার হাত-পা ও চোখ বেঁধে ফেলে। ওই ড্রয়িং রুম থেকে তার বাবাকে পাগড়ি দিয়ে গলা বেঁধে টেনে হিঁচড়ে ডাইনিং রুমে এনে ডাইনিং টেবিলের নিচে গলা কেটে হত্যা করে তারা পালিয়ে যায়। তার রক্তের প্রবাহে গোটা রুম ভেসে যায়। গতকালও ডাইনিং রুমের ফ্রিজ ও মেঝেতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখা যায়। এ ঘটনার দুইদিন আগেও ওই দুইজন বাসায় এসে কথা বলে গেছেন বলে জানান তিনি।

কী কারণে খুন করা হয়েছে জানতে চাইলে ফয়সাল ফারুকী বলেন, 'আব্বা ধর্মের কথা বলতেন, সত্যের কথা বলতেন। আব্বার কথা যারা অপছন্দ করতেন তারাই এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে।' তার দাবি, ধর্মীয় কারণেই তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকান্ডটি পরিকল্পিত দাবি করে তিনি বলেন, 'এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। সত্যের কথা বলার কারণে আব্বাকে বিভিন্ন সময় মোবাইল ফোনে হুমকিও দেয়া হয়েছে।

ডাকাতদের হাতে হত্যার ঘটনা সাজানোর অপচেষ্টা

হত্যার পর খুনিরা বাড়িতে লুটপাট চালিয়েছে। বাসার আসবাবপত্র তছনছ করেছে। এ সময় বাসার সবার কাছে জানতে চাওয়া হয়, অর্থকড়ি, স্বর্ণালঙ্কার কোথায় আছে। এসব খোঁজার জন্য সবকিছু এলোমেলো করা হয়। পরিবারের বরাত দিয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) উপ-কমিশনার আশিকুর রহমান বলেন, ঘটনাটি ডাকাতি হিসেবে সাজানোর অপচেষ্টা চালিয়েছিল হত্যাকারীরা। সে

লক্ষ্যে তারা হত্যাকান্ড সম্পন্ন করার পর ডাকাতির নাটক করেছে। ঘরের আসবাবপত্র এলোমেলো করেছে।

ছেলে ফয়সাল ফারুকী বলেন, 'ঘরের আলমারি ভেঙে লুটপাট করা হয়েছে। ঘরে থাকা স্বর্ণালঙ্কারও তারা নিয়ে গেছে।' তিনি জানান, নগদ টাকা আড়াই লাখ নিয়ে গেছে। তার মধ্যে নতুন টাকা ছিল দেড় লাখ। এছাড়াও কাফেলার ক্যামেরা, রেকর্ডার, টেপ, তিনটি সোনার চেইন, তিনটি আংটি, কানের দুলও তারা নিয়ে যায়।

কারওয়ানবাজার ট্রেড সেন্টারে ইসলামী অনুষ্ঠান উপস্থাপকদের মধ্যে কী হয়েছিল?

হত্যাকান্ডটি পূর্বপরিকল্পিত দাবি করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার ঢাকা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার জানান, ২১ আগস্ট ঢাকার কারওয়ানবাজার ট্রেড সেন্টারে ইসলামী অনুষ্ঠান উপস্থাপকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের সব টিভি চ্যানেলের ধর্মভিত্তিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও আলোচকগণ উপস্থিত হন, যার সংখ্যা ছিল ২২। আলোচনা চলাকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ইসলামী অনুষ্ঠান উপস্থাপক শহীদুল্লাহ প্রস্তাব করেন, যারা ইসলামী অনুষ্ঠান করেন তাদের নিয়ে একটি সংগঠন করার জন্য। তিনি বলেন, 'মুফতি ইব্রাহীম ও ফারুকী সাহেব অনুষ্ঠানে একে অপরের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলেন, সংগঠন করা হলে আমরা হয়ত তাদের একটি প্ল্যাটফর্মে আনতে পারবো।'

এ সময় তারেক মনোয়ার (এটিএন ও এনটিভির উপস্থাপক) বাধা দিয়ে বলেন, 'ফারুকীর পক্ষে দালালি করবি না। এখানে ফারুকীর শেরেকী-বেদাতী চলবে না। তাকে প্রতিহত করার জন্য আমরা সবাই একত্রিত থাকলে তাকে (ফারুকী) মেরে ফেলা যাবে। এগুলোকে বাদ দিয়ে কীভাবে কমিটি করা যায়, তা করো।' এতে এটিএন বাংলার ইসলামী

অনুষ্ঠানের পরিচালক আরাকান উল্লাহ হারুনী, রেডিও টুডে ও আরটিভির খালেদ সাইফুল্লাহ বকশি, এনটিভির পিএইচপি কুরআনের আলোর মোক্তার আহমেদ, এসএ টিভির মোস্তাফিজুর রহমান, কারবালার পথের কেফায়েত উল্লাহ, এটিএন বাংলার আবুল কালাম আজাদ তাকে সমর্থন দেন।'

তিনি বলেন, 'পরবর্তীতে ফারুকীকে বাদ দিয়ে কামাল উদ্দিন জাফরীকে প্রধান উপদেষ্টা, আরাকান উল্লাহ হারুনী এবং খালেদ সাইফুল্লাহ বকশিকে সদস্য সচিব করে ৩৪ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। ফারুকী সাহেবকে কার্যনির্বাহীতে রাখার প্রস্তাব উঠলেও রাখা হয়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত থাকলেও তা জামেয়া কাসেমিয়ার প্রিন্সিপাল কামাল উদ্দিন জাফরীর হজ্বে যাওয়ার কারণে স্থগিত করা হয়। হজ্ব শেষে আনুষ্ঠানিক সাংবাদিক সম্মেলন করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে আমরা জানতে পারি।'

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আই-এর উপস্থাপক শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকী ১৯৫৯ সালের ২৪ নবেম্বর পঞ্চগড় জেলার বড়শ্বশী ইউনিয়নের নাউতারী নবাবগঞ্জ গ্রামে আলহাজ্ব মাওলানা জামশেদ আলীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা ফারুকী সংসার জীবনে দুই বিয়ে করেন। তার দুই সংসারে ২ মেয়ে ও ৪ ছেলে রয়েছে। মাসুদ এবং দুই মেয়ে আগের সংসারের। তার প্রথম স্ত্রী রাজধানীর মালিবাগ এলাকায় থাকেন বলে জানা গেছে। ঘটনার সময় তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে রাজবাজারের বাসায় ছিলেন।

তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন বলে তার পরিবার থেকে জানানো হয়। তার বইগুলো সুফিজমভিত্তিক। সবশেষে 'মারেফুল হারামাইন' নামের বইটি লিখেছেন। বইগুলোতে তিনি ইসলামের আদি বা অবিকৃত রূপ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন বলে তার ভক্তরা জানান।

৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ

হত্যাকান্ডের ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় আসামীদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন তার ছেলে ফয়সাল ফারুকী। এদিকে হত্যা রহস্য উদঘাটনে তিন 'প্রত্যক্ষদর্শীকে' থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

রাজধানীর শেরে বাংলানগর থানার উপ-পরিদর্শক জাহাঙ্গীর আলম জানান, নিহতের মেজ ছেলে ফয়সাল গত বুধবার মধ্যরাতে ৭-৮ জনের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত বুধবার রাতে এশার নামাযের পর আনুমানিক ৬-৭ জন যুবক পূর্ব রাজাবাজারে ফারুকীর নিজ বাসায় প্রবেশ করে। কিছু সময় পর ফারুকীর স্ত্রী ও এক ছেলেসহ তিন স্বজনকে হাত-পা বেঁধে ফেলে তারা। এরপর পৃথক কক্ষে ফারুকীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাতেই তিনজনকে আটক করে শেরে বাংলানগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

১৭৪ নম্বর পূর্ব রাজাবাজারে চারতলা একটি বাড়ির দ্বিতীয় তলায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন ফারুকী। বাসায় তখন মারুফ ছাড়া ছিলেন ফারুকীর স্ত্রী, মা ও গৃহকর্মী। নূরুল ইসলামের তিন ছেলের মধ্যে বড়জন আহমেদ রেজা ফারুকী বর্তমানে সৌদি আরবে রয়েছেন। মেজ ও ছোট ছেলে তখন ঘরে ছিলেন না। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্ত শেষে জানাযা ও দাফনের জন্য ফারুকীর লাশ বাসার কাছাকাছি নাজনীন স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে নেয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় ঢামেক হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের প্রভাষক ডা. হোসেন এ ময়না তদন্ত করেন। ডা. হোসেন জানান, ফারুকীর শরীরের কিছু জায়গায় আঘাতের

চিহ্ন থাকলেও গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। এটি পরিকল্পিত হত্যা।

মৃতদেহের ময়না তদন্তের আগে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন শেরে বাংলানগর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামন। তিনি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, কতিপয় লোক ফারুকীর বাসায় ডাকাতির উদ্দেশে তাকে গলা কেটে টাকা-পয়সাও স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। পুলিশের তেজগাঁও অঞ্চলের উপ-কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার বলেন, 'আমরা এ ঘটনার অন্তত তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। অপরাধী হিসেবে নয়, রহস্য উদঘাটনে তাদের সহায়তা নেয়া হচ্ছে।' তবে নিরাপত্তা ও তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম বলতে রাজি হননি এই পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি বলেন, 'পুলিশ সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে হত্যা রহস্য উদঘাটনে কাজ শুরু করেছে'।

থানার এসআই রাজু আহমেদ জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাদের থানায় আনা হয়েছে তারা হলেন-রফিকুল ইসলাম, মো. শফিক ও মো. বেল্লাল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে।

সন্দেহের তীর লা-মাযহাবির দিকে!

ফারুকী হত্যার ঘটনায় ধর্মীয় মতবাদের ভিন্নতাকেই মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করে তদন্তে নেমেছেন গোয়েন্দারা। এই হত্যাকান্ডকে আগের আরো চারটি হত্যাকান্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারাও। তবে এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে ধর্মীয় সংগঠন লা-মাযহাবির সম্পৃক্ততার কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা। একই সঙ্গে এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে উত্তরায় ফল ব্যবসায়ী এক জঙ্গি হত্যাকান্ড, বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে জঙ্গি হত্যাকান্ড, রাজধানীর গোপীবাগে ছয় খুন ও ব্লগার রাজীব হায়দার শোভন হত্যাকান্ড একই সূত্রে গাঁথা বলে মনে করছেন তারা। এসব হত্যাকান্ডের

ধরণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রায় একই রকম হওয়ায় হত্যার কারণও প্রায় একই বলে মনে করছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল জিয়াউল আহসান এ বিষয়ে বলেন, ধর্মীয় মতবিরোধ থেকে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি বলেন, এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে আগের আরো চারটি হত্যাকান্ডের মিল রয়েছে। এসব হত্যাকান্ডেই হত্যাকারীদের সঙ্গে নিহত ব্যক্তির যোগসূত্রতা ছিল। তারা একই কায়দায় এসব বাসায় যাতায়াত করতেন। একই স্টাইলে হত্যার আগে বাসায় প্রবেশ করে অন্যান্য বাসিন্দাদের অন্য রুমে আটকে রেখে কাপড়-চোপড় দিয়ে হাত-পা বেঁধে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে।

কর্নেল জিয়া বলেন, একই কায়দায় হত্যাকারীরা হত্যার আলামত নষ্ট করেছে। তিনি বলেন, রাজধানীর উত্তরায় একব্যক্তি জঙ্গি সংগঠন থেকে চলে এসে ভালো হওয়ার চেষ্টা করেন এবং ফলের ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু জঙ্গি সংগঠনের অন্য সদস্যরা তাকে হত্যা করে। একই ঘটনা ঘটে বগুড়ার সারিয়াকান্দিতেও। সেখানেও পুরনো জঙ্গি সদস্যকে একই কায়দায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মিরপুরের কালশীতে ব্লগার রাজীব হায়দার শোভন ধর্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় তাকে হত্যা করে জঙ্গিরা। ঠিক একই ধরনের হত্যাকান্ড হয় রাজধানীর গোপীবাগে। ভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ প্রকাশ করে নিজেকে 'ইমাম গাজ্জালী'র প্রতিনিধি দাবি করায় এই ছয় খুনের ঘটনা ঘটানো হয়।

জিয়া বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা ধারণা করছি, ফারুকী হত্যাকান্ডে লা-মাযহাবি, শিয়া-সুন্নী মতবাদের ভিন্নমতের কারণে এই হত্যাকান্ড ঘটতে পারে। এটাকে সামনে রেখেই আমাদের গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করেছে। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি, শিগগিরই এ হত্যাকান্ডের রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হবো।

সূত্র জানায়, ইসলামী ফ্রন্ট নেতা ও উপস্থাপক নূরুল ইসলাম ফারুকী হত্যার ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাদের সামনে দর্পণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গোপীবাগের ৬ খুনের ঘটনা। গোপীবাগে মুরিদ সেজে বাসায় ঢুকে ১০-১২ জন মিলে কথিত পীর লুৎফর রহমানসহ (৬০) ৬ জনকে হত্যা করে। এ সময় বাসায় স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সবার হাত-পা বেঁধে একে একে হত্যা করা হয়। ফারুকীর মতো গলা কেটে। ওই ঘটনা ছিল ঠিক মাগরিবের আযানের সময়।

অপরদিকে ফারুকী হত্যার ঘটনাও একই কৌশলে ঘটানো হয়েছে। হজ্ব পালন ও ওয়াজ মাহফিলের দাওয়াত নিয়ে দুই দুর্বৃত্ত বাসায় প্রবেশ করে। পরে আরও ৫ জন প্রবেশ করে। একপর্যায়ে সবার হাত-পা বেঁধে শুধু ফারুকীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা ঘটে এশার আযানের পর। অবশ্য নূরুল ইসলাম ফারুকীর ইসলামী আদর্শ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। অন্যদিকে কথিত পীর লুৎফর রহমান নিজেকে আল্লাহ্‌বাবা দাবি করতেন। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অতিরিক্তি উপ-কমিশনার আশিকুর রহমান বলেন, গোপীবাগের হত্যার রহস্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে রাজাবাজারের হত্যার ঘটনার মিল পাওয়া যাচ্ছে। বাসায় প্রবেশ, বাসার লোকজনের সঙ্গে কথা বলা এবং হাত-পা বাঁধার কৌশলও এক। এ বিষয়টি মাথায় রেখে তদন্ত করা হচ্ছে। তবে তদন্তাধীন বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

গোপীবাগ ও রাজাবাজারের ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, গোপীবাগের ৬ জনকে গলা কেটে হত্যা, ধারালো ছুরি, বাসার সবাইকে বেঁধে রাখা, মুখে স্কচটেপ লাগানোর ধরণের সঙ্গে মিলে যায় ফারুকী হত্যাকান্ড। এই গোয়েন্দা কর্মকর্তার ধারণা, ধর্মীয় আদর্শগত বিরোধ অথবা পুরনো শত্রুতা থেকেই এ দুটি হত্যাকান্ড ঘটে

থাকতে পারে। ঘটনার সঙ্গে ফারুকীর অনুসারী, জঙ্গি ও ইসলামী উগ্রপন্থীদের দিকে আঙ্গুল তুলে এ গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, হত্যাকারীরা জ্ঞানসম্পন্ন। হত্যার পর ডিবি পুলিশ মোবাইলের একটি সূত্র ধরে তদন্ড চালায়, সেটা হত্যাকারীরা জানে। ফলে গোপীবাগ ও রাজাবাজারের হত্যার ঘটনার সময় কেউ মোবাইল ফোন সঙ্গে আনেনি।

জানা গেছে, ফারুকী হিযবুত তাওহীদের বিরোধিতা করতেন। তিনি হযরত মুহম্মদ [ﷺ]-এঁর শানে মিলাদ ও মাজার জিয়ারতের পক্ষে মত পোষণ করতেন। একইসঙ্গে তিনি সুন্নিভিত্তিক সংগঠন আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতেরও নেতা ছিলেন। হাইকোর্ট মাজার মসজিদের খতিব থাকা অবস্থায় মিলাদ ও মাজার জিয়ারতের পক্ষে বক্তব্য দিতেন ফারুকী। ওই সময় তিনি ৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে বলেন, 'যারা মিলাদ মাহফিল ও মাজার জিয়ারতের বিরোধিতা করেন এবং এ কাজকে বেদাত বলেন, তারা যদি এর দলিল দেখাতে পারেন তাহলে পুরস্কৃত করা হবে।'

র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি) কর্নেল জিয়াউল আহসান ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে জানান, হত্যার ঘটনা রহস্যজনক। ইসলামী আদর্শ থেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। ফারুকীর পরিবারের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, এশার নামাযের পর আনুমানিক ৬-৭ জন যুবক তার কক্ষে প্রবেশ করে। কিছু সময় পর ফারুকীর স্ত্রী, ছেলে, গৃহপরিচারিকাসহ সবার হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়। এরপর পৃথক কক্ষে ফারুকীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়।

হুসাইনী আদর্শের ধারক শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]

মাওলানা মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আশরাফী

[মাওলানা আরিফুল ইসলাম আশরাফী একজন লেখক, প্রাবন্ধিক এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখায় রাসূলপ্রেমের অনবদ্য কাব্য ফুটে উঠে। "অতুলনীয় মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)" তাঁর লিখিত প্রথম বই। তাঁর দ্বিতীয় বই "কুরআন হাদিসের আলোকে ওসীলার বৈধতা"এবং "হৃদয়ে মদিনা" সর্ব মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং বাতিলদের মাঝে আলোচনা এবং সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই লেখকের আরো কিছু বই বের হবার পথে।]

শেষ জমানায় অধিকাংশ মুসলমান যখন হক্ব কথা বলা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে তখন সত্য-ন্যায়ের মশাল নিয়ে যিনি দুর্বার গতিতে বাতিলের আস্তানায় হানা দিচ্ছিলেন, তিনি হলেন শহীদ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]। তিনি ছিলেন ইমাম হুসাইনের [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] সাচ্চা সৈনিক। যিনি হুসাইনী আদর্শের কথা শুধু মুখে বলেননি বরং নিজের গোটা অস্তিত্ব জুড়ে সে আদর্শকে ধারণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি হুসাইনী সৈনিকের শহীদী দরজা লাভের যে চুড়ান্ত আকাঙ্খা তাও তাঁর নসীবে হয়েছে।

আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকীর [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] ছিলেন রাসূল [ﷺ]-এঁর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটি হৃদয়। যে হৃদয়ে শত কোটি ঘৃণা ছিলো বাতিলদের প্রতি যারা প্রিয় নবীজি [ﷺ]-এঁর মহান শান ও আযমতের খেলাফ কথা বলে। তাইতো এই বাতিলদের বিরুদ্ধেই তিনি

জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। কারণ হুসাইনী সৈনিক কোনদিন বাতিলের সাথে আপোষ করতে পারে না। আর জিহাদের ক্ষেত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন মিডিয়াকে। আর এটাই ছিলো যুগের চাহিদা। বাতিল গোষ্ঠী যখন মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম ও কোরআন-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছিল, তখন আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] নবীপ্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে মিডিয়া জগতে পদার্পণ করেন।

বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে একের পর এক অনুষ্ঠান করে বাতিলদের কোরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যার জবাব দিচ্ছিলেন। এ লড়াই যেন এক কারবালায় রূপ নিয়েছিল। ইয়াজিদি বহু সংখ্যক সৈনিকের বিরুদ্ধে হুসাইনী সৈনিক হিসেবে তিনি একাই বীর দর্পে লড়াই করে গেছেন। বাতিলের রক্তচক্ষুর ভয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেননি, বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হুসাইনী আদর্শের উপর অটল অবিচল থেকে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে ইসলামকে জিন্দা করে গেছেন। এ যেন কারবালার শাহাদাতের ধারাবাহিকতা। তাইতো উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম ও কবি মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর লিখেছেন, ‘'কাতলে হোসাইন আসল মে মুর্গে ইয়াজিদ হ্যায়, ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বাদ'।‘

যুগে যুগে মৃতপ্রায় ইসলাম জিন্দা হবে একেকটি কারবালা সংঘটিত হওয়ার পর। তেমনই একটি কারবালার চিত্রায়ন দেখতে পেলাম ২০১৪ সালের ২৭শে আগস্টে। সসস্ত্র ইয়াজিদি সৈনিকেরা ঝাপিয়ে পড়েছিল এক নিরস্ত্র হুসাইনী সৈনিকের উপর। শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনটি কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হলো ইসলামের দুশমনেরা। কিন্তু তাতে কি তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে পেরেছে? না, পারেনি। আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] নিজের জীবন দিয়ে ইসলামকে বাঁচিয়েছেন। তৈরি করে দিয়ে গেছেন অসংখ্য হুসাইনী সৈনিক যারা

মৃত্যুর পরোয়া করে না। ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে তারা জান বাজি রাখতে প্রস্তুত। এভাবেই ইসলাম টিকে থাকবে যুগের পর যুগ।

জীবন বিসর্জন দিয়ে আল্লামা ফারুকীর কোন ক্ষতি হয়নি বরং তিনি লাভ করেছেন শাহাদাতের মর্যাদা। ইসলামেরও কোন ক্ষতি হয়নি। ইসলাম বরং নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে। এদেশের কোটি কোটি মুসলমান হয়তো সাময়িক কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে তারা পেয়েছে নতুন ভাবে জেগে উঠার শক্তি।

মাওলানা ফারুকী হোসাইনী কাফেলার শাহাদাতের সাথী

মঈন চিশতী

[মঈন চিশতী একজন ধর্মচিন্তক এবং সুফীতাত্ত্বিক। দৈনিক যুগান্তরে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইস্যুতে নিয়মিত কলাম লেখক। তিনি সোনার গাঁয় অবস্থিত লালপুরী দরবারের গদিনশীন।]

"ওয়ালা তাকুলু মাইঁইয়ুক্বতালু ফী সাবিলিল্লাহি আমোয়াত"; অর্থাৎ "যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা"। এই কথাটি মাওলানা ফারুকীর ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য। তিনি হোসাইনী কাফেলার সৈনিক ছিলেন বলেই তাকে জালিমের হাতে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। মাওলানা ফারুকীর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নূরুজ্জামান ফারুকীর মাধ্যমে তার খবরাখবর রাখতাম। মাওলানা ফারুকী বিটিভিতে জীবনের আলো একটি অনুষ্ঠান করতেন। আর নুরুজ্জামান ফারুকী ঢাকা বেতারে জীবনের আলোসহ ইসলামী অনুষ্ঠানগুলো উপস্থাপনা করতেন। দুই জনের উপস্থাপনার ধরণ এবং বাচনভঙ্গী প্রায় কাছাকাছি হওয়ায় একদিন নুরুজ্জামান ফারুকী ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাওলানা ফারুকী কি আপনার ভাই? নামে এবং বাচনভঙ্গীতে মিল আছে তাই আমার কৌতুহল। নুরুজ্জামান ফারুকী ঢাকা আলিয়ার আমাদের সময়ের হেড মাওলানা জনাব মাহবুবুল হকের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সে হিসেবে আমার উস্তাদ ভাই। উনি বললেন, আসলে মাওলানা ফারুকী আমার রক্তসম্পর্কীয় ভাই নয়। তবে আমাকে তিনি বড় ভাই হিসেবে জানেন, তাই বলতে পারেন হৃদয় সম্পর্কিত ভাই।

আল্লামা ফারুকী দেশে লেখা পড়া শেষে সৌদি আরবে ছিলেন ইমামতির কাজে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে দেশে ফিরে ইমামতিকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। মিডিয়াতে কাজ করার জন্য আমার সহযোগীতা চান। তার বাচনভঙ্গী এবং উপস্থাপনার স্টাইল আমাকে আকৃষ্ট করে; ফলে আমি তাকে বিটিভিতে নিয়ে আমার পরিচিত কয়েকজন প্রোগ্রাম কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই, "তিনি হলেন আমার ছোট ভাই মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী। জেদ্দা এয়ারপোর্টে ইমামতির অভিজ্ঞতা শেষে দেশের মিডিয়ায় ইসলাম বিষয়ক অনুষ্ঠান করার জন্য চলে আসেন। আপনারা তার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন।"

সেই থেকে শুরু। এরপর তো তার কর্ম বিশ্বব্যাপী মুসলিম হৃদয়ে আমার চেয়ে তাঁকে বেশী পরিচিত করে তুলেছে। নুরুজ্জামান ফারুকী ভাইয়ের স্নেহের কারণে তার প্রতি আমার সমীহ বেড়ে যায়। আমি টিভি দেখায় অভ্যস্ত না হলেও মাওলানা ফারুকীর ইন্নাল হামদা লিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসালামু আলা রাসুলিল্লাহ...আরবী একসেন্টে এই খোৎবাসহ তার উপস্থাপনায় "জীবনের আলো" অনুষ্ঠান দেখতে টিভির সামনে বসে যেতাম। অনেকে মনে করেন সুন্দর বাচনভঙ্গী আর উপস্থাপনার স্টাইল ভালো হলেই সে ভালো উপস্থাপক, তা কিন্তু নয়। একজন ভালো উপস্থাপক হতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার বেশ জানাশোনা থাকতে হয়। তাহলে একজন সফল উপস্থাপক আলোচকদের হৃদয়ের কথাগুলো বের করে আনতে পারেন। মাওলানা ফারুকীর এই বিশেষ গুণটি ছিল। তিনি সৌদিতে থাকার কারণে তাদের বিশ্বাস এবং আক্বীদার ফাঁকগুলো যেমন জানতেন তেমনি আলেম পরিবারে জন্ম এবং মাদ্রাসাসহ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে আমাদের অতি উৎসাহী মুসলিমদের আমলের ফাঁকফোকর সম্পর্কে সম্মক ধারণা রাখতেন। যেমন আধুনিক শিক্ষিত অনেকেই বলে মা বাপই বড় পীর। আবার পীর কিসের? কিংবা খাজা আজমেরী নবীও না সাহাবীও না তার কথা ইসলামের দলিল হতে

পারেনা। কথাটি শুনতে ইসলামের পক্ষে মনে হলেও এর ভিতর ইসলাম পরিপন্থী দর্শন লুকিয়ে আছে অনেকেই তা জানেনা।

নিজেই বিবেচনা করুন আপনার মা বাপ অবশ্যই বড়। কিন্তু সেই মা বাপ আপনাকে উস্তাদের কাছে নিয়ে যান নামাজ কালাম শিখানোর জন্য। কারণ কি? শিক্ষা দানের পদ্ধতিতে কখনো কখনো কঠোর হতে হয় সেটা মা বাবা সন্তানের ক্ষেত্রে পারেন না। তাই সন্তানকে শিক্ষকের হাওলা করে দিয়ে বলেন শিক্ষকই তোমার রূহানী পিতা। কারণ তিনিই তোমার হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে আলোকিত মানুষ করে দেবেন। আমাদের যেমন সম্মান করবে তার চেয়ে বেশী তাকে সম্মান করতে হবে। আর শিক্ষক পীর উস্তাদগণ নবুওয়তী মসনদে বসা। তাদেরকে উলিল আমর বলা হয়। "আতিঊল্লাহা আতিঊর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম" - আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্র আনুগত্য রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাথে উলিল আমর বা তোমাদের দায়িত্বশীল শিক্ষক পীর উস্তাদদের আনুগত্য করবে।

মনে পরে গেলো আমাদের হেড মাওলানা মাহবুব হুজুরের কথা। তিনি আবুদাউদ শরীফ পড়াচ্ছেন এমন সময় আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার মাওলানা ইউনুস শিকদার পিওন মারফত মাওলানা মাহবুব হুজুরকে সালাম পাঠালেন। তিনি দরস বন্ধ করে কোরানের আয়াত তেলাওয়াত করলেন আতিউল্লাহা ওয়া আতিউররাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম এই আয়াতের ভিত্তিতে আমাদের উলিল আমর আমাদের প্রিন্সিপাল। সুতরাং আজকের দরস এখানেই সমাপ্ত বাকী কথা আগামী দিন হবে ইন শা আল্লাহ্।

এবার আসি খাজা আজমেরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিষয়ে। খাজা আজমেরী এই দেশে না আসলে আমরা কতো পার্সেন্ট মুসলমান থাকতাম একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো। আজ থেকে আটশত বছর আগে তিনি একাই বিনা যুদ্ধে শুধুমাত্র খোদাপ্রেমের বানী শুনিয়ে

মানবতার সেবা করে নব্বই লক্ষ মানুষকে মুসলমান বানিয়ে ছিলেন। সেই খাজা আজমেরী আমাদের জন্য যেমন উলিল আমর তেমনি সাহিবে ইজতিহাদ বা দ্বীন সংস্কারকও। ইসলামী জীবন যাপনে শরীয়তের দলিল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা'আ ও ক্বিয়াস এই চারটি বিষয়। যেখানে সঙ্গত কারণে উলামাদের ইজমা'অ সম্ভব নয় সেখানে সাহিবে ইজতেহাদের ক্বিয়াসকেও দলিল হিসেবে মানতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়াজ বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে পাঠাতে মনস্ত করলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- "যখন তোমার কাছে বিচারের ভার ন্যস্ত হবে তখন তুমি কিভাবে ফায়সাল করবে?" তখন তিনি বললেন- "আমি ফায়সালা করব আল্লাহ্‌র কিতাব তথা কুরআন দ্বারা"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- "যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে এর ফায়সালা না পাও?" তিনি বললেন- "তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এঁর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- "যদি রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাতেও না পাও?" তখন তিনি বললেন- "তাহলে আমি ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করব"। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকে চাপড় মেরে বললেন- "যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই তৌফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট"। {সূনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৫৯৪, সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং-১৩২৭, সুনানে দারেমী, হাদিস নং-১৬৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২২০৬১}। এতে বুঝে গেলো সাহিবে ইজতেহাদও শরীয়তের দলিল।

মাওলানা ফারুকী বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আই ও মাইটিভিতে 'কাফেলা' এবং'শান্তিরপথ' নামে দুটি অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন। এছাড়া হাইকোর্ট মাজার জামে মসজিদের খতিব, সুন্নী সংগঠন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ

ইসলামী ফ্রন্টের প্রেসিডিয়াম সদস্য, ফারুকী ট্যুরস অ্যান্ডট্রাভেলস নামে একটি হজ ও ওমরাহ এজেন্সির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিক মিডিয়া জনকল্যাণ সংস্থা নামে একটি এনজিওর চেয়ারম্যানসহ বেশ কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাছাড়া তিনি আরো বহুগুণ ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

যার মধ্যে অন্যতম গুণ ছিল সৎসাহসী, ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল প্রভৃতি গুণের অধিকারী। তিনি ছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন খাঁটি আশেক। গোস্তাখে রাসূলের চরম আতঙ্ক ছিলেন তিনি। তিনি কথা বললে কাউকে ছাড় দিয়ে বলতেন না। যার কারণে তঠস্থ থাকতো বাতিলের চেলারা। তিনি ন্যায় এবং সত্য কথা বলতে কখনো ভয় পেতেন না।প্রতি বছর ১২ ই রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী সা উপলক্ষে জশনে জুলুসে তাঁর ছিল বিশেষ অবদান।

মিডিয়া জগতকে ব্যবহার করে বাতেল ফের্কার মোনাফেকগুলো যখন সাধারণ মুসলমানদের গোমরাহির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি ইসলামের সঠিক ইতিহাস এবং কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখা তুলে ধরে মুসলমানদের সঠিক পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি ইসলামী বিশ্বের নানা দেশ ঘুরে ইসলামের অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান ইতিহাস এবং নবী-রাসূল ও সাহাবগণের মাজার শরীফ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্হানের ইতিহাস ঐতিহ্য কুরআন- সুন্নাহর আলোকে তার ‘কাফেলা’ টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরতেন। কাফেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস জানতে পেরেছে।

Email:mueenchishty@gmail.com

শহীদ ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]-এর সান্নিধ্যে একরাত

ড. এ. এস. এম. ইউসূফ জিলানী

[বহুগ্রন্থ প্রণেতা ড. এ. এস. এম. ইউসুফ জিলানী ঢাকায় প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর। ইসলাম নিয়ে বাতিলদের মিথ্যাচার এবং আক্বীদা নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের জবাবে তিনি এ যাবৎ প্রায় শতাধিক পুস্তক রচনা করেন। প্রতিটি পুস্তক দলীল এবং তথ্যে ভরপুর। এর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু অনুবাদ গ্রন্থ, যেগুলো রচনা করেছেন জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুজাদ্দিদ এবং প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ঢাকায় ইসলামিক রিসার্চ একাডেমির পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।]

শহীদে মিল্লাত শায়খ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী [রহঃ]-এর সাথে তখন আমার তেমন পরিচয় ছিলো না। পরিচয় হয় কাকতালীয়ভাবে। তাও দেশে নয়, দেশের বাইরে। মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় তীর্থস্থান, আমাদের সকলের প্রাণের স্থান, আমাদের প্রাণের নবী [ﷺ]'র বরকতময় আগমনস্থল পবিত্র হেরেমে, মক্কার মওলুদুর রাসূলের নিকটে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠতম স্থান ও বরকতময় জায়গায়। আমি এ বরকতময় ও পবিত্র স্থান (মওলুদুন্নবীস্থল) যিয়ারত করে বের হয়ে আবারও বাইরে থেকে মুনাজাত করছিলাম, তখন তিনি (হযরত ফারুকী র.) পেছন থেকে আমাকে ধরলেন এবং মুনাজাতরত অবস্থায় হাত নামিয়ে দিলেন। বললেন, চলে যান। আমি কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। তিনি আমাকে দ্রুত সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, হাত গুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর ইঙ্গিত বুঝতে পারছিলাম না। আমি আমার কাজেই ব্যস্ত থাকলাম। এবার তিনি এক প্রকার জোর করেই আমাকে সরানোর চেষ্টা করলেন এবং জানালেন, আমি যা করছি তা ঠিক করছি না, এখানে এ

সব কাজ বেআইনি। তার কথার মর্ম আমি তখনো বুঝতে পারিনি। আমি তার সাথে তর্ক জুড়ে দিলাম। সেখানে সাদা পোশাকে পুলিশ ছিলো কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি।

ইত্যবসরে আমি সবই বুঝে গেলাম, যখন আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন শায়খ ফারুকি র. পুলিশের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি তাদের বললেন, আমি তাঁর সাথে ওমরাহ করতে এসেছি। অথচ আমি তার সাথে আসি নি। তিনি পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে এখানকার নিয়ম কানুন সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। তারা তার কথায় কর্ণপাত করল না। তখন তিনি আমাকে বললেন, "আপনি ঘাবড়াবেন না, আমি আপনার খোঁজ খবর নিবো। আপনার কাফেলাকে খবর দিবো।" আমার পরিচিত এক লোকের ফোন নম্বর নিলেন।

ইতিপূর্বে আমি আরো কয়েকবার এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম। পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায় সরকারে মুস্তাফা [ﷺ]-এর যিয়ারতের সময় এক পুলিশের সাথে আমার তর্ক হয়েছিলো। তখনও তারা তাদের অফিসে নিয়ে একবার জিজ্ঞাবাদ করেছিলো। অবশ্যই পরে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। তাই এটা নিয়ে আমার তেমন কোন দুশ্চিন্তা ছিলো না। তবে শহীদ ফারুকি (র.) কে দেখলাম, তার দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। এমন মনে হলো যেন তিনি আমাকে মৃত্যুর খাটিয়ায় তুলে দিচ্ছিলেন। আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম, আল্লাহ্‌র রহমতে প্রিয়নবীর কৃপায় আমার সমস্যা হবে না। তিনিও জানেন, আমি কোন অপরাধ করিনি। কিন্তু নজদি পুলিশকে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, কারণ অনেক যিয়ারতকারীকে তারা এভাবে হয়রানি করে থাকে।

যা হোক আমি পুলিশের সাথে চলে আসলাম। তারা আমাকে তাদের মিসফালাস্থ অফিসে এনে আরবের প্রসিদ্ধ কাহওয়া স্থানীয় ভাষায় গাওয়া তথা কফি পান করালেন। আমি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট এক বন্ধু ডা. আলহাজ রফিককে ফোন করলাম। যিনি পেশায় একজন ডাক্তার, সেখানে তার একটি ফার্মেসিও আছে। তিনি ফ্যামেলিসহ মক্কায় বসবাস করেন অনেক দিন ধরে। তাকে এবং বাংলাদেশি আরো কয়েকজন সুনিড়ব ভাইকে ফোন করলাম। তারাও আসলেন। ডাক্তার রফিকের কফিল প্রিন্স তালাল। এছাড়াও সেখানে তার বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী পরিচিত লোকও রয়েছে। তিনি একজনের সাথে কথা বললেন এবং এরপর আমার পাসপোর্ট আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হলো।

আমার বিরুদ্ধ তাদের অভিযোগ আমি মওলুদুন নবীতে সিজদা করেছি। আসলে কথা হলো, প্রিয় নবী এবং তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত খাজা আআবদুল্লাহ (র.) ও মহিয়সি আম্মাজান হযরত সাইয়্যিদা আমিনার (র.) স্মৃতিবিজড়িত স্থান এটি। এটি সেই পুণ্যময় গৃহ মুবারক যেখানে তিনি শুভাগমন করেছিলেন। সৌদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তা ধ্বংস করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে সেখানে "মাকতাবাতুল মক্কা" নামে একটি লাইব্রেরি করা হয়। আমি সেখানে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামায পড়েছিলাম। এরপর মিলাদ বা মুনাজাত করতেই সেখান থেকে আমাকে বের করে দেওয়া হয়। এটা ২০০৩ ইং রমযান মাসের ঘটনা। অথচ ইতিপূর্বে ২০০১ সালে রমযানে এ কাজগুলো আমি নির্বিঘেড়ব করেছিলাম।

যা হোক, আমরা তখনো সেখান থেকে বের হয় নি, এমন সময় শহীদ ফারুকী (র.) সেখানে উপস্থিত হলেন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বাঙ্গালি ও একজন আরবিকে নিয়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, ফারুকী রহঃ-এর সাথে আমার কোন পরিচয়ই ছিল না। দেখাসাক্ষাতই হয় নি কখনো। তিনি

শুধু এটুকুই দেখেছেন যে, আমি যিয়ারত করতে গিয়ে সমস্যাই পড়ে গেছি। তখন তিনি আমার সাহায্যে এগিয়ে আসলেন শুধু এ কারণে যে, আমি মিলাদ কিয়ামে বিশ্বাসি লোক। তখনো তাঁর সাথে আমার ভালো করে কথা বলা বা পরিচিত হবারও সুযোগ হয়নি।

পরে আমি তার পূর্ণ পরিচয় পেয়েছিলাম। আরো মজার ব্যাপার হলো, আমার ঘনিষ্ট ডা. রফিকও তাঁরই ভক্ত এবং পূর্ব পরিচিত! তিনি (ডা. রফিক) আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমার অনূদিত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভি (র.) কৃত নারায়ে রেসালতের বিধান কিতাবটিও দিলেন। ঔদিন তিনি (ফারূকী র.) আমাকে ডা. সাহেবের বাসায় যেতে দিলেন না। তার সাথে একই হোটেলে রাখলেন। সেখানে তার সাথে অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হলো এবং তার কয়েকটি প্রোগ্রামেও আমাকে নিয়ে গেলেন।

এরপর থেকে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্টতা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে যখন জানতে পারলেন যে, আমার সাথে আওলাদে রাসুল, বিশ্বখ্যাত ওলি, কুতুবুল আউলিয়া, হযরত আহমদ কবির রেফায়ির (র.) বংশধর ও সে তরিকার সাজ্জাদানশিন, কুয়েতের সাবেক মন্ত্রী, সূফি ও মুবাল্লিগ সৈয়দ ইউসূফ রেফায়ি (র.)'র ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। মোটকথা, হযরত ফারুকীকে অল্প সময়ে যা চিনলাম -জানলাম, তিনি অসাধারণ এক মোহনীয় ব্যক্তিত্ব, নির্লোভ, নির্মোহ, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, বিনয়ী ও নিরহংকারী এক লোক। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি সত্যিকারের একজন আশেকে রাসূল, নবী প্রেমিক। অসংখ্য পীরের খেলাফত থাকা সত্বেও নিজে তা কখনো প্রকাশ করতেন না।

পরিশেষে বলা যায় যে, শহীদ ফারুকী (র.) ছিলেন একজন সত্যিকার আশেকে রাসূল, নির্লোভ -স্বার্থহীন, অসাধরণ, বিনয়ী ও পরোপকারী

লোক। তার মত একজন ব্যক্তি বিশ্বে খুবই বিরল। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে জানড়বাতে আ'লা মকাম দান করুন।

আল্লামা ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]-র আহলাল বাইত রা. প্রেমযাত্রা: কেন তিঁনি আমাদের সবার চেয়ে অন্যরকম ছিলেন?

গোলাম দস্তগীর লিসানি

[গোলাম দস্তগীর লিসানি একজন সুফিবাদি লেখক ও প্রথিতযশা ব্লগার। বাংলা ভাষায় মেইনস্ট্রিম প্ল্যাটফর্মগুলোতে নাস্তিক ও স্বাধীনতা বিরোধীদের বিষয়ে সোচ্চার তিনি। ছদ্মনামে উপন্যাস, ছোটগল্প ও অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে ২০ টির মত। বর্তমানে তিনি অনলাইন ভিত্তিক লেখালেখির সাথে সংশ্লিষ্ট।]

প্রশংসা আল্লাহ্'রই। তাঁরই নামে শুরু। অনন্ত সালাত ও সালাম রাসূল ﷺ, তাঁর আহলাল বাইত, খুলাফায়ে রাশিদুন মাহদিয়ুন, আসহাব, আউলিয়া ও নবীপ্রেমমত্তদের প্রতি। রিদ্বওয়ানুল্লাহি তাআলা আজমাঈন।

তিঁনি জুমআ'র নামাজ পড়াতেন শাহ্ শরফুদ্দিন চিশতী রহ. মাজার কমপ্লেক্সে মসজিদে। সুপ্রীমকোর্ট মসজিদ বা হাইকোর্ট মসজিদ নামেও তা সুপরিচিত।

আমার বাসা ছিল শহীদে মিল্লাত আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী রহমতুল্লাহি আলাইহির খুতবা মসজিদের খুবই কাছে। আমি অভাগা, খুবই কম গিয়েছি। হাইকোর্ট মাজার মসজিদে আল্লামা ফারুকী'র বয়ান শোনার জন্য দূর দূরান্ত থেকে নবী ﷺ প্রেমিকদের ঢল নামতো। কিছু কিছু ভাই তো ঢাকার বাইরে থেকেও এ নামাজে শামিল হতেন। যেমন ছিল মুনাজাত, তেমনি যিকর, তেমনি মিলাদ মাহফিল।

কিন্তু অন্তরে গেঁথে গেছে তাঁর আরবি খুতবা ও খুতবার আগে বাংলা বয়ান।

একবারের কথা আজীবন মনে থাকবে।

প্রেমিকজনা পাগল হয়ে ওঠেন একটা মাসে। মুহররম। মুহররমের শুরুতে জুমআ পড়তে যাই। আগুন ঝরছিল আল্লামা ফারুকী রহ.'র কণ্ঠে। লোকতোষণের আগুন নয়। মাঠ গরম করা আগুন নয়। ভেতরের চাপা রাখা আগুন। অনেক জানেন যাঁরা, অনেক বোঝেন যাঁরা, অনেক অনুভব করেন যাঁরা, তাঁরা যখন ভেতরের অনুভূতিকে একবার বাইরে আনেন, তখন যে স্ফুলিঙ্গ ঝলকে ওঠে, সেটা। একেবারে খাঁটি প্রেমিক না পেরে মুখ খুললে যা হয়, সেটা।

বাংলা খুতবা ও আরবি খুতবার বিষয় একই ছিল।

আহলাল বাইতি রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিকৃষ্ট বঞ্চনা ও নিকৃষ্ট রাজনীতি। সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহুমা'র উপস্থিতিতে মসজিদে নববীতে জুমআর নামাজের সময় খুতবা পড়তো নিকৃষ্ট প্রেতাত্মা মারোয়ান। মারোয়ান মূলত সেই খুতবাতে মাওলায়ে কায়েনাত আলী ইবনু আবি ত্বলিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম ও তাঁর পরিবারের প্রতি গালাগালি ও অভিশম্পাতই করতো। সে অন্যায় বক্তব্যের সময় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রা. দেরি করে মসজিদে আসতেন। যেন সেসব বিশ্রি কথা শুনতে না হয়। ইমাম হাসান রা. প্রায়ই খুতবার সময় মসজিদকক্ষ থেকে সরে নবীজী ﷺ'র রওজাকক্ষে গিয়ে বসে থাকতেন।

আল্লামা ফারুকী রহ. এমনি এক দিনের কথা বলছিলেন। কীভাবে উপস্থিতদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে গিয়ে মারোয়ানের কথার প্রতিবাদ করলেন, সেই কথা।

বলছিলেন যুগে যুগে আহলাল বাইতে রাসূলিল্লাহ্ ﷺ কে 'বিদ্রোহী' বলার ইতিহাস। যুগে যুগে বিভিন্ন মতবাদের মুখে তাঁদের প্রতি ঘৃণার উন্মেষ।

হায়, আল্লামা ফারুকী রহ. বাংলা খুতবা শেষ করলেন।

আরবি খুতবা শুরু করলেন।

মনে হল রক্তের কোষে কোষে বারুদ ঠেসে দিচ্ছেন। মনে হল দেহের কোষকোষ হয়ে পড়ছে অবিস্ফোরিত বোমা। অনন্য বিশুদ্ধ আরবিতে বলতে বলতে যেন হারিয়ে যাচ্ছেন। ঘরছাড়া করে দজলা ফোরাতের তীরে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদেরও।

কিছুক্ষণের মধ্যে তিঁনি লা'নত বর্ষানো শুরু করলেন। পরিকল্পিত নয়, স্বত:স্ফূর্ত। যেন তিঁনি মহাকালের সাক্ষী কোন মহীরুহ। যেন তাঁরই উপর পড়েছে ভার নবী ﷺ 'র কলিজা নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে খাওয়া পিশাচ শকুনগুলোকে আল্লাহ্'র অভিশপ্তাত দেয়ার।

খুতবা শুনে এমন প্রকম্পিত হয়েছিলাম, যে দু রাকাত জুমআ পড়ার পর আর থাকতে পারিনি। বেরিয়ে গেছি। মুনাজাত নেইনি, মিলাদ পড়িনি। সেদিন আবার বুঝতে পেরেছিলাম, ওই নবী ﷺ প্রেম নবী ﷺ প্রেম নয়, যে নবী ﷺ প্রেমে নবী ﷺ ঘরের জন্য পাগলের মত কাতরতা নেই। সে কী কাতরতা! সে কী খোদায়ি গজবের আগুন খোদার এক বান্দার কণ্ঠে!

তখনি মনে হয়েছিল, তাঁর উপর আক্রমণ না আসে! তাঁকে না ছিঁড়েখুঁড়ে খায় উগ্রবাদীরা। তাঁকে কাছ থেকে খুব বেশি দেখিনি। কিন্তু তাঁর কর্মপরিধি এবং কাজের ধারা বেশ ভালভাবে অনুভব করেছিলাম।

তাঁর শাহাদাতের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর জানাযার কথা। সুন্নিয়াতের যে দুটা ঘরানা পরস্পরের সাথে খুব বেশি যোগাযোগ রাখতো না, সেই দুই ঘরানা থেকেই হাজারো মানুষের ঢল নেমেছিল। আমরা সেদিন চিৎকার করে কেঁদেছিলাম।

তাঁর খুনিরা কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় হিসাব কষতে পেরেছে। পেরেছে খুব ভালভাবে ছক মেলাতে। তারা এমন কাউকে বেছে নিয়েছে, যাকে সরিয়ে দিলে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া থেকে সুন্নিরা সরে যাবে। এমন কাউকে সরাতে চেয়েছে, যাকে সরিয়ে দিলে একত্রীকরণ বন্ধ হয়ে যাবে। এমন কাউকে সরাতে চেয়েছে, যিঁনি জানেন তো অনেক জানেন, বোঝেন তো অনেক বোঝেন, করেন তো অনেক করেন এবং গ্রহণযোগ্য তো অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

এবার আসুন দেখা যাক, কেন তিঁনি আমাদের সবার চেয়ে অন্যরকম ছিলেন।

আমরা সবাই নবী ﷺ প্রেমের চর্চা করি, করতে চাই, করার অন্তত আশা রাখি। আমরা সবাই সুন্নিয়াত-তাসাউউফের সেবা করতে চাই। এখানে তিঁনি ও আমরা সবাই একই রকম। কিন্তু আমাদের তফাতটা অন্য কোথাও।

তিঁনি দুনিয়াব্যাপী ইসলামের অবস্থা দেখেছিলেন। আমরা দেখিনি। আমরা চোখ বন্ধ করে মরুর উটপাখির মত বালুতে মাথা গুঁজে নিজের মত কথা বলে যাই। তিঁনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, মরুর উটের মত মাথা তুলে এগুনোর চেষ্টা করেছেন। উটপাখির মতন নয়, আপাতত তফাতটা সামান্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসামান্য।

আমাদের সাথে তাঁর তফাত কর্মপদ্ধতি ও কর্মউপলব্ধিতে।

আমরা জানি মিডিয়ায় যেতে হবে, তিঁনি মিডিয়া দখল করে বসেছিলেন। আমরা জানি ইলমি ও সূফি কিতাবগুলো একত্রিত করতে হবে, তিঁনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে সূফিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিতাব সংগ্রহ করেছেন। আমরা জানি সুন্নিয়াত একত্রিত করতে হবে, তিঁনি একত্রিত করার জন্য সবখানে সারা জীবন ছোটাছুটি করেছিলেন। আমরা জানি, নবী ﷺ প্রেমী হতে হলে আহলালবাইত প্রেমিক হতে হবে, তিনি বাস্তবে নবী ﷺ

প্রেমকে আহলাল বাইত প্রেমে রূপান্তরিত করেছিলেন। আমরা জানি নবী ﷺ প্রেমী হতে হলে উম্মাহ্-প্রেমী হতে হবে, তিঁনি বাস্তবে নবী ﷺ প্রেমী ছিলেন বলেই উম্মাহ্'র একত্রিকরণে নেমেছিলেন।

আমরা কল্পনায়, তিঁনি বাস্তবায়নে। আমরা ভাগাভাগিতে, তিঁনি জোড়ালাগানোয়। আমরা তত্ত্বেব, তিঁনি বাস্তবে খুতবায়। আমরা দ্বিধায়, তিঁনি একমুখী।

আমাদের সামনে আল্লামা ফারুকী রহ. একটা উদাহরণ রেখে গেছেন, এখন আমাদের পক্ষে সে পথে হাঁটা আরো সহজ হবার কথা; কিন্তু আত্মকেন্দ্রীকতা, দলবাজি, হামবড়া বাদ দিয়ে সে পথে হাঁটার জন্য তাঁর কাছ থেকে একটা জিনিস শিখতে হবে-

প্রেমের জন্য প্রকৃতপক্ষেই নিজের বিষয়গুলোকে ছেড়ে তাঁর ﷺ বিষয়গুলোকে আঁকড়ে ধরা।

আমাদের কিন্তু আশা হারানোর কিছু নেই। আল্লামা ফারুকী রহ. কে আমরা হারাইনি। তিঁনি বৃদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারতেন, আমরা হয়তো আরো অনেক কাজ পেতাম তাঁর কাছ থেকে, কিন্তু তিনি তারুণ্যের টগবগে ঘোরা ছুটিয়ে হাসানি হুসাইনি রা. সুন্নাহ্-মত চলে গেছেন শাহাদাতের পিয়ালা পিয়ে।

শিখিয়ে গেছেন মাত্র একটা শিক্ষা, বয়স অল্প পেলেও হয়, সুযোগ অল্প পেলেও হয়, শুধু প্রেমের শুদ্ধতাটা চাই। প্রেম শুধু নবী ﷺ তে না রেখে সে প্রেম তাঁর পরিবার ও তাঁর উম্মাহ্ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হয়।

আমরা যেন এই একটা শিক্ষা আল্লামা ফারুকী রহ. থেকে নিতে পারি।

আপামর সুন্নী জনতার হৃতগৌরব, অবিস্মরণীয় ইসলামী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, শহীদে মিল্লাত, মহাত্মা, নূরুল ইসলাম ফারুকী (রঃ) স্মরণে

কে. এম. নূরুল ইসলাম হুলাইনী

বেদনাবিধুর আগস্ট তুমি
আনলে লহুর নদী।
হৃদ-বিদারী কান্নাজলে
ভাসছি নিরবধি।

মহাত্মা ফারুকী তোমার
কী অপরাধ ছিল ?
কেন তোমার হক্বের কণ্ঠ
স্তব্ধ করে দিল ?

তুমি ছিলে রে বে-নজির ,
দ্বীন-ঈমান কাননে।
জ্ঞান-তাক্বওয়া, সৎসাহসে
ছিলে উচ্চাসনে।

অকাতরে জীবন দিলে
যুগ-সীমারের হাতে।
শাহাদাতের সুধা পিয়ে
ঠাঁই নিলে জান্নাতে।

মামলা হলো, খুনী আজও
দিব্যি হেসে খেলে।
জঙ্গীপনার প্রসার ঘটায় ,
উড়ছে পেখম মেলে।

'সাগর রুনি'র মামলা যেমন
কানামাছি খেলে।
'ফারুকী খুন মামলা'টাও
চলছে হেলেফেলে।

আর কাহাঁতক? ধৈর্যের বাঁধ
ভাঙ্গার উপক্রম !
ধরে নেবো, চলছে 'জঙ্গী
লালন' কার্যক্রম।

এক ফারুকী শহীদ করে
পাঠায় লোকান্তরে।
লক্ষ কোটি ফারুকীরা
প্রতি ঘরে ঘরে।

তালেবানী ইসলাম এবং নৃশংস জঙ্গিবাদ!

ডক্টর আব্দুল বাতেন মিয়াজী

[শহীদ আল্লামা ফারুকী রহঃ সুফিবাদি আদর্শ ধারণের কারণে যে বছর কট্টর নব্য সালাফীদের হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন, ঠিক সে বছরই, অর্থাৎ ২০১৪ সালে পাকিস্তানের পেশওয়ারে সেনাবাহিনী পরিচালিত একটি স্কুলে তালিবান জঙ্গিরা হামলা করে প্রায় দেড়শ স্কুলছাত্রকে হত্যা করে। এ হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ নেয়া। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তালিবানদের নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ পরিচালনা করছিল। তাদের সাথে পেরে না উঠে তালিবান যোদ্ধারা এই শিশুদের খুব কাছ থেকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। ইসলামের নামে মানবিকতার এমন অবক্ষয় বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে সেদিন। শহীদ ফারুকী রহঃ সমগ্র জীবন সৌদি-নজদীপন্থী কট্টর ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। অবশেষে এদের হাতেই তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। এই হামলা শহীদ ফারুকীর সুফিবাদি অহিংস ইসলামের জন্য আমরণ সংগ্রামকে মনে করিয়ে দেয়।]

যখন এই লেখা লিখছি তখন পাকিস্তানের পেশাওয়ারে একটি স্কুলে মানবতা বর্জিত পশু, মুসলমান নামধারী, দাড়ি-টুপি ওয়ালা, নামাজী, সালাফী তালেবানদের গুলিতে প্রায় দেড়শ স্কুল ছাত্র নিহত হয়। পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণে দিশেহারা, মুসলিম পরিচয় বহনকারী সমাজবিবর্জিত এই সন্ত্রাসী গ্রুপ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি স্কুলে ঢুকে অস্ত্রের মাধ্যমে একে একে নিরীহ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রদের গুলি করে মারতে থাকে। খুব কাছ থেকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হিংস্রতার সাথে এসব পশুগুলো মাথায় গুলি করে মারে ওই শিশুদের। তাদের এ কর্মকাণ্ড যে কোন হায়েনার হিংস্র ছোবলকেও হার মানায়। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে

প্রতিশোধ হিসেবে তারা এই কাণ্ড ঘটায়। সেনাবাহিনীর সাথে কুলিয়ে উঠতে না পেরে তারা এ ঘৃণ্য পথ বেছে নেয়। যা ইসলাম সমর্থন করা তো দূরের কথা, কোন পশুর কাছ থেকেও প্রত্যাশিত নয়। আমরা প্রায়ই ভিডিওতে দেখি, বনের বাঘিনী কিংবা হিংস্র প্রাণীও মা-হারা অন্য কোন প্রাণীর অনাথ বাচ্চাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। যে বাঘ হরিণ শাবককে জীবন্ত ছিঁড়ে খাবার কথা, সে বাঘও সেই বাচ্চাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। অথচ মানুষ নামের এসব নরপশু তালেবানদের এ কেমন হামলা? তাদের লক্ষ্যবস্তু হল অসহায় শিশু এবং স্কুলছাত্র। এই তাদের ইসলামের নমুনা! এই ইসলামের আদর্শ! এই তাদের ইসলাম!

তাদের ইসলামের কাছে সব মানবতা পরাজিত হয়ে গেল। তাদের চোখে অন্য কোনও মানুষ মানুষ নয়। একমাত্র তারা ব্যতীত অন্য সব মুসলমান মুশরিক আর কাফের। ফলে অন্যকে হত্যা করতে এদের একটুও বুক কাঁপে না। হোক সে মুসলমান কিংবা অন্য ধর্মের অনুসারী। ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এরা প্রতিষ্ঠা করে চলেছে অন্য এক ইসলাম যেখানে মানবতা কুঁকড়ে কুঁকড়ে মরে। যেখানে নবী [ﷺ] তাদের মতো সাধারণ মানুষ ব্যতীত কিছুই নন। নাউজুবিল্লাহ! নবী [ﷺ] তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতই সাধারণ যে তাঁর ইলমে গায়েব, অতি মানবিক গুণাবলী বলতে কিছুই নাকি ছিল না। নাউজুবিল্লাহ! এদের পূর্ব পুরুষেরাই কারবালার প্রান্তরে নবীদৌহিত্র ইমাম হুসেইন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'লা আনহু) সহ আহলে বায়েতের ৭২ জনকে শহীদ করে। আর এরাই আবার এজিদের নামের শেষে "রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু" বলে। এরাই এজিদকে ন্যায়সঙ্গত শাসক মনে করে। আর ইমাম হুসেইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে মনে করে রাষ্ট্রদ্রোহী। এরা মানুষ মেরে খুশী হয়। আর ঈদে মীলাদুন্নাবী [ﷺ] এলে এরাই সবচে' বেশী নারাজ হয়। নবী [ﷺ] আর আল্লাহ্ ওলীদের শান ও মানের কথা শুনলে এরা অনেক কষ্ট পায়। তাদের আমল দেখলে মানুষ মনে করে এরা না জানি কতই ধর্মপ্রাণ।

এদের আমলের কাছে সাহাবা (রাঃ) ও নিজদেরকে অসহায় মনে করতেন। এরাই বর্তমান যুগের খারেজী। যারা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে শহীদ করেছিলো। ১৪শ বছর ধরে চলে আসা ইসলামকে পরিবর্তন করে এরা কায়েম করতে চায় নতুন এক ইসলাম যেখানে কোন মানবতা অবশিষ্ট থাকবে না। কেউ কোন ভুল করলেই কতল করে প্রতিশোধ নেয়াই এদের স্বভাব। ক্ষমা বলতে এদের কাছে কিছু নেই। এদের হাতে কোন মানুষই নিরাপদ নয়।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনুল কারিমে অন্যায়ভাবে হত্যা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধ সম্পর্কে ইরশাদ করেন- 'যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন পুরো মানবজাতিরই প্রাণ রক্ষা করল (৫:৩২)।' অন্যায়ভাবে হত্যার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা ইরশাদ করেন- কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন (৪:৯৩)। ইসলাম কোনোভাবেই অন্যের জানমালের ক্ষতিসাধন সমর্থন করে না। যারা মানুষের জানমালের ক্ষতি করে ইসলাম তাদের প্রকৃত মুমিন বলে স্বীকৃতি দেয় না। রসুলুল্লাহ [ﷺ] ইরশাদ করেন- 'প্রকৃত মুমিন সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ।' সুতরাং একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনো অন্য মুসলমানের জানমালের ক্ষতি করতে পারে না।

তালেবানী শয়তানীর কিছু নমুনা

লেবাসে মুসলমান হলেও ইসলাম থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে এরা। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে আমেরিকা, পাকিস্তান আর সৌদি ওহাবীপন্থীদের আর্থিক এবং সামরিক সহযোগিতায় এদের প্রবর্তন।

আফগানিস্তানে একসময় বিধবা স্বামী-সন্তানহারা নারীগণ তৎকালীন সরকারের বিশেষ দয়ায় চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা সেসব নারীদের ইসলামের ধোঁয়া তুলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। ফলে সেসব বিধবা স্বজনহারা অসহায় নারীরা বাধ্য হয় রাস্তায় রাস্তায় বসে কুরআন তেলাওাতের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে। কিন্তু সেসব অভাগা নারীদের কপালে তাও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ওসামা বিন লাদিনকে ধরার নাম করে পশ্চিমা শক্তি গুলি, মর্টারসেল, ট্যাঙ্ক নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে আফগানদের উপর। লক্ষ্য লক্ষ্য নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়, আর ঘরবাড়ী ছাড়া হয় আরও কয়েক লাখ। আফগানিস্তান পরিণত হয় একটি ধ্বংসস্তূপে।

ইহুদী খৃষ্টান আর ইসলামের শত্রুদের সাহায্য নিয়ে এসব ওহাবীপন্থী, সালাফী, লা-মাজহাবী গোষ্ঠী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ইসলামকে কলংকিত করে চলেছে। এদের বিরুদ্ধে সবাইকে একতা বদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। এদের কারণে মানুষ ইসলামকে ঘৃণা করে আর আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী [ﷺ] কে বিধর্মীরা গালি দেয়। মানুষ কুরআন হাদিস পড়ে ইসলামকে জানতে চায় না। মানুষ দেখে মুসলমানের আচরণ। আর তাদের এ হিংসাত্মক আচরণ প্রকাশ করে এমন এক ইসলামের যার সাথে ১৪০০ বছর আগের ইসলামের কোনই সংস্রব নেই।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাদ্বিয়াল্লহু আনহু) ইস্তাম্বুলে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে ইস্তাম্বুলে রোমানদের দুর্গের দ্বারপ্রান্তে শায়িত করা হয়। আর শত্রুকে এই বলে হুশিয়ার করে দেয়া হয় যে, "তোমরা মহানবী [ﷺ]-এঁর এই সাহাবীর কবরকে অসম্মান করলে মুসলিম আরবে তোমাদের খৃষ্টানদের একটি চার্চও অক্ষত থাকবে না।"

এই হুঁশিয়ারির পর খৃষ্টানজগত হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর মাজারকে সম্মান করতে থাকে। যা ইস্তাম্বুলে আজো বিদ্যমান রয়েছে।

এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হল যে, বর্তমান বিশ্বে মুসলিম অমুসলিম এমন এক সূত্রে বাঁধা, হাতের কাছে পেয়ে শত্রুকে বদ করতে যাওয়া মানে অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য বিপদ ডেকে আনা। তালেবান বা জংগী গোষ্ঠী পশ্চিমা বিশ্বের কাউকে হাতের কাছে পেলেই জিম্মি করে নিয়ে জবাই করে বসে। এরপর তারা এর ভিডিও চিত্র আবার গর্ব ভরে নেটে ছেড়ে দেয়। অথচ তারা একবারও চিন্তা করে না, তাদের অন্য মুসলমান ভাইদের কি হবে যারা পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করছে? তারা হয়তো ৫ জনকে হত্যা করছে। অপরদিকে পশ্চিমা বিশ্ব ইরাক, আফগানিস্তান, লেবানন, সিরিয়া, লিবিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কৌশলে হত্যা করছে লক্ষ লক্ষ মুসলমান। কাজেই এখনই প্রকৃত সময় এসব জংগীদের প্রতিহত করা। শহীদ ফারুকী রহঃ ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জীবন লড়ে গেছেন। আসুন আমরা সত্যিকারের ইসলামী আদর্শে ফিরে যাই। এসব জংগী আর সন্ত্রাসীদের পরিত্যাগ করি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মুসলিম নামধারী এসব নরপশুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুক। আমীন।

"আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি মর্যাদা নবীর হতে পারে না, নবীর চেয়ে বেশি মর্যাদা কোনো অলীর হতে পারে না।"

- শহীদে মিল্লাত আল্লামা শাইখ নূরুল ইসলাম ফারুকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ফারুকী [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]-এর বয়ান থেকে

[আল্লামা শহীদ ফারুকী রহঃ এর বয়ান থেকে টেক্সট তৈরি করেছেন মুহাম্মদ আজম ওরফে মুহাম্মদ আলী। আল্লামা শহীদ নূরুল ইসলাম ফারুকী রহঃ দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মুল্যবান সব প্রমাণাদি সংগ্রহ করার পাশাপাশি দেশের আনাচেকানাচে ছুটে গেছেন বয়ান এবং ওয়াজের উদ্দেশ্যে। জামেয়া আহমদিয়া, চট্টগ্রামে তেমনি এক মাহফিলের বক্তব্য আপনাদের জন্য তুলে ধরছি। মিডিয়ায় তাঁর বক্তব্যের পাশাপাশি এসব বয়ান ও মাহফিল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ ধরণের ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল। আশা করি মিডিয়ার পাশাপাশি আল্লামা শহীদ ফারুকী রহঃ কে এই বয়ানের মাঝেও খুঁজে পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য এসব বক্তব্যে কথ্য এবং সাহিত্যের সংমিশ্রণ রয়েছে, ভাষা কথ্য রীতিতে হবার কারণে কিছুটা অসঙ্গতিও লক্ষ্য করতে পারেন। কোথাও কোথাও সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণে ধাক্কা খেতে পারেন। এটা স্বাভাবিক। তবে চেষ্টা করা হয়েছে সেসব অসঙ্গতিগুলো দূর করে যথাসাধ্য স্বাভাবিক করার জন্য। তবে পুরোপুরি করা সম্ভব নয়, কেননা, তাহলে কথ্য ভাষার বয়ান পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং তাতে বয়ানের রস ও স্বাদ থেকে পাঠক বঞ্চিত হবেন।]

[এক]

আসসালামু আলাইকুম, নাহমুদুল্লাহুল আজীম ওয়া নুসাল্লি 'আলা রাছূলিহিল কারীম [ﷺ]।

আজকে বাংলাদেশে শুধু নয় গোটা পৃথিবীর নবী প্রেমীদের সর্বশ্রেষ্ঠ গণ জমায়েত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [ﷺ] উপলক্ষে জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল। ঐতিহাসিক পুণ্যভূমি, বেলায়েতের সূতিকাগার চট্টগ্রামের বুকে জামিয়া রহমানিয়া আহমদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে এই বিশাল গণ জোয়ারের সম্মানিত সভাপতি। আমি সর্বপ্রথম যাঁর পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের আলোচনা শুরু করব তিনি এই উপমহাদেশের প্রথম কাতারের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধকবৃন্দের উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক আওলাদে রাসূল, জামানার মুজাদ্দিদ আল্লামা শাহ সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]। তাঁর পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তারই কলিজার টুকরা সাহেবজাদা উপমহাদশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমামে আহলে সুন্নাতু ওয়াল জমাত আল্লামা তৈয়ব শাহ কেবলা [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]। তাঁর পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে হজরতে ওলামায়েকেরাম বিশেষ করে যারা মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন, আমার উস্তাদ, পিতৃসমতুল্য দীর্ঘ সাড়ে তিন যুগের এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ আল্লামা জালাল উদ্দিন আল কাদেরি, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন শ্রদ্ধাভাজন ওলামায়ে কেরাম। রয়েছেন বুদ্ধিজীবী, রয়েছেন এদেশের আপামর জনসাধারণ, রয়েছেন আপনারা আশেকানে মুস্তফা, এবং গোলামানে মুস্তফা। সকলকে আমি আজকের এই শুভসকালে, আমি আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শুভাগমনের আনন্দে আরেকবার শুভেচ্ছা সালাম দেব। সবাই মুখ খুলে জবাব দেবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকয়াতুহু।

সম্মানিত উপস্থিতি, যত মানুষ আপনারা আমার সামনে আছেন এবং মঞ্চে আছেন, আপনাদের সকলের চাইতে দুর্বল জ্ঞানের অধিকারী

আমি। শুধু আমার একটা অভিজ্ঞতা আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছেন আমার দয়াল নবীজীর বদৌলতে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি দুটো কথা বলব। প্রথম কথা হল এই, আপনারা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করুন, না চাওয়া ফরিয়াদ কবুল করার জন্য। সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ফরিয়াদ করে ব্যর্থ হয়েছেন সমস্ত মালাইকা ফরিয়াদ করে ব্যর্থ হয়েছেন। বিনা ফরিয়াদে সেই নেয়ামত আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে দিয়েছেন। নবী পাকের গোলাম হবার সৌভাগ্য নছিব আমাদের হয়েছে এই জন্য চিৎকার করে শুকরিয়া আদায় করে বলুন, আলহামদুলিল্লাহ্।

দুই, এই উপমহাদেশে ১৮৫৭ সাল থেকে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে, সাহাবায়ে কেরামের পরে এই দেশে যখন ইসলামের আলো আসতে লাগল সেই ইসলামের আলো কে এনেছে, কি ভাবে এসেছে? আমার নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই মসজিদে নববীর ছাদে উঠে চতুরপার্শ্বে তাকাচ্ছেন। ফজরের নামাজের পর তখনও সূর্য উঠে নাই। পুর্ব দিকে মুখ করে আল্লাহ্র নবী আনন্দে লম্বা লম্বা শ্বাস নিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাস করার ফলে আল্লাহ্র নবী [ﷺ] বলেন, "এই দিকে হাজার হাজার মাইল দূরে একটা এলাকা আছে, হিন্দুস্থান সেই এলাকার নাম। সেই এলাকায় আমার পাগল আছে, সেই এলাকায় আমার প্রেমিক আছে। আমি হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে হাজার হাজার বছর আগে থেকে ঐসব প্রেমিকদের খুশবু পাচ্ছি। তাইতো আমি আনন্দে খুশবু নিচ্ছি।"

[দুই]

এই প্রেমিকদের মোহাব্বতে আল্লাহ্র নবী আমাদের কাছে পরবর্তীতে পাঠালেন এই ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলের আলী হাসবেরী দাতা গঞ্জে বকশকে [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি], পাঠালেন ভারতের উত্তর পূর্বে খাঁজা গরিবে নেওয়াজকে [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি], পাঠালেন ভারতের পূর্ব

দক্ষিণ অঞ্চলে বাবা শাহ জালাল ইয়েমেনি মুযাররবি [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] কে, পাঠালেন বাংলার জমিনে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কলিজার টুকরা নয়নমণি ক্বোররাতা আঈনে ইমাম আহমদ রেজা [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] বেরলবীকে। পাঠালেন ভারতবর্ষে হাজার হাজার ওলামাকে, পাঠালেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবিকে, পাঠালেন শাহ মুহাদ্দিছ আব্দুল আজিজ কে, পাঠালেন শাহ মুহাদ্দিস আবদুল হককে [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

এক দিকে বেলায়েত দিয়ে পাঠিয়েছেন আর এক দিকে এলেম দিয়ে পাঠিয়েছেন। দুই দিকের আলোতে আমরা আলোকিত হয়ে ভারতবর্ষের মুসলমান যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে অলী আল্লাহ্দের বরকতে আজকে পঁচাত্তর কোটি মুসলমান ভারতবর্ষে বাস করে। এই পঁচাত্তর কোটি মুসলমান হয়েছে আল্লাহ্ ওয়ালাদের রূহানী বরকতে, রূহানী শক্তিতে। আমরা শত শত বছর ধরে এই কোটি কোটি মুসলমান অলী আল্লাহ্দের আত্মার বদৌলতে তাদের রূহানী দোয়ার বদৌলতে আদব নিয়ে, আখলাক্ব নিয়ে, ঈমান নিয়ে বসবাস করতেছিলাম, রসূলের প্রেম নিয়ে বসবাস করেতেছিলাম। কিন্তু সেই আঠারো শতাব্দীর মাঝামাঝি, সেখান থেকে আমাদেরকে ডাইভার্ট করা হল।

সর্ব প্রথম ভারতবর্ষে ইয়াজিদি এবং মুনাফিকদের চর ভারতবর্ষে চলে আসে এবং তাদের সোহবতে তাদের আছরে সে ভূত যখন কিছু আলেমের কাঁধে সোয়ার হল এমন কিছু কিতাব লিখা হল যে সব কিতাবে ঈমান থাকে না। সৌদিআরব বলে পাঠাল এবং মক্কা মদিনার ইমাম মুফতি যারা ছিলেন ৩০ জন গ্র্যান্ড মুফতি তারা বলে পাঠাল, তোমরা তোমাদের আক্বীদা পরিষ্কার কর নাহলে আমরা কাফের ফতোয়া দিতে বাধ্য হব। তখন ভারত বর্ষের দেওবন্দের কাসেম নানতবী যিনি হাজি ইমদাদুল হক মক্কির খলিফা ছিলেন। পাঁচজন খলিফা একত্রিত হয়ে ভারতবর্ষের বড়বড় আলেম দেওবন্দের খলিল আহমদ তারানপূরী

যিনি নিজেও খলিফায়ে হাজী ইমদাদুল হক মোহাজিরি মক্কি। তাকে দায়িত্ব দেয়া হল কিতাব লিখার জন্য। তুমি তাড়াতাড়ি কিতাব লিখে আমাদের জান বাঁচাও।

তিনি কিতাব লিখলেন, 'আল মুহান্নাত আলাল মুফান্নাত'। এই কিতাব লিখে নিজেদের আক্বীদা লিখলেন। সেটা যদিও আবু সুফিয়ানের কলেমা পড়ার মত হয়ে থাকলেও হোক কিন্তু আমরা আমাদের দলিল এভিডেন্স পেয়ে গেছি ওর মধ্যে। তারা কিতাব লিখেছে সেই কিতাবে মিলাদ মাহফিলকে এবং কেয়ামকে তারা মুস্তাহাব বলেছে। শরিয়ত সম্মত ঈদে মিলাদুন্নবীকে মুস্তাহাব বলেছে এবং তারা সেখানে রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম) এলমে গায়েবের খবর দিতে পারেন, আল্লাহ্ যতটুকু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেন সেকথা স্বীকার করেছেন। এরকম ২৬টি আক্বীদার জবাব দিয়ে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে তৎকালীন ৩৫ জন দেওবন্দ আলেম সই করেছেন।

[তিন]

সেই কিতাবের বাংলা হয়েছে, সেই বাংলা কিতাব আমার কাছে আছে আর আজকে নব্য দেওবন্দী যারা বের হয়ে আসতেছে তারা মিলাদ কিয়ামকে হারাম বলে। তারা বলে মিলাদ-কিয়াম যারা করে তারা জাহান্নামী। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই তোমাদের আকাবেরেরা মিলাদ-কিয়াম মুস্তাহাব বলে গেল। আকাবেরে দেওবন্দের কোনো কিতাবের মধ্যে আজও পর্যন্ত মিলাদ-কিয়াম, মিলাদুন্নবী এবং মিলাদ শরীফ হারাম লিখা নাই। তোমরা যদি বের করতে পার ৫লক্ষ টাকা পুরস্কার। কিন্তু তোমরা নব্য দেওবন্দী আজকে কারা? সে চিটাগাং-এর হউক আর ঢাকার হউক, নব্য দেওবন্দি পরিচয়ে যারা মিলাদ কিয়ামকে হারাম বলে

বেড়াচ্ছে? নিঃসন্দেহে আমার কাছে আরকেটা বই আছে নাম হল "ঐক্যের ডাক"।

২০১২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ৫০ জন আকাবেরে দেওবন্দের একটা কনফারেন্স হয়েছে। সেই কনফারেন্সে সারা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দেওবন্দিরা ছিল। তারা একত্র হয়ে ৫০ জন সই করে "ঐক্যের ডাক" নামে এই পুস্তকে তারা লিখেছে, আমাদের দেওবন্দের কেউ আমাদেরকে মিলাদ কিয়াম হারাম বলে নাই এখন যারা বলতেছে এরা কারা? এটা এই বইয়ের মধ্যে লিখা আছে। আমার জিজ্ঞাসা এই যে, মুহান্নাত কিতাব এটা দেওবন্দী আহলে সুন্নাতের আক্বীদা। এই নামে "মুহান্নাত আলাল মুফান্নাত" এর বইয়ের বাংলা করা হয়েছে এখানে ২৬টা মতবাদের মধ্যে দেওবন্দের আকাবেরদের মিলাদা-কিয়াম জায়েজ আছে বরং মুস্তাহাব।

তারা সেখানে লিখেছে আজকে কারা এরা দেওবন্দের নাম দিয়ে আমাদেরকে ইহুদিদের দোসর বলে? যারা মিলায়াদ-কিয়াম করে তাদেরকে আবু লাহাবী বলে, মিলাদ-কিয়াম যারা করে তাদের পিছনে নামাজ হবে না? এই বক্তৃতা যারা করে বেড়ায় তারা দেওবন্দীদের পরিচয়ে যদিও বলে মূলত তারা ইহুদীদের এজেন্ট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মূলত তারা ইহুদী নাসারাদের পাচাটা গোলাম। সালাফীদের হাত দিয়ে তাদের টাকা খেয়ে তারা মিলাদ-কিয়াম, ঈদে মিলাদুন্নবী হারাম ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আজ আমি পরিষ্কারভাবে লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার ঘোষণা দিতে চাই। যে ঘোষণা বছরের পর বছর চ্যানেল আই'তে দিয়ে আসছি, আজও পর্যন্ত কেউ চ্যানেল আই'তে আসে নাই। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই কোরআন শরীফে ৬৬৬৬ আয়াতে, বিশ্বের সমস্ত হাদিসের কিতাবে একটি অক্ষর যদি ঈদে মিলাদুন্নবী নাজায়েজ থাকে, মিলাদ-কিয়াম নাজায়েজ থাকে, সালাতুস সালাম নাজায়েজ

থাকে, তোমাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব। গোটাজাতী ১৬ কোটি মানুষ দেখবে। একজনও আসে না। কি প্রমাণ হয়? এতবড় চ্যালেঞ্জ আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে, ১শত বায়ান্নটা দেশ যেই টেলিভিশন দেখে সেই টেলিভিশনে দেওয়া এত বড় চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করে না। তাহলে বুঝা গেল তাদের দাবী ১০০% মিথ্যে। আমি সময় পাব না, হজরতে কেরাম অনেক আমার থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা মঞ্চে আছেন। আমি মূল কিছু বিষয়ে আলোকপাত করে শেষ করে দেব।

এক নম্বর কথা হল, এই ভারতবর্ষে সালাফীদের নির্যাতন। তারা বহু অলী-আল্লাহ্‌কে হত্য করেছে, বহু অলী-আল্লাহ্‌কে তারা আহত করেছে। এই চট্টগ্রামে সুন্নিয়তের বুনিয়াদ যিনি করেছেন আল্লামা গাজী শেরেবাংলা [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] কে তারা আহত করেছে। তারা আহত করেছে আরও বহু আলেমকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফজলে একমাত্র যার শক্তিতে, যার উসিলায়, তাদের আহত করার শক্তি তো নাই, মুখ খোলার শক্তি নাই, তিনি মুজাদ্দেদে জামান সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]। তাঁকে এই দেশে আল্লাহ্‌র নবী মহব্বত করে পাঠিয়েছিলেন। যেমন পাঠিয়েছিলেন খাঁজা গরীবে নেওয়াজ, শাহ জালাল ইয়েমেনি, আমানত শাহ [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] কে। ঠিক তেমনি সেই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্‌র নবী এই বাংলাদেশের সব চাইতে পুণ্যভূমি বাংলাদেশের বেলায়াতের সূতিকাগার, বেলায়াতের গোড়াপত্তন যেখানে হয়েছে।

ইসলাম দুইভাবে এসেছে। সেন্ট্রাল এশিয়া এবং আরব সাগর দিয়ে এসেছে। আরব সাগর হয়ে সরাসরি চট্টগ্রামে এসেছে। আর সেন্ট্রাল এশিয়া দিয়ে সারা বাংলাদেশে এসেছে। আরব সাগর দিয়ে সরাসরি চিটাগাং এ আসার কারণে এই চিটাগাং অলি-আল্লাহ্‌দের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে বলে চিটাগাং এর মানুষ, আপনারা, গোটা বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান। চিৎকার করে বলুন,

আলহামদুলিল্লাহ্। এই চিটাগাংএ জন্ম গাজী শেরে বাংলা আজিজুল হক [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] এর। এই চিটাগাংএ ১২ আওলিয়া এসেছেন। বাবা শাহ আমানত, হাজার হাজার অলি এই চিটাগাং এ জমিনের নিচে অতন্দ্র প্রহরীর মত তাকিয়ে আছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা, আল্লাহ্র নবী ভালবেসে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন সৈয়দ আল্লামা সিরিকুটি [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] কে। যার শুভ আগমনের বদৌলতে এই বাংলার জমিনে দুটো বড় বড় মাদ্রাসা দূর্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুন্নিয়তের নবী-প্রেমিকের দুর্গ হয়েছে। তার একটা হল এই চিটাগাং-এর জামিয়া আহমদিয়া, আরেকটি ঢাকার কাদেরিয়া তৈয়বিয়া, যেটি আল্লামা তৈয়ব শাহ [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই দুটো সুন্নিয়তের দুর্গ যদি না হত সারা বাংলাদেশের সুন্নিরা আন-প্রটেক্টেড থেকে যেতাম, আমরা নিরপদে থাকতে পারতাম না। এত বড় মহফিল করতে পারতাম না, এত বড় জন সমুদ্র হতো না।

আজ আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই। আপনারা আমার সমালোচনা করেন, যাই করেন, আমাকে যেটাই মনে করেন আমি যেটা দেখব সেটা বলবই। সারা চিটাগাং এর ২২ তলা ভবনের ছাদে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি এই মেগা সিটি চিটাগাং। চিটাগাং এর কোন অলি-গলি, কোন রাস্তায় গাড়ি নাই, ঘোড়া না, কিচ্ছু নাই। একমাত্র সমস্ত অলিগলি এরকম ঈদুল ফিতর, এরকম ঈদুল আজহা যদি এক হাজার ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা যদি এক সঙ্গে করা হয় আজকের ঈদের দিনের তুলনায় তুচ্ছ। প্রমাণ, প্রমাণ হচ্ছে চিটাগাং এর রাস্তাঘাট দেখুন। ছাদে উঠে দেখুন আজকে যেখানে যাবেন, যে দিকে তাকাবেন শুধু নবী প্রেমিকের সয়লাব, আনন্দের সয়লাব।

তাতে প্রমাণ হচ্ছে কি? এই চিটাগাংকে শুধু আপনারা নন আপনাদের সঙ্গে এখানে যারা আছেন, তাদের সঙ্গে যারা জুলুস করতেছে, রাস্তায়

তাদের সঙ্গে গোটা চিটাগাং বাসীর সঙ্গে শুধু আপনারা রয়েছেন তাই নয়, হুজুর কেবলা থাকেন শুধু তাই নয়, নিঃসন্দহে আপনাদের সাথে আজকে আমাদের সাথে এই চিটাগাং এর ময়দানে আল্লামা সিরিকোটি হাজির আছেন। আমাদের সঙ্গে তৈয়ব শাহ কেবলা হাজির আছেন। সেখানেই শেষ নয় আমাদের সাথে এই চিটাগাং এ দয়াল নবী সশরীরে উপস্থিত আছেন বলে এই লক্ষ কোটি জনতার মনের জোয়ার কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

মনে রেখ গুস্তাকে রসূল, আল্লাহ্‌র হাবীব হাতের তলা সোজা করলে বৃদ্ধা আঙ্গুলি থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুলি পর্যন্ত যে রকম দেখা যায়, ঘাড় ঘোরাতে হয় না, তামাম পৃথিবী মশরিক থেকে মগরিব পর্যন্ত দেখতে আল্লাহ্‌র নবীর ঘাড় ঘোরাতে হয় না। কিন্তু যেখানে লক্ষ লক্ষ নবীর গোলাম আছে, পাগলের মত আমার নবীর শুভাগমনের দিনে আনন্দ উল্লাসে রাস্তায় বেরিয়েছে, সেখানে আমার নবী শরিক না হয়ে পারেন না। শরিক হয়েছেন বলে আজ মানুষের ঢল নেমেছে। তোমরা যারা গোস্তাকে রাসূল তারা শুনে রাখো, আজকে এখানে আপনারা যারা বসে আছেন পেন্ডেলের নিছে, রাস্তার দুই পাশে তার চাইতে পঞ্চাশগুণ মানুষ সারা শহরে আছে। সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার জায়গায় আল্লামা সিরিকোটি মসলেকের ঈদে মিলাদুন্নবীর জুলুস হচ্ছে। আমার যেখানে জন্মস্থান দিনাজপুর, সেই জায়গায় ঈদে মিলাদুন্নবী শব্দ উচ্চারণ করা যেত না। আর আজকে এতদিন পর আল্লামা সিরিকোটির উসিলায় তাঁর বদৌলতে সেখানে মাদ্রাসা হয়েছে। সেখানে ঈদে মিলাদুন্নবীর জুলুস হচ্ছে। সেই জুলুসে এখন পঞ্চাশ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করছে।

[চার]

হাজেরিন! আদম (আলাইহিস সালাম) পৃথিবীতে আসলেন, জবলে আদম শ্রীলংকায়। পাথর খোদায়ে পাহাড়ের চুড়ায় পাঁচ ফুট শাত ইঞ্চি

লম্বা তাঁর কদম। কেবলার দিকে হয়ে তাঁর কদমের দাগ পাথরে বসেছে। আমি তের ঘণ্টা বেয়ে সেই পাহাড়ে উঠে পাথরের দাগে চুমু দিয়েছি, তাঁর পায়ের দাগে। বাবা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের বিস্তৃতি করেছেন সারা দুনিয়াতে। মানব দেহের মধ্যে একটা অসুস্থতা ধরে গেল।

কি অসুস্থতা? মানুষ শিরক করতে লাগলো, মানুষকে মানুষ প্রভু মনে করে, গাছপালাকে প্রভু মনে করে, অনাচার অবিচার পাপাচার আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা নবী পাঠাতে লাগলেন। নবীদের কাজ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কলেমার স্লোগানে মানুষকে আল্লাহ্র কাছে নিয়ে আসা। মিথ্যা রবদের কাছ থেকে মুক্ত করে, শিরক থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র কাছে নিয়ে আসা। এক নবীর পর আরেক নবী আসতে লাগলেন। আসার ধারাবাহিকতায় আসতে আসতে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) আসলেন। ঈসা (আলাইহিস সালাম) সহ প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ্ ওয়াদা করিয়েছেন তুমি দুনিয়াতে যাওয়ার পরে যদি আমার রাসূল যায়, তোমার কাছে, তুমি তোমার গদি ছেড়ে দিয়ে নবীর হাতে হাত রেখে বায়াত হয়ে মুসলমান হবে নতুন করে। নতুন করে ঈমান আনবে এবং আমার নবীর প্রচার করতে থাকবে।

সবাই প্রচার করেছেন, একজন পয়গম্বরও বাদ যান নাই যারা প্রচার করেন নাই। সর্বশেষ প্রচার করেছেন ঈসা (আলাইহিস সালাম)। ঈসা (আলাইহিস সালাম) যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন ৫০০ বছরের গ্যাপ পড়ে গেল। গ্যাপের মধ্যে মানুষ বেশি খারাপ হয়ে গেল। দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রভুতে ভরে গেল, অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার, যেনা ব্যভিচার, মানুষ খুন, শরাব খাওয়া, চুরিডাকাতি এগুলো বেড়ে গেল। নিষ্ঠুরতা বেড়ে গেল, রহম বিদায় নিল, লজ্জা শরম বিদায় নিল। এই কাজগুলোতে সারা পৃথিবী যখন অন্ধকার তার চেয়ে বেশী অন্ধকার ছিল আজকের সৌদিআরব বা আরব ভূমি। মানুষ, মনুষ্যত্ব,

প্রকৃতি, চাঁদ, সূর্য, সাগর, বাতাস, তরুলতা, কিট-প্রতঙ্গ, পশু-পাখি হাহাকার করতে লাগল। কে দেবে শান্তি? কে ঘুচাবে অন্ধকার? কে ঘুচাবে এই অশান্তি? কে দিবে মুক্তি আর শান্তি? কার কাছে পাব আমরা নাজাত?

এই করতে করতে অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া পরবশে তাঁর প্রিয় দোস্ত, প্রিয় হাবিব আমাদের জানের জান, আমরা যার গোলাম নবী মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে উপহার দিলেন, আজকের এই দিনের ভোর বেলায়। চিৎকার করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ্। অন্ধকারাচ্ছন্ন এই যুগে মানুষগুলোকে কি দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন দূর করলেন আল্লাহ্র হাবিব? তিনটা অস্ত্র আল্লাহ্ দিয়েছিলেন। তিনটা হাতিয়ার আল্লাহ্র হাবিবকে আল্লাহ্ দিয়েছিলেন। তিনটা হাতিয়ারকে ব্যবহার করে আরবের মত ডেঞ্জার জোন, একেবারে সব থেকে অসভ্য, একেবারে নিষ্ঠুর একটা জায়গায়। 'আল আরাবু আসাদ্দু কুফরা ওয়া নিফাকা' - এমন একটি জায়গাকে আল্লাহ্র নবী তিন অস্ত্র ব্যবহার করে পৃথিবীর সেরা মানুষ বানিয়ে দিলেন। তিন অস্ত্রের একটা হল জ্ঞান 'আলাম নাশরাহ লাকা ছদারাক', আরকেটা হল ধৈর্য্য, আর, আরেকটা হল নবীজীর প্রেম। জ্ঞান, ধৈর্য্য ও প্রেমু এ তিনটা ব্যবহার করে সেখানে এমন সুন্দর করে আলো জ্বালিয়ে দিলেন, সেই আলো সেখানে সীমাবদ্ধ নাই। সেই আলো আল্লাহ্-ওয়ালাগণের মাধ্যমে আমাদের কাছে এপর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

[পাঁচ]

নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি ভয় পাইনা আমার উম্মত শিরিক করবে। কিন্তু আমি ভয় পাই আমার উম্মত আমাকে বাজে কথা বলবে, কষ্টদায়ক কথা বলবে। সেটা প্রতীয়মান হল সেই দিন, যেদিন আবদুল্লাহ ইবনে সুলুলের নায়েব, নায়েবে আমির

ইবনে আবদুল্লাহ যুল-খুওয়ায়সিরা তামীমী হুনাইনের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন এতগুলা স্বর্ণ আপনার আত্মীয়কে দিয়ে দিলেন আমরা কেউ পেলাম না। 'ইত্তাকিল্লাহা ইয়া রাসূলাল্লাহ মা আনসাফতা'! আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করুন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি ইনসাফ করেন নাই। হযরত ওমর [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমাকে হুকুম দেন আমি মালাউনের গর্দান ফেলে দিব। আল্লাহ্‌র নবী বললেন, ওমর গর্দান ফেলে দেওয়া লাগবে না আমি ভবিষৎবাণী করছি এই লোকের গোষ্ঠী কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাবে। তাদের লক্ষণ হবে তারা ফরহেজগার হবে, তাদের দাড়ি থাকবে, তারা মুছ কামাবে, মাথা নেড়া করবে, টাকনুর উপরে লুঙ্গি পড়বে। তারা নামাজ পড়বে, কপালে দাগ থাকবে, তারা মুত্তাকি হবে। তারা ফরহেজগার হবে। তাদের ইবাদতের কাছে ওমর তোমার ইবাদত তুচ্ছ। তারা এতই ফরেজগার হবে কিন্তু ইসলাম তাদের গলার নিছে যাবে না।

আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আজকে যারা তাহাজ্জুদ পড়ে কপালে নামাযের দাগ। যারা মেয়ে লোকের দিকে থাকায় না, আস্তাগফের পড়ে, যারা এত বড় ফরহেজগার তাদের মুখ দিয়ে কি বের হচ্ছে? এক নম্বরে তাদের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাদের মুখ দিয়ে কী শুনতেছি আমরা? আমি দুই বৎসর সৌদিআরবে মসজিদে ইমামতি করেছি নামজ শেষে একজন দাঁড়িয়ে যেত সে বক্তৃতা করত। তারা বলত এই হাজীগণ, হজের পরে সোজা দেশে যাবা। মদিনা যাবে কি জন্য? যদি মদিনা যেতে হয় রাসূলুল্লাহর কবর জেয়ারতে যাবে না। ওটা বিদআত। তোমরা বেদাতের গোষ্ঠী। সুতরাং রাসূলের কবর জিয়ারতে যাবে না। মসজিদে নববীতে নামাজ পড়তে যাবে এই বক্তৃতা শুনেছি। কিতাবুত তাওহীদ খুলে দেখুন। এই বক্তৃতা কিতাবুত তাওহীদ

থেকে তারা নিয়েছে। কিতাবুত তাওহীদের লেখক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব।

এই লোক, আবদুল্লাহ ইবনে যুল-খুওয়ায়সিরার খান্দানে তার জন্ম। যে আবদুল্লাহ ইবনে যুল- খুওয়ায়সিরার বলেছিল, আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, তার রক্তে জন্ম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব। সে জন্ম নিয়ে জান্নাতুল বাক্বি কবরস্থান ভেঙ্গে দিল। মা ফাতেমাজুজ জাহরা, হযরতে আব্বাস, হুযুরের ফুফু, হুজুরের ছেলে, দুধ মা হযরতে হালিমা, হযরত ওসমান, জঙ্গে হাররা, সকলের কবরকে বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিল। ভেঙ্গে দিয়ে আমার নবীর রওজা আজাহারের গ্রিলের মধ্যে লাঠি দিয়ে গুতা মেরে বলেছিল, এই মূহর্তে কবরে যেই ব্যক্তি আছে তার চেয়ে আমার লাঠির শক্তি বেশি (নাউজুবিল্লাহ)।

আজকে এই লোকের দলের নাম প্রথমে ছিল আহলে হাদিস। যখন দেখল আহলে হাদিস নাম দিলে একটা গ্রুপ সৃষ্টি যায়, তাহলে আহলে কোরআন কি দোষ করল। আহলে কোরআন আরেকটা হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ঐ নামটিকে বন্ধ করে দিয়ে নতুন নাম দিল সালাফী। সালাফী নামের এই সংগঠন কোটি কোটি টাকার তেল পেয়ে গেল ১৮৫৭ সালে। তেলের টাকা ব্যয় করে প্রথম তারা টার্গেট করল ভারত বর্ষকে। ভারত বর্ষে তারা তেলের টাকা ব্যয় করে কিছু আলেমকে কিনতে পারল। দারুল উলম দেওবন্দের দল থেকে কিছু আলেমকে কিনে নিয়ে সালাফী বানিয়ে দিল। এই সালাফীরা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মন্ধে তাদের জঘন্য আক্বীদা।

তাদের সঙ্গে আমাদের ঘরবাড়ি নিয়ে, টাকা নিয়ে জমি নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব নাই, ক্ষমতা নিয়ে, মাহফিল নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব নাই। তাদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব, আমদের জীবনের জীবন, নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিনি সৃষ্টি না হলে আদম (আঃ) হইত না (তাঁকে নিয়ে)। বাবা আদম (আঃ) আরশের দিকে তাকিয়ে তাঁর নাম দেখে দেখে ক্ষমা

চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ বলেছেন এই ক্ষমাটি যদি তুমি শ্রীলংকার পাহাড়ে দাঁড়িয়ে চাইতা সেই দিনই মাফ করে দিতাম।

ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর মওলা আলীর মুশকিল কুশার হাদিস উল্লেখ করে বলেছেন আর সেটাকে তারা বলে জায়িফ হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শানে যত হাদিস সমস্ত তাদের জন্য জায়িফ হাদিস! এই সালাফিদের বর্তমান ইমাম সালাফীদের সব চেয়ে বড় গুরু নাসির উদ্দিন আলবানী। নাসির উদ্দিন আলবানী বলেছে, মসজিদে নববীর ভিতর থেকে মুহাম্মদের কবরটা ধুলাবালি মাটি সহ হাড্ডি গুড্ডি যা পাওয়া যায় সবগুলি তুলে যদি বাইরে ফেলে দেওয়া যাইত দুনিয়ার মানুষগুলা শিরিক থেকে বাঁচত। চিৎকার করে বলেন নাউজুবিল্লাহ, চিৎকার করে বলেন লানাতুল্লাহি আলাইহ। আল্লাহ্ তাকে লানত করুক, লানত করুক। আল্লাহ্ বলেছেন, তাদের উপর লানত কর, আমার নবীকে যারা কষ্ট দিল। আমি আল্লাহ্ নিজেই তার উপর দুনিয়াতে আখেরাতে লানত করি। যার উপরে লানত হয় তাকে মালউন বলা হয়। যারা বলে নবীর কবর থকে ধুলাবালি হাড্ডি তুলে ফেলে দাও!

আমি গত বৎসর হজ করতে গিয়েছি। গত বৎসর আমাকে বলেছে, হাত তুলে আমি দোয়া করেছি অভ্যাস অনুযায়ী, রাসূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজার দিকে মুখ করে। ঘাড়টা ধরে ঘুরাইয়া দিয়ে আমাকে বলল শুন, এই বোকা এখানে মুহাম্মদ নাই, এখানে শুধু মাটি আছে, পাথর আছে, কাঠ আছে। মুহম্মদের হাড্ডি গুড্ডি কিচ্ছু নাই। এখানে কিসের জন্য এরকম করে তোমরা কান্দো? এটা গত বৎসরের কথা।

[ছয়]

যদি আজও তাদের এই আক্বীদা থেকে থাকে এই আলবানী তার এই আক্বীদা। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজা তুলে ফেলে দিতে হবে এই আক্বীদা তারা পোষণ করতে পারে। ওলামায়ে মুস্তাফা জীবনে একবার নয় একশ বার জীবন দিতে পারি। কিন্তু বেয়াদবে রাসূল, রসূলের দুশমনদের সাথে আমরা কখনও হাসি মুখে কথা বলতে পারবো না। বাংলাদেশে এই সালাফীদের দালাল যারা তারা বাংলাদেশে মাদ্রাসার নাম দিয়ে লম্বা দাড়ি, লম্বা জামা। তাদের আমল আমাদের থেকে অনেক বেশী হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন, তাদের ভিতরে যে জন্ডিস হয়েছে, ঈমানে সেই জন্ডিসের নাক দিয়ে আমি নবীর খুশবু তারা পায়না।

তাদের কাছে সব বেদআত ভাল লাগে! কোরআন শরীফে হরকত, মসজিদ, ইমাম, হাদীস, মাদ্রাসা, ক্লাস, মাদ্রাসা বোর্ড এগুলো তাদের জন্য বেদআত না! কিন্তু আমরা চেহলাম করি মানুষ মরে গেলে চল্লিশ দিনে। চেহলাম শুনলে তারা দাঁত সব বের করে দেয় বেদআত বলে। আর তোমরা যখন চল্লিশ দিন শিডিউল করে গাট্টি নিয়ে বাহির হইয়া যাও এইটা কোন বিদআত? কোরআন-হাদিসে কোন জায়গায় চল্লিশ দিন, আল্লাহ্‌র দিন, মাথায় নিয়ে ঘুরতে হবে হাদিস এবং কোরআনের কোন আয়াতে থাকলে চল্লিশ দিনে চল্লিশ লক্ষ টাকা পুরস্কার। চলে আসুন দেখি বাহির করুন। একটা জায়গাতেও নাই। হাদিস কোরআনে কোন জায়গায় নাই, সেই চিল্লা বেদআত হয় না।

ইসলামের পাঁচটা উসুল, ছয় উসুল বানাইলা তাতে বেদআত হয় না। মুতামিম হইলা তাতে বেদআত হয় না, খতমে বুখারী কর তাতে বেদআত হয় না, মাহফিল কর তাতে বেদআত হয় না। চাঁদা তুল তাতে বেদআত হয় না। শুধু ইয়া নবী সালামু আলাইকা বললে বেদআ'তের দুর্গন্ধ তোমাদের লাগে। তোমাদের ঈমানের মধ্যে জন্ডিস হয়েছে। সেই সালাফী মুনাফিকদের টাকা তোমাদের কলিজার মধ্যে আছে ঐ টাকায়

তোমাদের ঈমানের মধ্যে জন্ডিস হয়েছে। যে জন্ডিসের কারণে সব বেদআত সহ্য হয় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর নাম সহ্য হয় না।

সুতরাং তাদের সাথে আমাদের সখ্যতা হতে পারে না। হিন্দুর জন্য হেদায়েতের দরজা খোলা আছে, কাফেরের জন্য হেদায়েতের দরজা খোলা আছে, ইহুদিদের জন্য হেদায়েতের দরজা খোলা আছে। তাদের সাথে আমরা হাসি মুখে কথা বলতে পারি, আশা করি তারা হেদায়েত হবে। কিন্তু যারা গোস্তাকে রাসূল, নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে যারা একবার বেয়াদবি করেছে আল্লাহ্ পাক তাদের হেদায়াতেরে দরজা, কপাট কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। তারা কোনদিন হেদায়েত হতে পারে না। আজ পর্যন্ত কোন মুনাফিকের ইতিহাস নেই যে, মুনাফিক হেদায়েত হয়েছে। সকল মুনাফিক গৌরবের সাথে জাহান্নামে গিয়েছে।

আজকে নামায দেখে ভুলে গেলে চলবে না, লম্বা দাড়ি দেখে ভুলে গেলে চলবে না, টুপি দেখে ভুলে গেলে চলবে না, পীরগিরী দেখে ভুলে গেলে চলবে না। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে - দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, তাহাজ্জুদ যতই থাক না কেন ইশকে রাসূল, রাসূলের মোহাব্বত যদি কলিজায় না থাকে, খোদার কছম মালাউন বেঈমান হয়ে মারা যাবে। আর যেই ব্যক্তির কলিজায় হুব্বে রাসূল আছে, যেই ব্যক্তির কলিজায় নবী পাকের আদব আছে, আজকে সে পাপাচারে থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহ্র নবীর বদৌলতে নবীর ইশকের বদৌলতে মৃত্যুর আগে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতি বানিয়ে কবরে নেবেন ইনশাআল্লাহ্। লক্ষ লক্ষ প্রমাণ পৃথিবীতে রয়ে গেছে।

[সাত]

চলুন আমি আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলি। এজন্য বলি, আজকে আমাদের এ সম্পদ আমাদের আল্লামা মুজাহিদে জামান কুতবে আলম

আউলাদে রাসূল আল্লাম সিরিকোটি [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] তার কলিজার টুকরা সন্তান আল্লামা তাহের শাহ সাহেব কেবলা মাঃ জিঃ আঃ তিনি আমাদের মাঝে আজও আছেন। তিনি যখন আসেন তখন কেন এত বড় বরকত হয় বুঝতে কি দেরি আছে আর? আউলাদে রাসূল যেখানে আছে সেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খুশবু চলে আসে। সেই জন্য আজ বিরাট এন্তেজাম, লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল প্রমাণ করে চিটাগাং এর জমিনে নবী পাকের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) স্পেশাল মহব্বত ভালবাসা রয়েছে। তার বদৌলতে গোটা বাংলাদেশে সুন্নিদের প্রাণের গৌরব, আমাদের প্রাণের শক্তি, আমাদের সাহস, আমাদের গৌরবের উৎস, আমাদের মারকাজ এই জামিয়া রহমানিয়া, ঢাকার মুহাম্মদপূর কাদেরিয়া তৈয়বিয় মাদ্রাসা। এই দুটো দুর্গকে কেন্দ্র করে আরও প্রায় সারা বাংলাদেশে হুজুরের চল্লিশটি দুর্গ আছে। এই চল্লিশটি দূর্গ যদি রীতিমত যত্ন করে তোলা যায়, আগামী দিনে এই ঢল চিটাগাং এ সীমাবদ্ধ থাকবে না। গোটা বাংলাদেশে এই ঢল নেমে যাবে।

আজ আমি আপানাদের কাছে উদ্দাত্ত আহবান জানাব। এটাকে (জসনে জুলুস) এখানে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। আমি বিনীতভাবে আরজ করেছিলাম আল্লামা জালাল উদ্দিন আল কাদিরীর কাছে। বিনীত আবেদন করেছি অন্যান্যদের কাছে। এখনও চিটাগাং-এ যে সব আলেমরা আছেন গোটা বাংলাদেশে সমস্ত আলেমের উস্তাদ চিটাগাং-এ আল্লামা জালাল উদ্দিন আল কাদেরী, আল্লামা নঈমী সাহেব, তার পরে আল্লামা ইদ্রিস সাহেব, আল্লামা অসিয়র রহমান সাহেব, সবচেয়ে বড় কথা আমাদের মুরব্বি আমাদের আল্লামা গাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব। তিনি উস্তাজুল আস্তেগেসা। এই চিটাগাং-এর আলেমদের ছাত্র সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। তার পরে হতে পারে আরও অন্যান্য। আমি একথা বলছি না এই চিটাগাং ছাড়া, আপনারা ছাড়া আর এই

দেশে সুন্নি নাই, এই ব্যাখ্যা কেউ নেবেন না। আরও রয়েছে। কিন্তু অবদানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে মেপে দেখতে হবে কার অবদান সবচাইতে বেশি আজকে। নিরেট, নিরঙ্কুশ, নির্ভেজাল নবীপ্রেম নবী আদবের যদি প্রচার হয়ে থাকে একমাত্র এই মারকাজ থেকে হচ্ছে। বাকী কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি অন্যন্যদের থাকতে পারে। আমরা আশা করি তারাও আমাদের সঙ্গে আসবে এই জন্য আমি আশাবাদী আগামীদিনের।

আজকে ছয় দিন ব্যাপী যে ইস্তেমা হচ্ছে বিশাল একটি ময়দানে, ১৬ কোটি মানুষের সম্পদ টঙ্গীর ময়দানে। এটা নির্দিষ্ট কোন সংস্থার কোন সম্পদ নয়। আমরা যদি দুই লক্ষ, তিন লক্ষ মানুষ ঢাকায় গিয়ে দেখাতে পারি তাহলে সরকার মহোদয়কে বলতে পারব আমাদের জায়গার অভাবে আমরা বসতে পারি না। আমাদেরকে একটু জায়গা দেন ঐ টঙ্গীতে ইস্তেমা করার জন্য। তিন দিন আমাদেরকেও দেন। তখন সরকার আমাদের এই যৌক্তিক দাবী মেনে নেবে, মেনে নিতে সরকার বাধ্য। সরকার আমাদেরও যেমন, তাদেরও তেমন। সুতরাং আমরা যদি যৌক্তিক দাবী সঠিক ভাবে জিনিসটা উপস্থাপন করতে পারি তা হলে এই টঙ্গির ময়দানে এই রকম ৫০ গুণ মানুষ আমরা চিটাগাং থেকে নিজেরা ইচ্ছে করে সেখানে চলে যাব। এবং আজকে যে রকম জুলুস বের করেছেন ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন এখানে, তার আগের দিন ঢাকায় জুলুস হবে।

আমরা তার পরের দিন ১৩ থকে ১৪, ১৫ পর্যন্ত ৩ দিন যদি আমরা এই মিলাদুন্নবীর মাসকে কেন্দ্র করে আমার নবীর শুভাগমন-এর মাসকে কেন্দ্র করে যদি আমরা, ঐ বিশাল ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়ে একবার যদি দাঁড়িয়ে, 'মুস্তফা জানে রহমত' বলতে পারি, একবার যদি দাঁড়াইয়া 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' বলতে পারি বাংলাদেশের চিত্র পালটে যাবে। দয়াল নবী খুশি হয়ে যাবে এবং ঐ ময়দান খুশি

হবে। যেই ময়দানে আজকে ৫০ বছর ধরে, যে ময়দানে একবার দরূদ পড়া হয় নাই। যে ময়দানে ইয়া নবী সালামু আলাইকা বলা হয় নাই। ঐ মাটির ময়দান কাঁদছে আমরা রসূলের গোলামেরা যদি সেখানে দাঁড়িয়ে একটু সলাম করতে পারি সে ময়দান জাগ্রত হয়ে উঠবে। সেই ময়দান কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য শান্তির নীড় হয়ে যাবে আমি আশা করি। সেই দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি যত সমমনা দরবার আছে সব। পীর যার যার, সব দরবার যার, কিন্তু আমার নবীর প্রেম সবার। সব নবীপ্রেমিক একত্রিত হয়ে অন্তত একটা, দুইটা, তিনটা দিনের জন্য বাংলার ১৬ কোটি মানুষকে যেন দেখাতে পারি যে, আমরা সুন্নিরা একত্রিত হয়েছি। আমি আশা করি বিদেশ থেকে জামাত আসা লাগবে না। আমরা চিটাগাং আর ঢাকার মানুষ যদি একখানে হই ঐরকম টঙ্গির এস্তেমা দুই তিনটা হয়ে যাবে। সুতরাং আগামী দিন আমি চেষ্টা করব সকলের হাতে-পায়ে ধরে প্রত্যেক দরবারে দরবারে যাব। আমরা এই মিলাদুন্নবীর মাসকে বেছে নিব, তারা এস্তেমার জন্য বেছে নেয় জানুয়ারি। আমরা এস্তেমার জন্য বেছে নেব দয়াল নবীর শুভাগমনের মাস। সেই মাসের যেকোনো দিন আলোচনা করে সেই মঞ্চে যেন আমরা আমাদের সুন্নি ওলামা, হাজার হাজার ওলামা মঞ্চে বসাতে পারি। প্রত্যেকে পাঁচ মিনিট হলেও বলবে এবং লক্ষ লক্ষ নবীপ্রেমিক এক সঙ্গে হয়ে নবীজির প্রেম চর্চা করে সেখানে আল্লাহ্‌র রাসূলকে দেখিয়ে দেব। আমরা বাংলাদেশে আপনার গোলাম, আমারা বেঁচে আছি এখনও। এই একটা দাবি।

দুই নম্বর আপনাদের কাছে রেখে গেলাম, সহযোগিতা না করলে হবে না। দুই নম্বর দাবি হচ্ছে এই এস্তেমা। ঠিক আছে জুলুস ঠিক আছে এটা একটা অপশন। যদি সুন্নি এস্তেমা করতে পারি সেটা ভিন্ন আবেদন। কিন্তু এর পাশাপাশি আরেকটা লাগবে বাংলাদেশে। এক ঝাঁক টেলিভিশন এসেছে। এক ঝাঁক টেলিভিশন দিয়ে এই রবিউল

আউয়াল মাসের এক তারিখ থেকে বলা শুরু হয়েছে মিলাদুন্নবী বলতে কিছু নাই, সিরাতুন্নবী আছে।

শুধু চ্যানেল আই, মাই টিভিতে আমি আছি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে। শুধু আমি লড়াই করে চলেছি, চ্যানেল আইতে আমাকে বহুবার আক্রমণ করা হয়েছে। ডিরেক্টর লেভেলে আক্রমণ করা হয়েছে। তারা বলে, এই লোককে আপনারা কেন রেখেছেন। এই লোককে বাদ দেন আমরা কত কোটি টাকা লাগে? দেব। চ্যানেল আই আমাকে বার বার বলেছে, ভাই, আপনি একটু শান্ত হউন। আপনি এসব কথা সরাসরি বলবেন না। আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না, আমরা আপনাকে ছাড়তে চাচ্ছি না কিন্তু বাধ্য যেন হতে না হয়। কি করব সামলিয়ে কথা বলি। বুকে যে আগুন, সে আগুন আমি মুখ দিয়ে বাহির করতে পারি না। কিন্তু তার পরও আমি ছাড়ি না। মাই টিভিতেও একই অবস্থা সব টেলিভিশন যদি আমাকে না রাখে, এযাবৎ প্রায় তিন বৎসর ধরে আমাকে বহুবার হুমকি দেওয়া হয়েছে, তোমাকে ব্ল্যাকলিস্ট করা হবে, সৌদিআরব যাওয়া বন্ধ করা হবে।

তোমরা আমার সৌদিআরব যাওয়া বন্ধ করবা! তার আগেই আমার দয়াল নবী আমাকে ২৫ বার হজ করিয়েছেন। বন্ধ করে দাও, তোমাদের দেশে আমি না গেলাম, অসুবিধা নাই। আমার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে মামলা হতে পারে। আন্তর্জাতিক মামলা হলে আমি আরও খুশি। আমাকে নিয়ে জেলে রেখে দেন। আন্তর্জাতিক মামলা কেন, আমি সারা দুনিয়া ছাড়তে পারি, চাকুরী ছাড়তে পারি, মানসম্মান ছাড়তে পারি। যদি আমাকে জঙ্গলের কোন গর্তে বসবাস করতে হয় সেটাও আমি রাজি আছি। কিন্তু আমার দয়াল নবীকে আমি মন থেকে সরাতে পারব না।

আমি মনে করি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম, পৃথিবীর সব চাইতে বড় আলেম, পৃথিবীর সাত'শ কোটি মানুষের বড় জ্ঞানী ব্যক্তি, বড় আলেম তার ভিতরে যদি আমার নবীর প্রেম না থাকে, তার ভিতরে যদি নবীর আদব

না থাকে, আমি তাকে পায়ের তলার জুতা মনে করি। এর চেয়ে বেশি কিছু মনে করতে পারি না। রাস্তার মুচি, রাস্তার চামার, রাস্তার একজন সুইপার, তার কলিজায় যদি নবীর প্রেম থাকে, নবীর আদব থাকে আমি তাকে আমার মাথার তাজ মনে করি। সুতরাং এর উপরে আমি যেত পারব না। সৌদিআরবের দরকার নাই, মক্কার দরকার নাই, মদিনারা দরকার নাই। মক্কা-ওয়ালা, মদিনা-ওয়ালার দরকার আমার তাঁর কাছে। আমি থাকতে চাই। বেহেস্ত আমার দরকার নাই, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই না আমি, বাঁচতে চাই মরার পরে আমার কবর হবে আমার নবীর কদমের তলে। সেটি প্রত্যেক ঈমানদারের কামনা হওয়া উচিৎ। সেই জন্য আজ আমরা বিপদে পড়ে আছি। আমাদের নিজস্ব কোন টিভি চ্যানেল নাই। আমরা ধার করা টেলিভিশন চ্যানেলে আধা ঘণ্টা বিশ মিনিট সময়, এই চ্যানেল আই-তে কোন দিন দশ মিনিট দেয়, কোন দিন বিশ মিনিট দেয়, কোন দিন ত্রিশ মিনিট দেয়। সারাদিন প্রোগ্রামের ধাক্কা খেয়ে এটার মধ্যে সময় কমিয়ে ফেলে।

এখন আমরা যদি এই প্রতিষ্ঠান না করি তাহলে? ২৪টি চ্যানেল দিয়ে ১২দিন ব্যাপী তারা বক্তৃতা করতেছে - মিলাদুন্নবী বলতে কিছু নাই সিরাতুন্নবী, সিরাতুন্নবী। আরে মিলাদুন্নবীর পেটের মধ্যে সিরাতুন্নবী, একটা লুঙ্গি কিনলেন লুঙ্গির সাথে রুমাল ফ্রি। এখন কেউ যদি রুমাল নিয়ে খুশি হয়ে লুঙ্গী রেখে চলে যায় তাকে আপনারা কি জ্ঞানী বলবেন, না পাগল বলবেন? পাগলে লুঙ্গি রেখে রুমাল নিয়ে চলে গেছে। মিলাদুন্নবী হচ্ছে পুরা চাদরের মত, মিলাদুন্নবী দিয়ে ইসলামকে ঢেকে ফেলা হয়েছে। তার মধ্যে সিরাতুন্নবী একটি রুমাল। সিরাতুন্নবী ছোট্ট একটা অংশ আমরা এটাকে ছোট করে দেখব না। সেটার সাথে আমাদের বিরোধ নাই আমাদের জীবনের মরণ পর্যন্ত সিরাতুন্নবী কিন্তু রবিউল আউয়াল আমরা প্রতিক্ষায় থাকি বারংবার এগারোটি মাস নবীপ্রেমিকরা। মা বাচ্চা হারিয়ে ফেললে বিদেশে গেলে মা গুণতে থাকে,

আমার বাবা কখন আসবে, কবে আসবে, কয়দিন, এত তারিখে এত মাসে আসবে, কয়দিন পর পর গুণতে থাকে আমার বাবা আসবে। আমরা নবীপ্রেমিক গুণতে থাকি রবিউল আউয়াল কবে আসবে, কবে আসবে।

[আট]

অবশেষে আমাদের প্রত্যাশিত মাস আমাদের কাছে চলে আসছে। একদিকে যখন আমরা গোটা বাংলাদেশে কলেমা খচিত সবুজ পতাকা উড়িয়ে সবুজ টুপি পাগড়ী লাগিয়ে আনন্দ মিছিল বাহির করি জশনে জুলুস বাহির করি, নবীজির পছন্দের রং সবুজ বেহেস্তের রং সবুজ। অপর দিকে তারা বাক্সের মধ্যে (টিভি) ঢুকে। বাইরে বলতে পারে না সাহসে কুলাবে না। আমাকে শেষের বার ডাকছে আমার ভাই মাওলানা 'আবুল কাসেম ফজলুল হক'। আর তো কেউ নাই, কয়েকজন তিন চার জন মিলেই আমরা জেহাদ করছি। আমি পেয়েছি মাওলনা আবুল কাসেম ফজলুল হককে। তাকে হাতের কাছে লাঠি হিসেবে পেয়েছি। সময়ে তাকেই ডাকি। আমি চলে গেলে তাকে রেখে যাই, আপনি দেখবেন কেউ যেন ঢুকতে না পারে। তার পরে মাওলনা বখতিয়ার ঢাকায় ছিল, কিন্তু উনি এখানে চলে আসলো সেটা আল্লাহ্ কবুল করেছেন ভাল হয়েছে। আমাদের ঢাকায় তেমন নিরঙ্কুশ ভাবে, নির্ভেজাল ভাবে, দরদ দিয়ে ১০০ ভাগ নবী প্রেম দিয়ে কথা বলার আলেম ঢাকায় নাই। যারা আছে তারা কথা বলতে পারে না মিডিয়াতে। এজন্য বড় বিপদে আছি। সুতরাং আমরা এই দুই ভাই।

উনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম সাথে করে, আমাকে ডেকেছে সৌদি এম্বেসিতে। বহুদিন খুঁজাখুঁজির পর আমাকে পেয়েছে। অবশেষে পেয়েছে, পেয়ে সাথে করে নিয়ে গেছে। উনাকে বললাম ভাই একটু চলেন যেয়ে দেখি কি করে। যদি মাইরাও ফেলায় আপনি এসে বাইরে

বলতে পারবেন উনি মারা গেছে। উনাকে (আবুল কাসেম ফজলুল হক) নিয়ে গেছি। উনিও গিয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে সর্বনাশ! পিস টিভিতে যারা বক্তৃতা করে, সব বসা। পিস টিভির বড় বড় দাড়ি, আল্লামা সব বসা, রিলিজিয়ন এটাচি বসা, এম্বাসেডর এর সেক্রেটারি বসা। তারা আমাকে চার্চ করেছে, আপনার বক্তিতা আমরা রেকর্ড করি, আমরা শুনি। আপনি অবান্তর কথা বলেছেন, আপত্তিকর কথা বলেছেন। আপনি আমাদেরকে নাপিত বলেছেন কেন?

আমি বললাম ভাই নাপিতের কাজ কি? চুল কেটে ছোট করা, দুই ইঞ্চি চুল কেটে এক ইঞ্চি করা। কেঁচি চালাইলে চুল বাড়ে, না কমে? এই কাজটা নাপিতের কাজ। আবহমান কাল ধরে তারাবি বিশ রাকাত পড়ি। হযরত ওমর [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] কায়েম করেছেন তারাবি বিশ রাকাত। সারা পৃথিবীতে তারাবি বিশ রাকাত। দুই হেরেম শরীফে বিশ রাকাত তারাবি পড়ে। আপনারা কোথা থেকে চলে আসলেন ফট করে কেঁচি হাতে করে বিশ রাকাত তারাবি কেটে আট রাকাত করে দিলেন? বিশ রাকাত তারাবি কেটে আট রাকাত করেছেন। আপনাদেরকে নাপিত না বলে চুমা দিব? যদি আমার ভুল হয়ে থাকে এই ভুলের জন্ম দিয়েছেন আপনারা। আমি যদি বেসামাল হয়ে কোন কথা টিভিতে বলে থাকি এজন্য দায়ী আপনারা। আপনারা এদেশের পীর ফকিরদেরকে চোর-চোট্টা বলেছেন টিভিতে।

আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে আপনারা বলেছেন ঈদে মিলাদুন্নবী জন্মাষ্টমী একই জিনিস। হিন্দুদের জন্মাষ্টমী আর ঈদে মিলাদুন্নবী, নবীর জন্মদিন পালন একই জিনিস। ওটাতে যেরকম গুনাহ হবে, এটাতেও সে রকম গুনাহ হবে। এ কথা বলার দুঃসাহস আপনাদেরকে কে দিল? বাংলার ১৬ কোটি মানুষ মরে যায় নি। তারা সবাই রাসূলপ্রেমী। আপনারা মাঝখান থেকে দালাল সেজে এসে তেলের টাকায় ভূলে গেলেন আর ঈদে মিলাদুন্নবীকে জন্মাষ্টমী বানিয়ে দিয়েছেন টেলিভিশনে।

মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। মুরগি ফ্রাই খাওয়াইয়া আমাকে নিছে। এনে বিদায় দিয়ে বলে, এই দরজা আপনার জন্য খোলা। যখন যা লাগবে আইসা নিয়া যাইবেন।

মনে রেখ লোহা কোনদিন সিদ্ধ হয় না। লোহাকে যদি জ্বালাইয়া ফেলতে পার তা হলে লাভ আছে। লোহা পানি হইয়া যাবে কিন্তু পানি দিয়ে লোহা সিদ্ধ করতে পারবা না। আমাকে সিদ্ধ করার মত ক্ষমতা তোমাদের নাই। এই গোটা দুনিয়া, বাংলাদেশ একশ বছরের জন্য আমাকে লিজ দিবা, আমার নবীর প্রেমের পরিবর্তে ওটাও আমি নিতে পারব না। তোমাদের খেজুর টাকা তোমাদের কাছে রাখ। বাংলাদেশে আজকে একটা করে মসজিদ দেয়, সেখানে একটা করে ইমাম রেখে দেয়। সেখানে ওহাবি মতবাদের কিছু বই দেয়, ওখানে বেতন দেয়। এরকম হাজার হাজার মসজিদ সারা বাংলাদেশে আছে। এই ইমাম দালালরা তারা মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঈদে মিলাদুন্নবীর বিরুদ্ধে বলে। মিম্বরে দাঁড়িয়ে। এই দেশের ইমাম তাদের পিছনে আমরা নামায পড়ি, তাদের মাদ্রসায় আমরা টাকা দেই।

আরেকটি কথা, যারা মিলাদ কিয়ামকে হারাম বলে, ঈদে মিলাদুন্নবীকে হারাম বলে, তাদের মাদ্রাসায় যাকাত হউক, ফেতরা হউক, দান হউক, যাই হোক - তাদের মাদ্রাসায় যদি আপনি টাকা দেন, ইয়াজিদের সঙ্গে আপনার হাশর হবে। জান থাকতে এদের মাদ্রাসায় কোন টাকা পয়সা দেবেন না। একশ মাইল হেটে গিয়ে হলেও নবীপ্রেম যে মাদ্রাসায় আছে সেখানে টাকা দিবেন। তাহলে আপনার হাশর হবে ইমাম হুসাইন [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] সাথে। আমরা হুসাইনি মুসলমান, আমরা ইয়াজিদি মুসলমান না।

তোমরা মনে রেখ, এক হুসাইনকে শহীদ করে মনে করেছিলে দুনিয়া থেকে রাসূল প্রেমিকদের সরাতে পারলাম, তাদেরকে দুর্বল করতে পেরেছি। কিন্তু না। বলে দিচ্ছি পরিষ্কার ভাষায়, এক হুসাইনকে শহীদ

করেছ, গোটা বাংলার প্রত্যকটা রাসূল প্রেমিকের কলিজায় একজন করে জীবিত হুসাইন মওজুদ আছে। আমরা তাঁর সঙ্গে চলব। আমরা জীবন যে কোন সময় দিতে পারি, রাসূল প্রেমের সাথে আপোষ করতে পারি না। কোন রকমের আপোষ নাই। সুতরাং আপনারা যদি একটু সহযোগিতা করেন, তাহলে আমি চেষ্টা করব আমার শ্রদ্ধেয় মান্যবর, আমার পিতৃতুল্য, আমি বাবাও বলি তাঁকে। টাকার জন্য বাবা বলি না, ধনী মানুষ এই জন্য বাবা বলি না, বাবা বলি কেন তার ভিতরে একটা নূর আছে। সেই নূর আমার ভিতর নাই। সে নূর তাঁর ভিতরে আছে বলেই বাবা বলি। বাবা, আমাদেরকে একটা জিনিস দাও।

মুসলমানরা পানি আনতে যেত, কুয়ার পাড় থেকে ইহুদিরা গলা ধাক্কা দিয়ে মুসলমানদের বাহির করে দিত, পানি দিত না। রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে আছো আমার উম্মত, আমার সাহাবী? আমার উম্মত পানির অভাবে মারা যায়, তোমরা এই কুয়াটা কিনে দাও। হযরত ওসমান রাঃ যিন্নুরাইন দাঁড়ালেন। হুযুর, আমার সমস্ত সম্পদ দিয়ে হলেও আমি কিনব, আপনি কি হুকুম করছেন? জ্বী হুকুম করছি। হযরত ওসমান রাঃ তিন টাকার কুয়া ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিল। তখন কুয়ার দাম ছিল তিন টাকা চার টাকা। সেই কুয়া ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনে কুয়ার উপর দাঁড়িয়ে বললেন, এই ইহুদীরা, আমার ভাই মুসলমানকে তোমরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিছ, পানি দাও নি, কুয়ার মালিক এখন আমি। কুয়া কিনছি আমি, আমি তোমাদেরকে ধাক্কা দেব না। মুসলমানরাও পানি খাবে, তোমরও পানি খেয়েও। হাজার হাজার ইহুদি মুসলমান হয়ে গেল।

সেই বিরে (কুয়া) ওসমানকে তারা (নজদীরা) পাথর দিয়ে, বালু দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে সমান করে দিয়েছে। বিরে শিফা, আল্লাহ্‌র নবীর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে সাহাবীরা যাচ্ছেন। পানির অভাবে কিডনি রোগ হয়ে গেল। তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরজ করলেন।

আল্লাহ্‌র নবী লাঠি দিয়ে গুতাইছে। ও খোদা পানি পাব কোথায়, আমার উম্মত বাঁচে না, লাঠির মাথায় পানি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আপনি একটু থুথু নিক্ষেপ করেন। পানিতে লবন, খাইতে পারবেন না। কিডনি রোগ আরও বেড়ে যাবে। আল্লাহ্‌র হাবিব থুথু নিক্ষেপ করলেন, পানি মিষ্টি হয়ে গেল। দেড় হাজার বছর যাবত, এ পর্যন্ত সেই কুয়া মিষ্টি পানি বিতরণ করছে। আজও সেই কুয়ার মিষ্টি পানি খেয়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের অসুখ ভাল হয়েছে। তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। সেই কুয়াতে বর্তমান সালাফী সরকার, সৌদিআরবের, সেই কুয়াতে পাথর বালু ফেলে বন্ধ করে দিয়েছে।

৯) আমার নবী জবলে উহুদে উঠে যেই গারে (গুহা) ভিতরে সিজদায় পড়েছিলেন, মানুষ সেখানে যায় কান্নাকাটি করে। সেই জন্য ঐ গর্ত সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। কি চাও তোমরা? কেন আমার নবীর সাথে তোমাদের এই দুশমনি? নবীর নাম সেখানে আছে বলে আজকে আমরা তিন হাজার মাইল দূরে মক্কায় কেন যাব, কেন আমরা মদিনায় যাব, মদিনার মাটি আমদের জন্য এত স্বাস্থ্যকর নয়!!.... এত কষ্ট করে দূর দেশে আমরা যাই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। ঐদেশে তোমাদের অট্টালিকা দেখার জন্য যাই না। ঐ দেশে তোমাদের খাবারের জন্য যাই না। ঐ দেশে একমাত্র দয়াল নবীর কদমে হাজিরা দিতে যাই। আর সেই দয়াল নবীকে তোমরা কষ্ট দাও, আমরা তোমাদের উপর কোন দিন খুশি হতে পারব না। আল্লাহ্‌র কাছে দয়াল নবীর রওজা ধরে বলে এসেছি। আল্লাহ্, তোমার ইজ্জতের কসম লাগে, মক্কা মদিনার কসম, তোমার নবীর আশেক গুলোকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ যেন দোয়া কবুল করেন।

তাহলে একটি রইল, এই আমাদের সুন্নি বিশ্ব ইস্তেমা। এটাকে যেভাবেই হউক সফল করতে হবে। হুজুর কেবলা ঢাকায় আসলে আমি তাঁর কদম

ছুয়ে এই প্রস্তাব দিয়ে হুযুরের কাছ থেকে অনুমতি বরকতের জন্য নিয়ে তারপরে বের হব, এর আগে না। হুযুর যদি অনুমতি দেন আমি আমার চাকরি বাকরি সব বাদ, শুধু এই কাজের জন্য সারা বাংলাদেশে ঘুরব। যদি হুযুর অনুমতি দেন।

আর একটি বিষয় আপনাদের সামনে রেখে গেলাম। হযরত ওসমান [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]-এর সাথে আপনার হাশর হবে, আমরা লাখ-জনতা নবীপ্রেমিক, লক্ষ জনতা আপনার জন্য সিজদায় গিয়ে দোয়া করব, সুন্নিয়তে জন্য যিনি ত্যাগ স্বীকার করে একটা টেলিভিশন চ্যানেল আমাদের সুন্নিদেরকে উপহার দিবেন, নবী প্রেমে। আল্লাহ্, আমরা সিজদায় গিয়ে লাখো মানুষ তোমার কছে অনুরোধ করি, তোমার ইজ্জতের কসম লাগে, তুমি তাঁকে ওসমানে গনি [রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] সাথে হাশর করে দাও। কি দোয়া কবুল হবে না? সবাই বলুন আমিন।

ঐতিহাসিক জসনে জুলুস মিলাদুন্নবী পুণ্য ভূমি চট্টগ্রামে আজকে লক্ষ লক্ষ জনতার জোয়ার প্রমাণ করলো বাংলার মানুষ ঈদে মিলাদুন্নবী চায়। এটা তার প্রমাণ এবং আজকে একটি টিভি চ্যানেল, সুন্নি চ্যানেলের প্রতিশ্রুতি আমরা লক্ষ জনাতার জোয়ার থেকে আমরা পেয়েছি। টেলিভিশন চ্যানেল হবে ইনশাআল্লাহ্ আগামিতে, আল্লাহ্ যেন কবুল করেন। বাংলার মানুষ সকলের প্রতি আমার দোয়া রইল আমিও সকলের দোয়া চাই। আসসালামু আলাইকুম।

শহীদে মিল্লাত আল্লামা ফারুকী রহঃ-এর হত্যার বিচার প্রত্যাশায় খোলা চিঠিসমূহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি খোলা চিঠি-

আবছার তৈয়বী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী!

শুরুতেই এই অধমের সালাম গ্রহণ করুন। বাঙালি জাতির গর্বের ধন, সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত বাঙালি জাতির জনক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, যাঁকে আমি 'বাংলাদেশের আত্মা' বলি- সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকীর স্মৃতিবাহী এই শোকের মাসে আপনার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। ১৫ আগস্ট'৭৫ সালে পাষন্ড ঘাতকের গুলিতে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমিন! আশা করছি- আপনি ভালো আছেন। শোককে শক্তিতে পরিণত করে তিন তিনবার রাস্ট্র-ক্ষমতায় আসীন হয়ে আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন- আপনি কতোটা জনপ্রিয়। শত-প্রতিকূলতার হিমালয় পরিমাণ বাঁধার বিন্ধাচল ডিঙিয়ে আপনি প্রমাণ করেছেন- লক্ষ্য যদি অটুট থাকে, পরিকল্পনা যদি নিঁখুত হয়, আর সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী যদি সৃষ্টি করা যায়- তাহলে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে পৃথিবীর কোন শক্তিই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এক্ষেত্রে আপনি বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন- যুগ যুগ ধরে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী!

ঠিক ছয়মাস পূর্বে গত ফ্রেব্রুয়ারি মাসে আমি আপনার কাছে প্রথম চিঠি লিখি- কুখ্যাত 'রোদেলা প্রকাশনী' বন্ধ করে তাদের 'নবি মুহাম্মদের ২৩ বছর' শিরোনামে প্রকাশিত চরম ইসলামী বিদ্বেষী বইটি বাজেয়াপ্ত

করার জন্য এবং ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকদের দমন করার জন্য। আমার সেই লেখাটি শুধু আমার আইডি থেকেই ২৮৫ বার শেয়ার হয়। অন্যান্য আইডি ও গ্রুপে শেয়ার হয় শত শত বার। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম- আমার এই লেখা প্রকাশের ১২ ঘন্টার মধ্যেই বাংলা একাডেমী ওই কুখ্যাত রোদেলা প্রকাশনীর স্টলটি বন্ধ করে দেয়। এই জন্য আপনার সরকারের একটি 'ধন্যবাদ' প্রাপ্য ছিল। এ ক্ষণে আমি আপনাকে সেই 'ধন্যবাদ'টি দিতে চাই। কিন্তু রোদেলা প্রকাশনীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা কেন এখনো নেয়া হয়নি এবং ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকদের বিরুদ্ধে কী কী পদক্ষেপ নিলেন- জাতি সেটা জানতে চায়। বিশেষতঃ ব্যক্তিগতভাবে আপনি ধর্মপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও কোন্ খুঁটির জোরে ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকদের আস্ফালন আপনার সরকারের আমলে এতো বেড়ে যায়- তার দিকে আপনাকে একটু কড়া নজর দেয়ার জন্য অনুরোধ করবো। মনে রাখবেন- ওই খোদাদ্রোহী, নবী (দরুদ) বিদ্বেষী, অলি-আওলিয়ার চেতনা বিরোধী তথা ইসলাম বিদ্বেষী হাতে গোনা নাস্তিকগুলো আপনার নিজের, আপনার দলের ও আপনার সরকারের জন্য 'প্লাস পয়েন্ট' নয়। তাদের এ অপকর্মগুলো আপনার ও আপনার সরকারের সকল সুনাম নষ্ট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ঠ। ইসলামের অপব্যখ্যাকারী ওহাবী, মওদূদী ও সালাফীজম তথা 'জঙ্গী প্রোডাকশনের কারখানা'র পাশাপাশি ইসলাম বিদ্বেষী 'নাস্তিকদের আঁতুড়ঘরের' দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখবেন- বাংলাদেশের সকল ধর্মের অনুসারী শান্তিপ্রিয় জনগণের এটাই প্রত্যাশা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী!

ভিন্ন এক প্রসঙ্গ নিয়ে সুদূর সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী 'আবুধাবি' থেকে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। আপনি যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধামন্ত্রী এবং যেহেতু আমি বাংলাদেশের একজন নগণ্য প্রবাসী নাগরিক- সে হিসেবে আমার সমস্ত দুঃখ-বেদনা ও দাবি-দাওয়া আপনার কাছে পেশ করার 'অধিকার' আমার আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু, আমার দাবিটি আমার একার নয়। দল-মত নির্বিশেষে প্রবাসে ও বাংলাদেশে অবস্থানরত

বাংলাদেশের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠির প্রাণের দাবি এটি। সেই দাবিটি হলো- বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইসলামী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব 'মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী হত্যার বিচার করা'। বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির এ দাবির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করছি- আমাদের এই দাবির প্রতি আপনি সদয় নজর দেবেন। যেহেতু আপনি শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন; বাংলাদেশের স্বরাস্ট্রমন্ত্রকও আপনার হাতে আছে। সুতরাং আপনার কাছে 'ফারুকী হত্যার' বিচার চাইবার নাগরিক অধিকারটি আমাদের আছে- কী বলেন?

প্রিয় জননেত্রী!

আপনি বাংলাদেশের এক বৃহৎ দলের সভানেত্রী হিসেবে ভালো করেই জানেন যে, প্রত্যেক মানুষের কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। সে অধিকার বলেই বাংলাদেশে অহিংস ছাত্র আন্দোলের মডেল 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা' আগামী ২৭ আগস্ট 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও' এর কর্মসূচী দিয়েছে। এক্ষেত্রে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তারা 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেত্রীর কার্যালয় ঘেরাও' করার কর্মসূচী দেয়নি- দিয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর কার্যালয় ঘেরাওয়ের। আপনার কাছে সবিনয় আবেদন- সেদিন যদি আপনি দেশে থাকেন, সম্ভব হলে আপনি নিজেই আমার সেনানী ভাইদের একটি প্রতিনিধি দলকে 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে' স্বাগত জানাবেন এবং আপনি নিজেই তাদের কাছ থেকে স্মারকলিপি খানা গ্রহণ করার সৌজন্যতা দেখাবেন। যদি একান্তই আপনার পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব না হয়- তাহলে আপনার কার্যালয়ের 'প্রধান কর্মকর্তা'কে দিয়ে সেই স্মারকলিপি গ্রহণ করাবেন। এর আগে রাস্ট্রের সকল এজেন্সীকে নির্দেশ দেবেন- যাতে আমার সেনানী ভাইদের ওপর কোন প্রকার জোর-জুলুম ও হয়রানিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে। কারণ, স্বাধীনতা বিরোধী দলটির ছাত্র সংগঠনের মতো ছাত্রসেনার কর্মীদের হাতে পেট্রোল বোমা থাকে না, পকেটে বোমা বা গ্রেনেড জাতীয় ধ্বংসকারী কোন বস্তু থাকে না। মুখে থাকবে না সরকার উৎখাতের কোন জ্বালাময়ী স্লোগান। হ্যাঁ, তাদের

পকেট কিন্তু খালি থাকবে না। তাদের পকেটে কলম পাবেন, হাতে তাসবীহর ছড়া পাবেন। তাদের মুখে শোভা পাবে দরুদ-সালামের সূর লহরী। এ এক অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ শোভা- যা আপনি বাংলাদেশের কোন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মাঝে দেখতে পাবেন না। প্রিয় নেত্রী! ছাত্রসেনার নেতা-কর্মীদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আঁকা থাকে- মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত লাল-সবুজের একটি মনোরম, সুন্দর, সহনশীল ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। সেই স্বপ্নের দেশটার সাথে বর্তমান বাংলদেশের কোনভাবেই মেলে না, মেলে বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলার' সাথে।

প্রিয় বঙ্গবন্ধু কন্যা!

বাংলাদেশে আপনার আগেও অনেক প্রধানমন্ত্রী গত হয়েছেন এবং আপনার পরেও অনেকেই হবেন। কিন্তু কোন প্রধানমন্ত্রীর 'বঙ্গবন্ধু কন্যা' হবার বিরল যোগ্যতাটি হবে না। তাই আপনার কাছে আমাদের দাবীটাও একটু বেশি বৈকি। বঙ্গবন্ধু প্রটোকল ও সিকিউরিটির তোয়াক্কা না করেই অনেক সময় সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যেতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন। আমি আপনার মাঝেও সেই সরলতার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপটি দেখতে পাই। রাস্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে আপনার সন্তানের জম্মদিনে আপনার নিজ হাতে 'স্পেশাল রন্ধনের' যে ছবিটি প্রকাশ পেয়েছে, বিশ্বাস করুন- তা দেখে আমারও আপনার সন্তান হওয়ার সাধ জাগে। ইচ্ছে করে- আপনাকে একবার 'মা' বলে ডাকার। আমাকে কি সেই অনুমতি দেবেন?

মা! মাগো!

আপনাকে সন্তান হিসেবে বলবো- আপনি ২৭ তারিখ বা তার আগে নিজ দায়িত্বে ফারুকী সাহেবের পরিবার-পরিজনকে আপনার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে একবার তাঁদের সাথে কথা বলুন। জানি- তাঁরা ফারুকী সাহেবকে আর ফিরে পাবেন না। কিন্তু তাঁদের অশান্ত মনটি আপনি

মায়ের আদরে ভরিয়ে দিতে পারেন। এবং এতে আপনার 'ঐতিহ্যের ডানা'য় আরেকটি 'পালক' যুক্ত হবে বলে আমি মনে করি। মনে পড়ে- আপনি কুখ্যাত 'থাবা বাবা' (রাজীব হায়দার)'র নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তার বাসায় গিয়েছিলে অশান্ত মা-কে শান্তনা দিতে। কিন্তু আপনি 'থাবা বাবার' লিখনিগুলো পড়েন নি। আমার মতো কঠোর অন্তরের মানুষও তার সেই লেখা ৩ লাইনের বেশি পড়তে পারি নি। আমার বিশ্বাস- আপনার মতো 'নরম দিলের মানুষ' ১ লাইনও স্থির চিত্তে পড়তে পারবেন না। কারণ- সে আল্লাহ্-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে সেরকম গর্হিত ভাষায় আক্রমন করেছিল। কোন মুসলমান তাঁর লেখাগুলো ধারবাহিক ভাবে পড়ে যেতে পারবে না। কিন্তু আপনি করলেন কী? আপনি সমবেদনা জানাতে চিপাগলির ভেতর দিয়ে তার বাসায় গেলেন। কিন্তু মা! আমরা অবাক চোখে দেখলাম- আপনি ফারুকী সাহেবের বাসায় যাওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করলেন না! সেই প্রশ্ন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষের আপামর ইসলামপ্রিয় জনতার। অথচ ফারুকী সাহেবের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানালে আপনার 'মান' কমতো না। কারণ তিনি 'বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট'র নেতা হলেও তিনি নিজ গুণে দল-মতের উর্ধ্বে অবস্থান করছিলেন। আমি আপনাকে আহ্বান জানাবো- যদি সময় পান কষ্ট করে ফারুকী সাহেবের 'কাফেলা' অনুষ্ঠানটি একবার দেখবেন। আমি জানি- মা! এই অনুষ্ঠান দেখার পর আপনার 'চোখের পানি' ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

মাগো!

ফারুকী সাহেব শুধু ইসলামী মিডিয়া ব্যক্তিত্বই ছিলেন না, তিনি মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী মামলার একজন রাজসাক্ষীও ছিলেন। ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বোধহয় তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করেছিলেন। ফারুকী সাহেব বাংলাদেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভরসা ও আস্থার স্থান সুপ্রিম কোর্ট মসজিদের খতিব ছিলেন। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মাননীয় বিচারপতিগণ নামাজ আদায় করতেন। আপনিই বলুন-

বহুমুখী ও বিরল প্রতিভার অধিকারী এ মানুষটিকে যারা নির্মমভাবে নিজ বাসায় হত্যা করলো- তাঁদের বিচার হওয়ার কি প্রয়োজন নেই? বলুন মা- প্রয়োজন নেই???

কিন্তু মা! আমরা কী দেখলাম? আমরা দেখলাম- এক্ষেত্রে আপনার সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চরম ব্যর্থতা। তাঁরা ফারুকীর খুনিদের খুঁজে বের করা দূরে থাক- এজাহারভুক্ত আসামী ও দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার হুমকিদাতা, কুখ্যাত স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের পালের গোদা, পবিত্র কলেমার লিখন পরিবর্তনের দাবীদার, ধর্মদ্রোহী 'তারেক মনোয়ার' এবং ফারুকীকে হত্যার আরেক প্রকাশ্য হুমকিদাতা 'মুজাফফর বিন মহসিন'কে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করেনি! আপনিই বলুন- তাঁদের এই ব্যর্থতা কি বরদাশত করা যায়?! আমাদের দেশের পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কী এতোই অথর্ব?!!! বিশ্বাস হয় না মা- আমার মোটেও বিশ্বাস হয় না। বরং আমার যেটা বিশ্বাস হয়- ফারুকীর হত্যা পরিকল্পনা করেছে কুখ্যাত ওই দুইজন এবং ইসলামী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব নামধারী তাদের কিছু দোসর, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে চিহ্নিত জঙ্গীগোষ্টি আর তাদের নিরাপদে সরিয়ে দিয়েছে আপনার সরকারের কিছু অসাধু ব্যক্তিবর্গ। একবার ভাবুন তো মা- রক্তমাংসের মোটাতাজা এ জঙ্গী মানুষগুলো এ রকম নির্মম হত্যাকান্ড ঘটিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারে?। মা! মাগো! নিশ্চয়ই এখানে কোন 'ঘাপলা' আছে। যেই 'ঘাপলা' আপনার অথর্ব স্বরাস্ট্রপ্রতিমন্ত্রী বিগত এক বছরে বের করতে পারেন নি। এক বছর নয়- এই 'আমড়া কাঠের ঢেকিঁ' কে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলেও তিনি পারবেন বলে মনে হয় না। আপনার প্রতি বিনীত নিবেদন- এই 'রদ্দি মাল'কে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে আপনার দলের ক্যারিশম্যাটিক নেতা 'জনাব ওবায়দুল কাদের' বা সর্বজন প্রিয় জনাব পলক ভাইয়ের মতো নেতাকে দায়িত্ব দিন। আমি জানি- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার মতো 'কঠিন-কোমল' হৃদয়ের অধিকারী নেতার অভাব নেই। মোচের ফাঁকে মিউঁ মিউঁ করা- এই 'ভেজা বেড়ালের' চেয়ে

আমাদের শ্রদ্ধেয়া খালা 'সাহারা খাতুন' ঢের ভালো ছিলেন। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে কী অসম সাহসিকতার সাথে বিডিআর হত্যাকান্ড পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছিলেন- ভাবতেও অবাক লাগে! তবে আমরা আপনার সন্তানগণ সবাই মিলে আপনার পায়ে ধরে আবেদন করছি- দয়া করে ফারুকী হত্যা মামলাটি আপনি নিজেই তত্ত্বাবধান করুন। এবং খুনী অপরাধী চক্রকে আবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কৃপা দৃষ্টি কামনা করছি। আল্লাহ্-রাসূল (দরুদ) আপনার সহায় হোন। আমিন! আমার বেয়াদবি ও ভাষাগত ত্রুটির জন্য আপনার ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

বিনয়াবনত
আপনার গুণমুগ্ধ
আবছার তৈয়বী
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি- প্রবাসী সাংবাদিক সমিতি (প্রসাস)- দুবাই, ইউ.এ.ই।
প্রতিষ্ঠাতা: আদর্শ লিখক ফোরাম (আলিফ), চট্রগ্রাম।
নির্বাহী সদস্য: আনজুমানে খোদ্দামুল মুসলেমীন, ইউ.এ.ই কেন্দ্রীয় পরিষদ, আবুধাবি।

তারিখ: ১৭ আগস্ট, ২০১৫ইং
আবুধাবি, ইউ.এ.ই।

মহা সম্মানিত পীর-মাশায়েখ ও গদীনশীনদের খেদমতে 'খোলা চিঠি'

আপনাপন মুরীদদের নিয়ে ফারুকী হত্যাকান্ডের বিচারের দাবীতে সোচ্চার হোন

আবছার তৈয়বী

মহা সম্মানিত হযরাতে কেরাম!
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!
শুরুতেই অধমের সালাম গ্রহণ করুন। আশা করি আপনারা সকলেই আপনাপন গদীতে ভক্ত-মুরিদ বেষ্টিত হয়ে 'মহাসূখে' দিনাতিপাত করছেন। আমি অধম গুনাহগার কোনভাবেই আপনাদের 'চরণধুলি'র মর্যাদাও রাখি না। কিন্তু আল্লাহ্-রাসূল (দরুদ) সাক্ষী আছেন- আমি অধম আপনাদের খুবই 'মুহাব্বত' করি। আমি গরীব হওয়ায় আপনাদের দরবারে টাকা-পয়সা ও গরু-মহিষের হাদিয়া নিতে পারি না। যদি নিতে পারতাম- তাহলে বাজারের সবচেয়ে 'মোটা মোষ'টা, গো-হাটের সবচেয়ে 'বড় গরু'টা আমি 'আবছার তৈয়বী' নিজে গিয়ে আপনাদের শ্রী চরণে 'অর্ঘ্য' দিতাম! কিন্তু বিশ্বাস করুন- আপনাদের দেয়ার মতো আমার কাছে কোন সম্পদ নেই। জানি- আমার মতো দীনহীন 'ফকিরা বেটা'র সর্বস্ব দিয়েও আপনাদের এক বেলার আহার সংস্থান করার সামর্থ নেই। মাশাআল্লাহ্! আপনাদের যে সম্পদ আছে- তাতে আমার মতো গরীবের কিছু না দিলেও আপনাদের সম্পদের কিছুই হেরফের হবার নয়। আপনাদের কিছু হযরতের সম্পদের পরিমাণের খবর আমি জানি। যে সম্পদ আপনাদের আছে- তা দিয়ে বাংলাদেশের পুরো ১৬ কোটি জনগণের ৩২ কোটি হাত দিয়ে আহরণ করলেও পুরোবে না। তারপরও আপনাদের সম্পদ লিপ্সা যায় না কেন- সে বিষয়ে ড. আবদুল করিম বা গবেষক আবদুল হকের মতো মনীষীদের আজীবন গবেষণা করতে হবে। আমার মতো নাদান-মূর্খ এ বিষয়ে কথা না বললেও চলবে। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়- অনেকগুলো টাকা দিয়ে

আপনাদের 'হুজরা' বা 'শয়নকক্ষ' ভর্তি করে দেই। আর আপনাদের কাউকে কাউকে সে হুজরা বা শয়নকক্ষের ভেতরে রেখে বাইরে থেকে তালা মেরে দেই। কিন্তু আমি জানি- আমার এ আশা কখনো পুরণ হবার নয়। কারণ 'আলাদীনের চেরাগ' আমি কখনো পাবো না। ওই ব্যটার সাথে যেন আমার আজন্ম দুষমনি। সে আমার ধারেও আসে না, কাছেও আসে না। কত মানুষকে চোখের সামনে 'আঙুল ফোলে কলাগাছ' নয়; 'বটগাছ' হতে দেখেছি! কিন্তু আমি যেই 'খালি আবদুল্লাহ্' ছিলাম, সেই খালি আবদুল্লাহই রয়ে গেছি। অনেককে সময় মতো এবং জায়গামতো 'তেল মেরে' প্রকান্ড 'পয়সাওয়ালা' হতেও দেখেছি। মাফ করবেন- ওই 'বদ-খাসলত'টি আমার কোন কালেই ছিল না, এখনো নেই। শুরু থেকেই আমি বরং একটু 'ঠোঁটকাটা' টাইপের লোক- যা বলি সামনে বলি। তারপরও যদি কোনদিন নসিব খুলে যায়- তো 'বদনসিব' এই আমি আমার ইচ্ছাটা পুরণে কিঞ্চিতমাত্র দ্বিধা করবো না। কিন্তু যতোদিন সেই 'খোশ নসিব' এই অধমের না হচ্ছে, ততোদিন এই হতভাগ্য নগণ্য ভক্তটির জন্য আপনাদের 'নেগাহে করম' কামনা করছি।

হযরত পীর কেবলাজানগণ!

আমি আজ তনু-মন কম্পিত এক 'হৃদ-কান্না' নিয়ে আপনাদের খেদমতে হাজির হয়েছি। আপনারা জানেন- আজ থেকে ঠিক এক বছর পূর্বে জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সুন্নী জনতার নয়নমণি, দ্বীনের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হযরতুল আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহ.) কে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করেছে। আমি আমার ক্ষুদ্র মস্তিস্ক দিয়ে গবেষণা করার পর আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পেছনে তিন শ্রেণীর অসাধু চক্র কাজ করেছে। ১. আলেম নামধারী কিছু খারেজী ও মওদুদীবাবাদী খবিসের নিঁখুত হত্যা পরিকল্পনা ২. জঙ্গী নামধারী ঘৃণিত ওহাবী ও সালাফী আকিদার অনুসারী কিছু মস্তিষ্ক বিকৃত পাষানদের মাধ্যমে সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ৩. সরকারের ভেতর ঘাঁপটি মেরে থাকা একটি মহলের সেই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন পরবর্তী সার্বিক সহায়তা প্রদান। এই তিনচক্র পরস্পর পরস্পরের দোসর। ঠিক 'চোরে

চোরে মাসতুতু ভাই' এর মতো এদের মধ্যে পরস্পর যোগসাজস রয়েছে। তাই ফারুকী হত্যাকাণ্ডের বিচার আলোর মুখ দেখছে না।

মুহতারাম গদীনশীনগণ!

কিন্তু আপনাদের 'ফুল কদমে' অধম আমি আরজ করি- দয়া করে বলুন তো- শহীদে মিল্লাত আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকীর দোষটা কী ছিল? তিনি তো আর ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক ব্লগারদের মতো আল্লাহ্ -রাসূল, সাহাবী ও আওলিয়াদের বিরুদ্ধে বলেন নি! তাহলে কেন তাঁকে এ রকম নির্মমভাবে খুন হতে হলো? প্লিজ! চুপ থাকবেন না, দয়া করে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। হ্যাঁ, ফারুকীর একটা দোষ তো অবশ্যই ছিল। তিনি আপনাদের মতো গদীধারীদের গদী রক্ষায় বাতিলদের সম্মুখে ডাল হিসেবে ব্যবহার হয়েছিলেন নিজ দায়িত্বে। সেই জন্য ওই বাতিল খবিসগুলো তাঁকে কী নামে ডাকতো জানেন? তাঁকে ডাকতো- 'মাজার পুজারী' বলে! আচ্ছা বলুন তো- তিনি কি কোন মাজারে পুঁজা দিতে গিয়েছিলেন? কোন সুন্নী আলেমদের কি মাজারে পুঁজা দিতে কেউ কখনো দেখেছেন? তারপরও কেন তাঁকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হলো জানেন? কারণ, তিনি জনসমক্ষে, মিডিয়াতে আপনাদের পক্ষে কথা বলতেন। তাঁর আকিদা সুন্নী, তাঁর চরিত্র ও আমল আখলাক সুন্নাতি হলেও ওই বাতিলরা তাঁকে বলতো 'বেদাতী'। তো যিনি আপনাদের মনের কথাগুলো মিডিয়ায় প্রচার করছেন, আপনাদের পক্ষ হয়ে বাতিলদের বিরুদ্ধে একাই লড়েছেন- সেই সাদা-সিধে মানুষটিকে নিজঘরে নির্মমভাবে গলায় ছুরি চালিয়ে জবাই করে দিলো- তো আপনাদের কি করার কিছুই নেই?

জানি, আপনারা বলবেন- আপনারা দরবার নিয়ে আছেন, দরবার ছেড়ে আপনারা কোথাও যেতে পারবেন না। কিন্তু আপনাদের কতো ক্ষমতা আছে তা আপনারা নিজেই জানেন না। হ্যাঁ, আপনাদের রূহানী ক্ষমতা আছে কি-না সেটা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে বৈকি? কিন্তু আপনাদের জাগতিক ক্ষমতা ও প্রভাব যে অনেক বেশি, সে

সম্পর্কে আমার কোনই সন্দেহ নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনারা দশ দরবারের 'দশ গদীনশীন' একজোট হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান, দেখুন অবস্থাটা কী হয়? খোদ প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আপনাদের যদি স্বাগত না জানায়- তো আমার নামটা বদলে দিয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো- আপনাদের সেই 'জাগতিক ক্ষমতা' সম্পর্কে আপনাদের নিজেদেরই কোন ধারণা নেই। আপনারা একেকজন 'সার্কাসের হাতি' হয়ে বসে আছেন- যার কোন তেজ নেই, গ্লানি নেই, সচেতনতা নেই, 'আত্মসম্মান' নেই। আন্দোলন কীভাবে করতে হয়, কীভাবে বাংলাদেশের রাজধানী 'ঢাকা'কে অচল করে দিতে হয় 'বুইড়া শফি' থেকে শিখতে পারেন। আমি তো অবাক হয়ে ভাবি- ওই বুইড়ার লাঠির যে ক্ষমতা, আপনাদের আলীশান দালানেরও সেই ক্ষমতা নেই। অথবা 'চোরমোনাইর পীর' এর দিকে তাকান- যে কিনা বরিশালে পেটে গ্যাস উদ্গাত হলে- সে সেই গ্যাস পেছনের দরোজায় ডেলিভারি না দিয়ে কোন মতে চাইপ্পা চুইপ্পা 'স্পীড বোটে' ঢাকায় এসে মতিঝিল চত্বরে, শাপলা চত্বরে বা প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় এসে 'ডেলিভারি' দেন। আর আপনারা? আপনার ঢাকা ছেড়ে দেশের বড় বড় পাহাড়গুলো দখল করে ওখানে 'আখড়া' বানান, দেশের 'সোনাফলা' ধানি জমিগুলো দখল করে ভক্ত-মুরিদের পকেট কেটে আলীশান অট্টালিকা বানান। ঢাকা দখল করে রাখে সুন্নী নামধারি কিছু সাক্ষাৎ শয়তান- দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী ও কুতুববাগীরা। যাদের কারণে সুন্নীরা প্রতিনিয়ত গালি শুনছে।

প্রিয় গদীননশীনগণ!

আপনারাই পারেন- সুন্নী নামধারী ওই 'অমঙ্গলের দূত'গুলোকে ঢাকা থেকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে আপনারা তাদের বিরুদ্ধে মুখে কুলূপ এঁটে আছেন। আপনারা ভাবছেন- সুন্নী নাম নিয়ে যে যেমন ইচ্ছা করুক, তাতে আপনাদের কিছুই যায় আসে না। কিন্তু দেখবেন- যদি এই সব ভন্ডদের বিরুদ্ধে মুখ না খোলেন, তাহলে এমন একদিন আসবে- লোহার সিন্দুকে লুকিয়েও আপনারা নিস্তার

পাবেন না। খারেজী, সালাফী ও মওদুদীপন্থীরা আপনাদের সেই সিন্দুক থেকে বের করে 'কচুকাটা' করবে। কোন 'বাবার কেরামতি' আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। গরীবের ঘামে ও শ্রমে নির্মিত আপনাদের আলীশান ইমারতগুলো আইএসআইএস এর মতো জঙ্গীদের বোমার আঘাতে ধ্বসে পড়বে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে- আপনারা পবিত্র হিজায ভুমির মাজারগুলোর দিকে দেখুন। জান্নাতুল মোয়াল্লা ও জান্নাতুল বাকির দিকে একবার তাকান। দেখুন ইরাক, সিরিয়া ও লিবিয়ার দিকে। সেখানকার সূফিরা মানে-গুণে ধনে-জনে আপনাদের চেয়ে ঢের বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলো। তাদের অসচেতনার কারণে ওসব দেশে কী দুর্যোগ নেমে এসেছে! ইঙ্গ-মার্কিন মদদপুষ্ট 'অকল্যাণের প্লাবন' যদি সে সব দেশে আসতে পারে, তো আমাদের দেশেও আসতে পারে। আমি আপনাদের করজোড়ে আবেদন করি- হে আমার ছেরতাজগণ! সেই 'অলক্ষুণে সময়' আসার আগে আপনারা সচেতন হোন। ঐক্যবদ্ধ হোন। ঢাকাকে কেন্দ্র করে আপনাদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করুন।

কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আপনারা হবেন কীভাবে? গরু-মহিষ আর দানবাক্সে টাকা নিয়ে আপনারা নিজেরা ভাইয়ে ভাইয়ে যেভাবে মারামারি, গালাগালি করেন- তা দেখে আমার মতো নাদান মুর্খেরও লজ্জা লাগে। আহা! অমর কবি শেখ মুসলেহউদ্দীন সা'দী (রহ) কত আশা করেই না বলেছিলেন, 'একটি কম্বল গায়ে দিয়ে ১০ জন দরবেশ রাত কাটাতে পারে, কিন্তু একটি দেশে দু'জন রাজা থাকতে পারেন না'। কিন্তু দরবেশ কবি সা'দী যদি আজ বেঁচে থাকতেন- আপনাদের এই 'গুতোগুতি' দেখে কী লিখতেন- তা ভেবেই আমি পুলকিত হচ্ছি!

হে পবিত্র শোণিতধারার ওয়ারিশগণ!

আপনাদের এ হাল কেন হলো- দয়া করে একটু বলুন! অসঙ্গতিটা কোথায় আছে তা নির্ণয় করুন! কোন 'পবিত্র আত্মা'র বদদোয়ায় আপনাদের এই 'যিল্লতি হাল' হলো- তা ভেবে দেখুন। খোদার কসম!

আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন কর্মসূচী দিলে কতলোক জমায়েত হবে আমি জানি না, তবে এতটুকু জানি যে, 'লালা শফি'র চেয়ে কমপক্ষে ৫০ গুণ বেশি লোক জমায়েত হবে। বিশ্বাস করুন- সুন্নীয়ত ভিত্তিক ইসলামী আন্দোলনের জন্য শস্য-শ্যমলা, সুজলা-সুফলা এদেশের জমিনটার মতো উর্বর জমি পৃথিবীর কোথাও নেই। কারণ, এদেশের মানুষগুলো খুব সহজ-সরল। এদেশের মানুষের অন্তরে রয়েছে আল্লাহ্‌র ওলিগণের প্রতি অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস-ভালবাসা। আল্লাহ্‌র অলিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। জঙ্গীদের তলোয়ারে নয়, মওদুদীবাদের বোমার আঘাতে নয়, ওহাবীদের পেট্রোডলারের বদৌলতে নয়, সালাফীদের ঈমান বিধ্বংসী বয়ানে নয়- এদেশে ইসলাম এসেছে ওলীআল্লাহ্ গণের ভালবাসায়, উদারতায়, প্রেমে ও মহত্ত্বে।

হে আমার মাথার মুকুটগণ!

আমি ভেবে পাই না- ওলীআল্লাহ্ গণের পবিত্র পদধুলিতে ধন্য এই পবিত্র ভুমিতে কীভাবে মওদূদীবাদের এরকম 'রমরমা' অবস্থা হয়? কীভাবে ঘৃণ্য ওহাবীদের ম্রিয়মাণ শুকনো চারাটা এতো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে? সালাফীবাদের শুকনো বীজটা কীভাবে পত্র-পল্লবে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়? বুঝে আসে না- আমার কিছুই বুঝে আসে না। শুধু এটা বুঝি যে, কোথাও আপনাদের 'গলদ' আছে। কোথাও আপনাদের 'ভুল' আছে। আমি জানি-'খতায়ে বুযর্গ গেরেফতন খতাস্ত'। তাই সেই গলদটা আপনারা নিজেরাই চিহ্নিত করুন! সেই ভুলটা আপনারাই নির্ণয় করুন। দেখবেন- ওই মওদুদীর চেলাগুলো, ওই ওহাবী জঙ্গীদের পান্ডাগুলো, ওই সালাফীদের গোমটাওয়ালা মৌ-লোভী খবিসগুলো পালাবার পথ পাবে না। শহীদে মিল্লাত মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহ.) এর খুনীদের পাকড়াও করার জন্য আমাদের আর তড়পাতে হবে না। এদেশের আকাশ-বাতাস, এদেশের বৃক্ষ-লতা, এদেশের মাটি ও মানুষ ওই পাষণ্ড খুনীদের ধরিয়ে দিয়ে বলবে- 'নাও, ফারুকীর খুনীদের তোমার সামনে এনে দিলাম। এবার তোমরা এই হারামীদের বিচার

করো’। প্রিয় ছেরতাজগণ! খোদার কসম! সেই দিন আর বেশি দূরে নয়। এক্ষেত্রে আপনাদের সক্রিয় ভুমিকা প্রত্যাশা করে- এদেশের লক্ষ-কোটি ভাগ্য বিড়ম্বিত সুন্নী জনতা। আমি সেই পোড়া কপাইল্লা সুন্নী জনতার পক্ষ হয়ে আপনাদের পবিত্র কদমে নিবেদন করছি- প্লীজ! এবার একটু সচেতন হোন। এবার একটু জেগে ওঠুন। এবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঢাকাকেন্দ্রীক কর্মসূচী ঘোষনা করুন- এদেশের নবীপ্রেমিক ওলীপ্রেমিক সুন্নী জনতা নিজেদের বুকের তাজাখুন ঢেলে দিয়ে আপনাদের ঘোষিত কর্মসূচী পালন করবে।

পরিশেষে মহান-আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ও তাঁর প্রিয় হাবীবে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়াসাল্লামের আলীশান দরবারে আপনাদের সুমতি প্রার্থনা করে আজকের মতো বিদায় নিলাম। আপনারা সকলেই সুস্থ থাকুন। সুখে থাকুন। আনন্দে থাকুন- কান্নাভেজা চোখে আর রক্তভেজা হৃদে এই কামনা করছি। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

বিনয়াবনত
আপনাদের গুণমুগ্ধ

অধম, নাখান্দা, নাদান, নালায়েক
আবছার তৈয়বী

আবুধাবি, ইউ.এ.ই
তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০১৫ ঈসাব্দ

চ্যানেল 'আই' এর পরিচালক ও বার্তা-প্রধান জনপ্রিয় 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের পরিকল্পক ও সঞ্চালক জনাব 'শাইখ সিরাজ' সাহেবের প্রতি 'খোলা চিঠি'

'চ্যানেল আই পরিবারের সদস্য আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকীর প্রতি সুবিচার করুন'

আবছার তৈয়বী

প্রিয় মহোদয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

শুরুতেই আমার সালাম গ্রহণ করুন। আমি শস্য-শ্যামলা, সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের একজন নগন্য প্রবাসী নাগরিক। আমি মুহাম্মদ নূরুল আবছার তৈয়বী ১৯৯৯ সালের ১ লা অক্টোবর থেকে পুরোদমে চালু হওয়া বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল চ্যানেল 'চ্যানেল আই' এর একজন প্রবাসী দর্শক। ২০০১ সালের দিকে ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রশক্তির ইরাক আগ্রাসনের সময় আমিও হঠাৎ করে চ্যানেল আই- এ ঢুকে যাই। তৎকালীন বার্তা সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক নেতা মুহতারাম 'শাহ আলমগীর' সাহেব কীভাবে যেন আমার সেল নম্বর জোগাড় করলেন (সম্ভবতঃ আমার বন্ধু সাংবাদিক আনিস আলমগীর সাহেব দিয়েছিলেন) এবং মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যুদ্ধের প্রভাব এর ওপর রিপোর্ট করতে বললেন। তখন আমি দুবাইস্থ প্রবাসী সাংবাদিক সমিতি (প্রসাস) এর সভাপতি ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম বাংলাপত্রিকা অধুনালুপ্ত 'মাসিক প্রবাসের আলো'-র সম্পাদক ছিলাম। তখন বাংলা চ্যানেল বলতে প্রবাসে ২টি চ্যানেলই দেখা যেত। ১. চ্যানেল আই ২. এটিএন বাংলা। তবে চ্যানেল আই এর দর্শকপ্রিয়তা ছিল সবচেয়ে বেশি। দুবাইতে সব প্রবাসীর রুমে তখন টিভি ছিল না। ফলে বাঙালি

রেষ্টুরেন্টগুলোতে সব সময় ভিড় লেগে থাকতো। বিশেষ করে 'নিউজ'এর সময়ে প্রতিটি রেষ্টুরেন্টের ভেতরে-বাইরে যেন মানুষের মেলা বসতো। সে সময় রিপোর্ট করতে সাংবাদিক বন্ধু 'আনিস আলমগীর' ইরাকে যান। তিনিই একমাত্র বাঙালি সাংবাদিক- যিনি মৃত্যুর ভয় উপেক্ষা করে বিদেশী টেলিভিশনের সহায়তায় 'চ্যানেল আই' এর জন্য লাইভ সংবাদ পাঠাতেন। একবার হলো কী- তিনি লাইভ সংবাদ পাঠানোর সময় হঠাৎ করে তার পেছনে বিকট শব্দে একটি গোলা বিস্ফোরিত হলো। তিনি কেঁদে বললেন, 'আজই বোধহয় তার শেষ দিন'। দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগেই তার লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে সময় প্রত্যেক দর্শক এই অকুতোভয় বাঙালি সাংবাদিকের জন্য চোখের জলে প্রাণভরে দোয়া করেছিলেন। স্যার! আমি চ্যানেল আই- এর সেই সময়ের সংবাদদাতা। আমার স্বকণ্ঠে তখন বেশ কয়েকটি রিপোর্ট প্রচারিত হয়েছিল। রিপোর্ট চলাকালীন সময়ে পুরো টিভির স্ক্রিনে ভেসে ওঠতো আমার ছবি আর নিচে লেখা থাকতো- 'দুবাই থেকে সাংবাদিক মুহাম্মদ নূরুল আবছার তৈয়বী'। চ্যানেল আই এর নিউজ আর্কাইভে খুঁজলে এখনো আমার রিপোর্টগুলো পাবেন। পুরনো কাঁসুন্দি এই জন্যই বললাম যে, শুরু থেকেই চ্যানেল আই- আমাকে টানতো। চ্যানেল আই-এর সাথে আমার সংযোগ সম্ভবত শহীদে মিল্লাত আল্লামা ফারুকী সাহেবেরও আগে।

প্রিয় স্যার!

তখন 'চ্যানেল আই'-এ নিয়মিত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো না। কিন্তু এটিএন বাংলায় জনাব আরকান উল্লাহ্ হারুনীর উপস্থাপনায় সাপ্তাহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে বাতিল মতবাদের প্রচার চলতো এবং বাংলাদেশের জনমানুষের ঈমান-আকিদাও আবহমান বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির আচরিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোকে নিয়ে চিহ্নিত কিছু মৌলভী

দিয়ে বিষোদগার করানো হতো। আমি সে সব অনুষ্ঠান দেখতাম এবং 'বাতিলদের মিডিয়া প্রীতি' আর 'সুন্নীদের মিডিয়া ভীতি' দেখে আত্মগ্লানিতে ভুগতাম। পরবর্তীতে আমার প্রিয় উস্তাদ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ফিকাহ বিভাগের প্রধান আল্লামা অছিয়র রহমান আলকাদেরী সাহেব দুবাই আসলে তাঁকে আমি বিষয়টি সবিস্তারে তুলে ধরলাম এবং আমাদের এ দৈন্যতা ঘুচানোর জন্য বললাম। তাঁর সাথে চ্যানেল আই এর তৎকালীন বার্তা সম্পাদক জনাব শাহ আলমগীর সাহেবের সাথে কথা বলিয়ে দিলাম। পরবর্তীতে আমার আরেক শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জামেয়ার শায়খুল হাদীস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব এদেশে আসলে তাঁকেও বিষয়টির গুরত্ব বুঝিয়ে বললাম। আল্লামা অছিয়র রহমান আলকাদেরী দেশে গিয়ে 'চ্যানেল আই' কার্যালয়ে যান এবং জনাব শাহ আলমগীর ও আপনার সাথে দেখা করেন। আপনাদেরকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝাতে সক্ষম হন এবং পরবর্তীতে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শুরু হয় আমাদের স্বপ্নের অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে'। তখন এই অনুষ্ঠানের স্পন্সর করতো- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী দ্বীনি সংস্থা 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া'। আন্‌জুমান কর্মকর্তাদের রাজী করাতে তাঁরা উভয়ে কতো কষ্ট করেছেন- তা বলার মতো নয়।

স্থানীয় এক ইমাম সাহেবের মাধমে আপনি দেশের এই রত্ন, সুন্নিয়তের 'হীরা-মানিক' আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী সাহেবের সন্ধান পান। ফারুকী সাহেব সেই 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে লাগলেন। এর আগে ফারুকী সাহেবকে আমরা কেউই চিনতাম না। 'চ্যালেন আই' তাঁকে শত্রু-মিত্র প্রতিটি বাঙালির কাছে পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থাপনা, ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রাঞ্জল বর্ণনা ও অসাধারণ 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ' ব্যবহার করে 'চ্যানেল আই' কে নিয়ে গেলেন জনপ্রিয়তার অনেক উচ্চমার্গে। যারা এক সময় টিভি দেখা

হারাম ফতোয়া দিয়েছিল, ঘরে টিভি রাখা পাপ মনে করতো- তারাও সকল কাজ ফেলে দল বেঁধে নিয়মিতভাবে 'সত্যের সন্ধানে' দেখতে লাগলেন। এমনকি ঘরের মা-বোনেরাও ফারুকী সাহেবের অনুষ্ঠান দেখে তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একসময় বাংলাদেশে অনেক চ্যানেল আসল। ফারুকী সাহেব শুরু করলেন- তাঁর বিখ্যাত অনুষ্ঠান 'কাফেলা'। তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল (দ.), সাহাবী, তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈন ও আওলিয়ায়ে কেরামদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও নিদর্শনাবলী তুলে ধরতে লাগলেন। বাঙালি মুসলমানরা ইসলামের এসব নিদর্শনাবলী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন এবং ফারুকী পৌঁছে গেলেন নবী-প্রেমিক, অলি-প্রেমিক প্রতিটি মানুষের অন্তরে।

প্রিয় স্যার!

আপনি ধারণাও করতে পারবেন না যে, বাংলাদেশের মানুষের কাছে 'ফারুকী সাহেব' কতটা জনপ্রিয়! ঠিক কিছু মানুষ- যারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম নিয়ে বেসাতি করতে চায়, যারা চায়- এই সহজ সরল অসাম্প্রদায়িক দ্বীনের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ ঢুকিয়ে ধর্মটার বর্ম খুলে নিতে, তারা ফারুকীর বিরুদ্ধে ওঠে পড়ে লাগলেন। এক্ষেত্রে তারা সংখ্যাগুরু, ফারুকী সংখ্যালঘু। তারা সভা ডেকে প্রকাশ্যে ফারুকীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার প্লান করলেন। এক পর্যায়ে ঘনিয়ে আসল সেই নির্মম কালো সাঁঝ! ফারুকীকে মধ্যযুগীয় কায়দায় তার নিজ ঘরেই জবাই করা হলো। আপনি ফারুকীর মরদেহ 'চ্যানেল আই' অফিসের সামনে এনে জানাযা পড়লেন। হাত তুলে দোয়া করলেন। টিভি ক্যামেরার সামনে কমেন্ট দিলেন। ব্যস্, ওই পর্যন্তই। কিন্তু সিরাজ ভাই! বুকে হাত দিয়ে বলুন তো- আপনার দায়িত্ব কি এতে শেষ হয়ে গেছে? না, শেষ হয়নি। কারণ, আপনি চাইলে ফারুকীর খুনীদের পাকড়াও করতে বিশেষ

ভুমিকা পালন করতে পারতেন। কিন্তু আপনি করেন নি। আমি মনে করি- আপনি যে ফারুকীকে বিকশিত করেছিলেন, আর যে ফারুকী আপনার 'চ্যানেল আই'কে বিকশিত করেছেন, সেই ফারুকীর প্রতি আপনি 'সুবিচার' করেন নি? প্লীজ! এই চিঠির সাথে সংযুক্ত ফারুকীর 'গলাকাটা' দেহটার দিকে একটু দেখুন। এবার বলুন- কী অপরাধে এমন সাদাসিধে মানুষটাকে, ইসলামের এই খাদিমটাকে জবাই করা হলো? বলুন, চুপ করে থাকবেন না- প্লীজ!

মাটির মানুষ সিরাজ ভাই!

আপনার 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' বাংলার কৃষক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 'মাটি ও মানুষ' নিয়ে আপনার খেলা। জানি- মাটি ও মানুষকে বড়ই ভালোবাসেন- আমাদের 'মাটির মানুষ' শাইখ সিরাজ। বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান- যারা মাটি নিয়ে খেলা করেন, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের মতো অকর্মাদের জন্য ফসল ফলান, যে সমস্ত অশিক্ষিত- অল্প শিক্ষিত 'সহজ সরল বিজ্ঞানী' মাটির বুক ছিঁড়ে আমাদের জন্য অন্ন সংস্থান করেন, তাদেরকে 'লাইম লাইটে' নিয়ে আসার জন্য আপনার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সর্বমহলে প্রশংসিত। এজন্য আপনি 'একুশে পদক' ছাড়াও জাতিসংঘের 'ফাও'(ঋঅঙ) পুরস্কারও পেয়েছেন। আপনার মতো এমন নির্লোভ ও নিরলস দেশপ্রেমিক ব্যক্তি আমাদের দেশে খুব বেশি নেই। আমরা বাংলাদেশের জনগণ আপনাকে নিয়ে রীতিমতো গর্ব করি।

প্রিয় সিরাজ ভাই!

কিন্তু যেই ব্যক্তি আমাদের হৃদ-জমিনের চাষী, যে ব্যক্তি বাংলার জনমানুষের হৃদ-ভূমিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম) প্রেমের বীজ বুনেছেন, মনের অলিন্দে বেড়ে ওঠা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম) প্রেমের চারাটিকে নিয়মিত প্রাকৃতিক সার ও কীটনাশক (দলিল ভিত্তিক আলোচনা) দিয়ে 'ওহাবী, মওদূদী, সালাফী, শিয়া, ও কাদিয়ানী' নামক রোগ-বালাই দমন করেছেন, অন্তর ভূমিতে অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে বেড়ে ওঠা আগাছাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করে হৃদ-জমিনের পরিচর্যা করেছেন- তাঁর নাম 'মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী'। আর তাঁকে হৃদ-জমিনের 'উত্তম চাষী' বানিয়েছেন- আপনি নিজেই। তাই আমরা মনে করি- বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠির হৃদ-জমিনের এই চাষীকে যারা নির্মমভাবে হত্যা করলো- তাদের সনাক্ত করে 'কোমরে দড়ি' আর হাতে 'হাত-কড়া' পরিয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে আপনি বিশেষ ভুমিকা পালন করতে পারেন। আমি জানি- আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রিয় মানুষদের মধ্যে আপনি এবং আমাদের প্রিয় 'ফরিদুর রেজা সাগর' স্যার অন্যতম। আপনারা উভয়ে এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারেন- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। সিরাজ ভাই! আপনার অফিস থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কি খুব বেশি দূরে? আপনি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরেন। কৃষকের জন্য কোন ফসলটি উত্তম, কোন ফসলের চাষ কীভাবে করতে হয়- তা হাতে-কলমে কৃষকদের শিক্ষা দেন। কিন্তু আপনার অফিস থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যেতে পারেন না- আমাদের এই 'হৃদ-চাষী' ফারুকীর জন্য, এই দুঃখ কাকে বলি!

শুনেছি ২৭ আগস্ট ফারুকীকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করবেন। অনুষ্ঠান করবেন ভালো কথা। কিন্তু তারচেয়েও যেটা বেশি প্রয়োজন, সেটা হলো- আপনার 'ক্রাইম রিপোর্টার'কে দিয়ে 'ফারুকী হত্যাকান্ড' বিষয়ে একটি ধারবাহিক রিপোর্ট করান। এই রিপোর্টই বরং ফারুকী সাহেবের খুনিদের সন্ধান পেতে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি। প্লীজ সিরাজ ভাই! ফারুকী হত্যাকান্ডের রহস্য উম্মোচনে আমরা 'চ্যানেল আই' এর

দেশী-প্রবাসী দর্শকরা আপনার সহযোগিতা চাই। আশাকরি আমাদের নিরাশ করবেন না। আমি অধম গোনাহগার কথা দিলাম- আপনি যেভাবে ফারুকী সাহেবের হাত ধরে তাঁকে 'চ্যানেল আই' তে নিয়ে এসেছিলেন; ঠিক সেভাবে ফারুকী সাহেবও জান্নাতে যাওয়ার সময় আপনার হাত ধরে আপনাকে তাঁর সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আল্লাহ্‌র কসম! ওয়াল্লাহ্-বিল্লাহ্-তাল্লাহ্! এর ব্যতিক্রম হবে না। যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তো কাল হাশরের ময়দানে সবার সামনে আপনি আমার গলা চেপে ধরতে পারবেন। সিরাজ ভাই! এ ক্ষণে আমি আর লিখতে পারছি না। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমার চিঠিখানা পড়ার জন্য ফারুকী সাহেব ও তাঁর অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগীদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার ও 'চ্যানেল আই' এর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি। আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুখে থাকুন এবং আনন্দে থাকুন- সারাক্ষণ, সবসময়। আল্লাহ্-রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম) আপনার সহায় হোন। আমিন। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

আল্লাহ্ মোহাফেজ।

আপনার গুণমুগ্ধ

আবছার তৈয়বী

তারিখ: ২২ আগস্ট, ২০১৫ খৃ.

আবুধাবি, ইউ.এ.ই।

আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যেদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদ, ওয়া বারিকি ওয়াসাল্লাম।

- : সমাপ্ত : -